বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

১৩ অক্টোবর ২০২২

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান পৃষ্ঠপোষক: **জনাব জাহিদ মালেক, এমপি**
মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে: **মো: সাইফুল হাসান বাদল**
সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

সম্পাদনা পরিষদ

১.	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	আহ্বায়ক
২.	অতিরিক্ত সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা)	সদস্য
৩.	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)	সদস্য
৪.	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)	সদস্য
৫.	অতিরিক্ত সচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট)	সদস্য
৬.	অতিরিক্ত সচিব (জনসংখ্যা, পরিবার কল্যাণ ও আইন)	সদস্য
৭.	যুগ্মসচিব (চিকিৎসা শিক্ষা)	সদস্য
৮.	যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	সদস্য
৯.	যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা)	সদস্য
১০.	যুগ্মসচিব (পার)	সদস্য
১১.	যুগ্মসচিব (নির্মাণ ও মেরামত)	সদস্য
১২	যুগ্মসচিব (আইন)	সদস্য
১৩.	প্রতিবেদন সংগ্রহ ও সমন্বয় কমিটির সদস্যগণ উপসচিব (পার-১), উপসচিব (চিকিৎসা শিক্ষা-১), উপসচিব (বাজেট), উপসচিব (পরিকল্পনা-১), উপসচিব (প্রশাসন-১), উপসচিব (ক্রয় ও সংগ্রহ), উপসচিব (নির্মাণ ও মেরামত), সিনিয়র সহকারি সচিব (প্রশাসন-৩)	সদস্য
১৪.	উপসচিব (প্রশাসন-২)	সদস্য-সচিব

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন: মোঃ মাহফুজার রহমান, ডিজাইনার, আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

মুদ্রণ: আইইএম ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

প্রচার সংখ্যা: ৫০০

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়

প্রশাসন অনুবিভাগ
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

ষষ্ঠ সংকলন

প্রকাশক ও স্বত্ব

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

“সরকারী কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। তারা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই। তারা জনগণের বাপ, জনগণের ছেলে, জনগণের সন্তান। তাদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।”

“সমস্ত সরকারী কর্মচারীকেই আমি অনুরোধ করি, যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে তাদের সেবা করুন।”

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

“স্বাস্থ্যই সম্পদ', যা শুধু রাষ্ট্রপুঞ্জের সরকারসমূহ, পেশাজীবী, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, প্রাইভেট সেক্টর ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমন্বিত কর্মোদ্যোগের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।”

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বার্ষিক প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সার্বিক কার্যক্রম এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিফলিত হয়। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম এবং গৃহীত কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রতিবেদনে বর্ণিত তথ্য শিক্ষক, চিকিৎসক, গবেষক, স্বাস্থ্য কর্মী এবং স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট অংশীজন প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবেন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ, বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়ন এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিসমূহের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ বদ্ধপরিকর। এছাড়া কোভিড-১৯ এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব হতে দেশের স্বাস্থ্য খাতকে সুরক্ষিত রাখতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

দেশের সকল মানুষের কাছে সহজে ও স্বাশ্রয়ী মূল্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পৌঁছে দেয়ার জন্য নুতন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, নার্সিং কলেজ, ম্যাটস ও আইএইচটি স্থাপনে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। একই সাথে স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের আধুনিকায়ন, মানোন্নয়ন, জনবল বৃদ্ধি, উন্নত যন্ত্রপাতিসহ শিক্ষা উপকরণ সংযোজনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষায় প্রতিনিয়ত যুগোপযোগী পরিবর্তন সাধন করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৫০ শয্যা বিশিষ্ট একটি সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত হাসপাতালে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট, জিন থেরাপি, রোবোটিক সার্জারিসহ অত্যাধুনিক চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধ, চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা ও টিকা কার্যক্রমে বংলাদেশ বিশ্বব্যাপী সুনাম অর্জন করেছে। এছাড়া প্রজনন স্বাস্থ্য, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাস, স্কুলভিত্তিক এডোলেসেন্ট কার্যক্রম এবং 'সুখী পরিবার' কল সেন্টারের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে।

এসব কর্মকান্ড দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করায় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সাধুবাদ প্রাপ্য। আশাকরি, ভবিষ্যতেও তাঁরা সততা, মেধা ও পরিশ্রম দিয়ে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সচেষ্ট থাকবেন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জাহিদ মালেক এমপি

সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর ও সংস্থার ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমন্বিত করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারি কার্যক্রমে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের পাশাপাশি বিভাগের কর্মকান্ড ও অগ্রগতি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা প্রদান করে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ প্রয়োজনীয় আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়নসহ উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ও ২০৩০ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য খাতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) 'সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে'র বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে ২০২১-২২ অর্থ বছরে এ বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী ভাবনা ও সার্বিক দিক নির্দেশনা অনুসারে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর ও সংস্থার সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর নিরলস প্রচেষ্টায় করোনা মোকাবিলায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন হয়েছে। দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর দোরগোঁড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে চিকিৎসা শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষ জনবল ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনা ও নার্সিং শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং ওয়ার্ডভিত্তিক কমিউনিটি ক্লিনিক হতে কেন্দ্র পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবা নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রভূত উন্নতি সাধন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়াই আমাদের অঙ্গীকার।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এর ২০২১-২২ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ডের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত এ প্রতিবেদন থেকে একদিকে যেমন জনগণের স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে এ বিভাগের গৃহীত কার্যক্রম ও উদ্যোগ সম্বন্ধে একটি সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে তেমনি ভবিষ্যতে বিভাগের নিজস্ব কর্মকান্ড সমন্বয় ও গতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ প্রণয়নে জড়িত স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগসহ অধীনস্থ অধিদপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

(মোঃ সাইফুল হাসান বাদল)

আহ্বায়ক
সম্পাদনা পরিষদ
ও
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

সম্পাদকীয়

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৬(৩) ধারা অনুযায়ী সরকারের প্রতিটি দপ্তর/সংস্থাকে তার সাংগঠনিক কাঠামো, কার্যাবলী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, আইন-নীতিমালা-বিধিমালা এবং নাগরিকদের সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার উল্লেখসহ এক বছরে গৃহীত কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তদনুযায়ী স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে।

রূপকল্প ২০৪১, এসডিজি ২০৩০, নির্বাচনী ইশতেহার এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিধৃত স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ খাতের অভীষ্ট ও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এসকল উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), মধ্যমেয়াদী বাজেটারি ফ্রেমওয়ার্ক, ইনোভেশন ও ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম প্রভৃতি ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে বিবৃত হয়েছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং এর অধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের সার্বিক সহযোগিতা, আন্তরিকতা, মেধা, শ্রম ও মননশীলতার প্রতিফলন ঘটেছে এ প্রতিবেদনে। প্রতিবেদন প্রস্তুতে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত দিয়ে যারা সহযোগিতা করেছেন এবং এর সম্পাদনা, ডিজাইন, প্রচ্ছদ, মুদ্রণ ও অলংকরণে যারা সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মহোদয়ের প্রতি যাদের মূল্যবান পরামর্শ, দিক-নির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতার ফলে এ প্রতিবেদন প্রকাশ সহজতর হয়েছে।

সকল সেবা গ্রহীতা এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের তথ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করতে তথ্যভিত্তিক এ প্রতিবেদন সহায়তা করবে। ভবিষ্যতে এ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন আরও উন্নত, নির্ভুল, সমৃদ্ধ এবং বর্ধিত কলেবরে প্রকাশ করতে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কাম্য।

(মোঃ শাহ্ আলম)

সূচিপত্র
বার্ষিক প্রতিবেদন: ২০২১-২০২২

ক্রম		বিষয়	পৃষ্ঠা
০১		নির্বাহী সারসংক্ষেপ	২১
০২		বিভাগের পরিচিতি, রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	২৩
০৩		সাংগঠনিক কাঠামো	২৫
০৪		অনুবিভাগভিত্তিক কর্মবণ্টন	২৮
০৫		**২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম**	৩৩
	৫.১	২০২০-২১ অর্থবছরে প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন	৩৩
	৫.২	জাতীয় পর্যায়ে ও বিভাগের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী কার্যাবলি	৩৫
	৫.৩	৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর/খাত কর্মসূচি/অপারেশনাল প্ল্যানসমূহের কার্যক্রম	৩৭
	৫.৪	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কার্যক্রম	৩৯
	৫.৫	শুদ্ধাচার কার্যক্রম	৪০
	৫.৬	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম	৪১
	৫.৭	তথ্য অধিকার ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	৪৩
	৫.৮	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন	৪৫
	৫.৯	বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার 'দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা প্রাপ্তি উন্নত করা' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে গৃহীত কার্যক্রম	৪৯
০৬		**সেক্টরভিত্তিক কার্যক্রম**	৫০
৬.১		**স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম**	৫০
	৬.১.১	চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ	৫০
	৬.১.২	চিকিৎসা শিক্ষা সম্পর্কিত অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ	৬৭
	৬.১.৩	চিকিৎসা শিক্ষার উন্নয়নে যুগোপযোগী পদক্ষেপ	৬৯
	৬.১.৪	চিকিৎসা শিক্ষা বিভাগের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৭১
৬.২		**পরিবার পরিকল্পনা সেবা কার্যক্রম**	৭৩
	৬.২.১	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	৭৩
	৬.২.২	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের জনবল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিবরণ	৭৪
	৬.২.৩	সেবা প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্র	৭৪
	৬.২.৪	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি	৭৪
	৬.২.৫	সেবার তথ্য ও প্রদত্ত সেবার তুলনামূলক চিত্র	৭৪
	৬.২.৬	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির সেবা প্রদানের তথ্য	৭৫
	৬.২.৭	পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম	৮০
	৬.২.৮	ক্রয় কার্যক্রম	৮২
	৬.২.৯	জাতীয় পর্যায়ে ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর মজুদ পরিস্থিতি	৮২
	৬.২.১০	উল্লেখযোগ্য ডিজিটাল কার্যক্রম	৮৩
	৬.২.১১	জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে প্রদত্ত সেবা	৮৫
	৬.২.১২	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার ভাসানচরে স্থানান্তরিত FDMNs-কে প্রদত্ত উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ	৮৫
	৬.২.১৩	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনার আলোকে বাস্তবায়ন অগ্রগতি	৮৬
	৬.২.১৪	জনমিতিক সূচকে অর্জিত সাফল্য	৮৮
	৬.২.১৫	ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ ও লক্ষ্যসমূহ	৮৮
	৬.২.১৬	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ৭টি অপারেশনাল প্ল্যানের ২০২১-২২ অর্থবছরের আর্থিক অগ্রগতি	৮৮

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
৬.৩	**জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম**	৯২
	৬.৩.১ জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	৯২
	৬.৩.২ সার্বিক কার্যক্রম	৯৩
	৬.৩.৩ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কাঠামো	৯৩
	৬.৩.৪ প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা	৯৪
	৬.৩.৫ কারিকুলাম প্রণয়ন	৯৫
	৬.৩.৬ গবেষণা কার্যক্রম	৯৬
	৬.৩.৭ গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবা কার্যক্রম	৯৮
	৬.৩.৮ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম	৯৮
	৬.৩.৯ নিপোর্ট-এর সুশাসন কার্যক্রম	৯৯
	৬.৩.১০ জাতীয় দিবস পালন	১০০
৬.৪	**নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেবা কার্যক্রম**	১০১
	৬.৪.১ নার্সিং শিক্ষা ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর	১০১
	৬.৪.২ নার্সিং শিক্ষা ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা কার্যক্রম	১০২
	৬.৪.৩ বিদ্যমান জনবল ও নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি	১০৩
	৬.৪.৪ অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী/সাফল্য	১০৩
	৬.৪.৫ বিভিন্ন প্রকার প্রকল্পের তালিকা	১০৫
	৬.৪.৬ আগামী দিনের পরিকল্পনা	১০৬
৬.৫	**স্বাস্থ্য প্রকৌশল সেবা কার্যক্রম**	১০৭
	৬.৫.১ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	১০৭
	৬.৫.২ সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল	১০৭
	৬.৫.৩ কার্যপরিধি ও কার্যবন্টন	১০৮
	৬.৫.৪ কর্মসম্পাদন, অগ্রগতি এবং কর্মপরিকল্পনা প্রতিবেদন	১০৯
	৬.৫.৫ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	১১০
	৬.৫.৬ চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসাবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ন অবকাঠামো	১১৪
০৭	**বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস এবং বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন**	১২১
	৭.১ বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ১১ জুলাই ২০২১ উদযাপন	১২১
	৭.২ বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন	১২২
০৮	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়	১২৪
০৯	ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা	১২৫
১০	পরিশিষ্ট: ব্যবহৃত শব্দ সংক্ষেপ	১২৬

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে "মুজিব বর্ষে স্বাস্থ্য খাত, এগিয়ে যাবে অনেক ধাপ" শ্লোগানকে সামনে রেখে সবার জন্য উন্নত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ প্রয়োজনীয় আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়নসহ উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ অর্জনের বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

- জনগণের দোরগোড়াঁয় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছানো এবং আধুনিক ও মানসম্মত চিকিৎসা শিক্ষা নিশ্চিতকরণের প্রত্যয়ে ৫টি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি-৩৯টি (বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত ১টি মেডিকেল কলেজ), বেসরকারি-৭৭টি (বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত ৫টি মেডিকেল কলেজ), ২টি সরকারি ডেন্টাল কলেজ, ৮টি সরকারি মেডিকেল কলেজে ডেন্টাল ইউনিট, ১২টি বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ ও ১৫টি বেসরকারি ডেন্টাল ইউনিট এ উন্নীত হয়েছে। এছাড়া রাজশাহী ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল ইউনিটকে পূর্ণাঙ্গ ডেন্টাল কলেজে রূপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- নার্সিং শিক্ষা সম্প্রসারণে ৪০টি নার্সিং কলেজ, ৪৪ টি নার্সিং ইনস্টিটিউট, বেসরকারি পর্যায়ে ১০০টি নার্সিং কলেজ, ২৪৭টি নার্সিং ইনস্টিটিউট এবং সরকারি পর্যায়ে ৪১টি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ১৩ টি ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়াও মেডিকেল টেকনোলজিস্ট বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৬টি সরকারি আইএইচটি, ১০১টি বেসরকারি আইএইচটি, ১১টি সরকারি ম্যাটস, ২০০টি বেসরকারি ম্যাটস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

- মাতৃ-শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকার আজিমপুরে ১৭৩ শয্যা বিশিষ্ট ১টি মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, মোহাম্মদপুরে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ১টি ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, মিরপুরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট ১টি মা ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং ২৫৫টি ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র কাজ করছে। সারাদেশে প্রতিমাসে প্রায় ৩০,০০০ স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজনের মাধ্যমে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাগণ তৃণমূল পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছে।

- এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তির লক্ষ্যে 'মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা-২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে। চট্টগ্রাম, সিলেট ও রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সর্বশেষ 'শেখ হাসিনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা, আইন, ২০২১' মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। 'বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা আইন, ২০২১' 'বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা আইন, ২০২১' 'বাংলাদেশ চিকিৎসা শিক্ষা অ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০২১' বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল (সংশোধন) আইন-২০২১ মহান জাতীয় সংসদে অনুমোদনের অপেক্ষাধীন। 'বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ আইন, ২০২১' আইনটি মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। । চিকিৎসকদের জন্য উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারে 'দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা ও তদুদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত প্রেষণ নীতিমালা, ২০২১ (সংশোধিত)' প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষায় ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার করে নতুনত্ব আনা হয়েছে।

- চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকায়নের জন্য বিজ্ঞানের নতুন ধারা এবং কলাকৌশল উদ্ভাবনের জন্য ফেলোশিপ এবং অনুদান প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। 'সমন্বিত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কিত নীতিমালা, ২০২১' এর আওতায় অর্থ বিভাগের বরাদ্দকৃত ১০০ কোটি টাকার তহবিল থেকে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান গবেষণায় এই অর্থবছরে বিভিন্ন ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠান কে ৬৬,৮৮,৯৫,০০০/ টাকার এওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে।

- বাংলাদেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুগঠিত করা, হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা, রোগীর যত্ন এবং গবেষণামূলক কর্মকান্ডের উৎকর্ষতার জন্য বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড এর অধীনে ঢাকার মিরপুরে ১টি সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়াও বেসরকারিভাবে ৬৩টি ডিপ্লোমা পর্যায়ের হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ডের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। ইউনানী ও

আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা বিষয়ে সরকারিভাবে ১টি স্নাতক পর্যায়ের মেডিকেল কলেজ এবং ১টি ডিপ্লোমা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও বেসরকারিভাবে ২টি স্নাতক পর্যায়ের ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ এবং ২৬টি ডিপ্লোমা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে অধিকতর সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে এ বিভাগ নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

- ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশে ২ কোটি ৭৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৬৮২ জন সক্ষম দম্পতির মধ্যে পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ১৭ লক্ষ ৯৩ হাজার ২২৪ জন এবং পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার ৭৮.৪৭%। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে ১.৩৭% হয়েছে (SVRS-2020)। প্রতি এক হাজার জীবিত জন্মে মাতৃমৃত্যু হার বর্তমানে হ্রাস পেয়ে ১.৬৩ হয়েছে (SVRS-2020) এবং নবজাতকের মৃত্যু হার বর্তমানে হ্রাস পেয়ে প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ১৫ হয়েছে (SVRS-2020)।

- সারাদেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং রিপোর্ট জেনারেশনের সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে ডিজিটাল করার মানসে উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগিতায় ই-রেজিস্টার (EMIS)প্রণয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এই ইএমআইএস কর্মসূচির আওতায়, জুন ২০২২ মাস পর্যন্ত সারাদেশে ৭ জন বিভাগীয় পরিচালক, ৪০ জন উপপরিচালক,২৫০ জন উপজেলা পরিবার কল্যান কর্মকর্তা, ৮,৯৪৭ জন পরিবার কল্যাণ সহকারী; ২,৩২৩ জন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক এবং ১,৯৯৯ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা এবং ৯৮০ জন উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার ট্যাব ব্যবহার করে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করেন। তথ্য ও সেবা প্রদানের জন্য 'সুখী পরিবার' নামক ২৪ ঘন্টা/৭ দিন কল সেন্টার (১৬৭৬৭) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

- মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা এবং নার্সিং সেবা প্রদানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুণগত সেবা প্রদানের নিমিত্ত দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিপোর্ট হতে ৯১৩ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে ১৮,৩৪৪ জন, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর হতে ৮১০ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে ৫০,৮৮৮ জন, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর হতে ৫৮৬ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে ১৬,৫৮২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ হতে উক্ত বিভাগের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দ্রুত সেবা প্রদানে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৫ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে ৫২২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিপোর্ট হতে ১২ টি সেমিনার / ওয়ার্কশপ , পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর হতে ৮০৯ টি সেমিনার/ ওয়ার্কশপ ,নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর হতে ১৮টি সেমিনার / ওয়ার্কশপ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ হতে ১৪ টি সেমিনার / ওয়ার্কশপ এর আয়োজন করা হয়েছে।মোট ৮৪৮ টি সেমিনার / ওয়ার্কশপ এ ৫৬৭৯০ জন কর্মকর্তা, কর্মচারী , বিভিন্ন পেশাজীবি এবং সেবাগ্রহিতা অংশগ্রহন করেন।

- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন (TRD) অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে “প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা” এবং “হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা” বিষয়ক ২টি কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে। ‘পরিবার কল্যাণ সহকারী (FWA)-দের মৌলিক প্রশিক্ষণ’ কারিকুলামটি ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে দুটি কর্মশালার মাধ্যমে হালনাগাদ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে নিপোর্ট ২টি জতীয় সার্ভে ও ৯টি গবেষণা পরিচালনা করেছে । এ সময় বার্ষিক প্রতিবেদন, ৩ টি সংখ্যা নিউজ লেটার-নিপোর্ট বার্তা, ৮ টি গবেষণা ব্রীফ/প্রকাশনা প্রকাশ করেছে এবং গবেষণা/ সার্ভের ফলাফল অংশীজনের সাথে শেযার ও প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে ১০ টি সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

- পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন অস্থায়ী, দীর্ঘমেয়াদী ও স্থায়ী পদ্ধতির সেবা প্রদান, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা, তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ, ইএমআইএস ইত্যাদি বিষয়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় । উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সমূহের মধ্যে রয়েছে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপন ,পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উদযাপন ,অডিও-ভিজুয়াল ভ্যান দ্বারা পরিবার পরিকল্পনা, মা - শিশুস্বাস্থ্য, বয়োসন্ধিকালীন, কোভিড-১৯ বিষয়ক ৭,৮৫৫টি প্রচারনামূলক কার্যক্রম ,বাংলাদেশে বেতারের জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল থেকে ৪,০৯৬টি অনুষ্ঠান নির্মান ও প্রচার, বাংলাদেশে টেলিভিশন এর জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

সেল থেকে ২৭১টি অনুষ্ঠান নির্মান ও প্রচার, পরিবার পরিকল্পনা ও মা-শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে ৩৩৩টি বিজ্ঞাপন বহুল প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন ধরণের আইইসি উপকরণ (লিফলেট, বুকলেট, পকেট বুক, ব্রোশিউর ইত্যাদি) সরবারহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে, দেশব্যাপী বিভিন্ন সেবা কেন্দ্রে বিতরণের জন্য পরিবার পরিকল্পনা ও মা-শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক এবং কিশোর-কিশোরী কর্ণারে বিভিন্ন আইইসি উপকরণ (লিফলেট, ব্রোশিউর, পকেট বুক, ইনফো কিট, ইত্যাদি) প্রিন্টিং ও সরবরাহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে, বিভিন্ন উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় শহরে ১২১টি নতুন বিল বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে, দেশের সকল পর্যায়ের জনগণকে মা-শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে তথ্য ও সেবা প্রদানের জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কল সেন্টার ১৬৭৬৭ নম্বর হতে ২৪ ঘন্টা/৭দিন ব্যাপী সেবা ও তথ্য প্রদান করা হচ্ছে।

- কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় অস্থায়ী ক্যাম্পে অবস্থানরত জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের সেবা প্রদানের জন্য মোট ৭টি মেডিকেল টিম ও ১৫টি এনজিও এর মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা সেবা, প্রসবপূর্ব , প্রসবকালীন এবং প্রসব পরবর্তী সেবাসহ শিশুদের চিকি সা সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ দুইটি উপজেলার পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের ক্লিনিক ও ৬টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার ভাসানচরে স্থানান্তরিত FDMNs এ ৩৩৪৫ জন সক্ষম দম্পতি, ৩৫৬১ জন গর্ভবতী , ৩৮৪ জন গর্ভোত্তর সেবাগ্রহিতা, ১০৭৬ জন শিশু ও ৪৫৬৯ জন সাধারন রোগী কে সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া দুর্গম ও কম অগ্রগতিসম্পন্ন এলাকা এবং মাঠকর্মী নেই এমন এলাকায় অস্থায়ী ভিত্তিতে কর্মী নিয়োগ এর মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার বৃদ্ধির জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬১৭ জন স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;

- গনপূর্ত অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৩৪৭ টি কাজের বিপরীতে ১৩৯,৯৩,৮৭,০০০/- (একশত উনচল্লিশ কোটি তিরানব্বই লক্ষ সাতাশি হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে;

- বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবার মান ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বর্তমানে “স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচি” নামক ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচি (HPNSP 2017-2022) চলমান রয়েছে যার আওতায় ৩০টি অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে এবং হচ্ছে। অপারেশনাল প্ল্যানসমূহের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৭টি ওপিসহ মোট ১০টি অপারেশনাল প্ল্যান এ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাভুক্ত। এছাড়াও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ২টি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ১টি এবং বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্স কাউন্সিল (BMRC) কর্তৃক ১টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে। ৫৬৬,২১,১৩,৬০০/- টাকা ক্রয় প্রস্তাবে ৫০১,০৭,২০,০০০/- টাকা চুক্তিতে জাপানি Hyundai Development Company (HDC) এর মাধ্যমে নির্মান কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এই হাসপাতাল নির্মানের মাধ্যমে দেশের স্বাস্থ্যসেবা খাতে নতুন দিগিন্ত উন্মোচিত হয়;

- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের লাইব্রেরিতে ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ স্থাপন করা হয়েছে। ৮টি বিভাগে ৮টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রকে মডেল মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে ব্যাপকভাবে সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এমসিএইচটিআই, আজিমপুর এবং এমএফএসটিসি, মোহাম্মদপুরসহ ৫৮টি জেলা শহরে বিদ্যমান মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে 'ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার’ চালু করা হয়েছে; এছাড়াও ৩০০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে 'কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কর্নার’ চালু করা হয়েছে। মাতৃমৃত্যু রোধে গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় চালুকৃত সফল উদ্ভাবনী উদ্যোগ ‘মাতৃমৃত্যুমুক্ত কাপাসিয়া মডেল’ আরও ১০০টি উপজেলায় বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান আছে;

- মাতৃমৃত্যু, শিশুমৃত্যু ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস এবং গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য সূচকে পার্শ্ববর্তী যে কোনো দেশের তুলনায় বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। দেশের আপামর জনসাধারণের জন্য আধুনিক, মানসম্মত এবং সাশ্রয়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানে এ বিভাগ সদা সচেষ্ট ও বদ্ধ পরিকর।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের পরিচিতি, রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

একটি শিক্ষিত ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী একটি জাতির সম্পদ। মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ মন্ত্রণালয় নামে এ মন্ত্রণালয়ের অভিযাত্রা সূচিত হয়। তখন এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন মুজিবনগর সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় চার নেতার অন্যতম শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭৪ সালে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে বিভক্ত করে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও শ্রম মন্ত্রণালয় এবং ১৯৮১ সালে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় হিসেবে নামকরণ করা হয়। এরপর ১৯৯০ সালে মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ ভিত্তিক কার্যক্রমটি নামে প্রতিফলনের প্রয়োজনে এ মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নামকরণ করা হয়। চিকিৎসা শিক্ষার সম্প্রসারণ, মানোন্নয়ন ও পরিকল্পিতভাবে মানব সম্পদ উন্নয়ন ব্যতীত জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকারের ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে চিকিৎসা শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আলাদা বিভাগ গঠনের উদ্যোগ নেন। এরই ধারাবাহিকতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গত ১৬/০৩/২০১৭ তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠন করে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ (Health Services Division) এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ (Medical Education and Family Welfare Division) দুটি বিভাগ গঠন করা হয় এবং দুটি বিভাগের Allocation of Business নির্ধারণ করে দেয়া হয়। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- মানসম্মত স্বাস্থ্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণ, সর্বজনীন পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ, মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা জোরদারকরণ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন এবং গবেষণা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সম্প্রসারণ। গেজেটে বর্ণিত ৩৩টি বিষয়ে এ বিভাগ কাজ করছে। এ লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, নিপোর্ট, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের নার্সিং শিক্ষা উইং, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, মেডিকেল কলেজসমূহ, নার্সিং কলেজ, নার্সিং ইনস্টিটিউট, আইএইচটি, ম্যাট্স ইউনানী, আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক ও মিডওয়াইফারিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। এ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে- পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত যুগোপযোগী আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন; চিকিৎসা শিক্ষা সংক্রান্ত যুগোপযোগী আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন; সাশ্রয়ী স্বাস্থ্য শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ; স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান এবং জনগণের প্রত্যাশিত সেবার পরিধি সম্প্রসারণ; জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা শিক্ষা, নার্সিং শিক্ষা, জাতীয় জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলী; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত স্থাপনা, সেবা ইনস্টিটিউট ও কলেজ নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষেণ ও সম্প্রসারণ; শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি, বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি এবং পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন। এ কর্মকান্ডের মাধ্যমে ২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে এ বিভাগ এবং এর অধীন দপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করে যাচ্ছে।

রূপকল্প (Vision)

সকলের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং সাশ্রয়ী পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান

অভিলক্ষ্য (Mission)

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে মানসম্মত স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং সবার জন্য সাশ্রয়ী ও গুণগত পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান নিশ্চিত করা

সাংগঠনিক কাঠামো

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে ০৬টি অনুবিভাগ, ১৪টি অধিশাখা ও ৩৮টি শাখা/ইউনিট রয়েছে। এ বিভাগে ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের ৬৭টি, ১০ম গ্রেডের ৫১টি, ১২তম-১৬তম গ্রেডের ৫০টি ও ২০তম গ্রেডের ৪৩টিসহ মোট ২১২টি অনুমোদিত পদ রয়েছে। অনুমোদিত পদের বিপরীতে ১ জন সচিব, ৬ জন অতিরিক্ত সচিব, ১৪ জন যুগ্মসচিব, ১৬ জন উপসচিব, ১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব, ৩ জন সহকারী সচিব ও ১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্মরত রয়েছেন।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ-এর সাংগঠনিক কাঠামো

কার্যপরিধি

১. পরিবার পরিকল্পনা, চিকিৎসা শিক্ষা, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল, নার্সিং ও মিডওয়াইফারী, দেশজ, হোমিওপ্যাথিক, ফার্মাসিউটিক্যাল, ম্যাটস ও আইএইসটি, চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার যন্ত্র বিষয়ক নীতি, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা;
২. বিএমডিসি, এসএমএফ, বিএমআরসি, বিএনএমসি সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং মেডিকেল, ডেন্টাল, নার্সিং ও মিডওয়াইফারী পেশাদার এবং বিকল্প চিকিৎসক কর্মীদের রেজিস্ট্রেশন এবং মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
৩. পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে জাতীয় ও সামাজিক পর্যায়ে প্রচারণা ও প্রণোদনা প্রদান;

কার্যপরিধি

৪. জন্ম নিয়ন্ত্রণ উপকরণ ক্রয়, মজুদ এবং বিতরণ, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সহায়তা প্রদান;
৫. স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ, নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর, ইউনানী, আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক, নিমিউ এন্ড টিসি, টেমো এবং অধীনস্থ অন্যান্য দপ্তরের প্রশাসনিক বিষয়াদি;
৬. বিভাগের সম্পত্তি, আইন, বাজেট, পরিসংখ্যান, ফিস ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা।

জনবল (কর্মকর্তা)

ক্রম.	পদের নাম	পদের সংখ্যা
১	সচিব	১
২	অতিরিক্ত সচিব	২
৩	যুগ্মসচিব	৪
৪.	উপসচিব	১৩
৫.	উপপ্রধান	১
৫.	সচিবের একান্ত সচিব (সি.স.স)	১
৬.	সিনিয়র সহকারী সচিব	২৯
৭.	সি.সহ. প্রধান/সহকারী প্রধান	৯
৮.	সিস্টেম এনালিস্ট	১
৯.	প্রোগ্রামার	১
১০	সহকারী প্রোগ্রামার	২
১১	সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জি:	১
১২	সিনিয়র কম্পি: অপারেটর	১
১৩	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১
১৪.	লাইব্রেরিয়ান	১
	মোট =	৬৮

জনবল (কর্মচারী)

১.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯
২.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২১
৩.	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পি: অপা:	১৩
৪.	অফিস সহ: কাম কম্পিউ: অপা:	২৮
৫.	হিসাবরক্ষক	০১
৬.	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১
৭.	ক্যাশিয়ার	০১
৮.	ক্যাটালগার	০১
৯.	কম্পিউটার অপারেটর	০৬
১০.	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	০১
১১.	অফিস সহায়ক	৪৩
	মোট=	১৪৫

অফিস সরঞ্জামাদির তথ্য

ক্রমিক	নাম	পরিমাণ
০১.	জীপ	০১
০২.	মাইক্রোবাস	০৫
০৩.	মোটর সাইকেল	০১
০৪.	ফটোকপিয়ার মেশিন	০৫

অধিদপ্তর/সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো

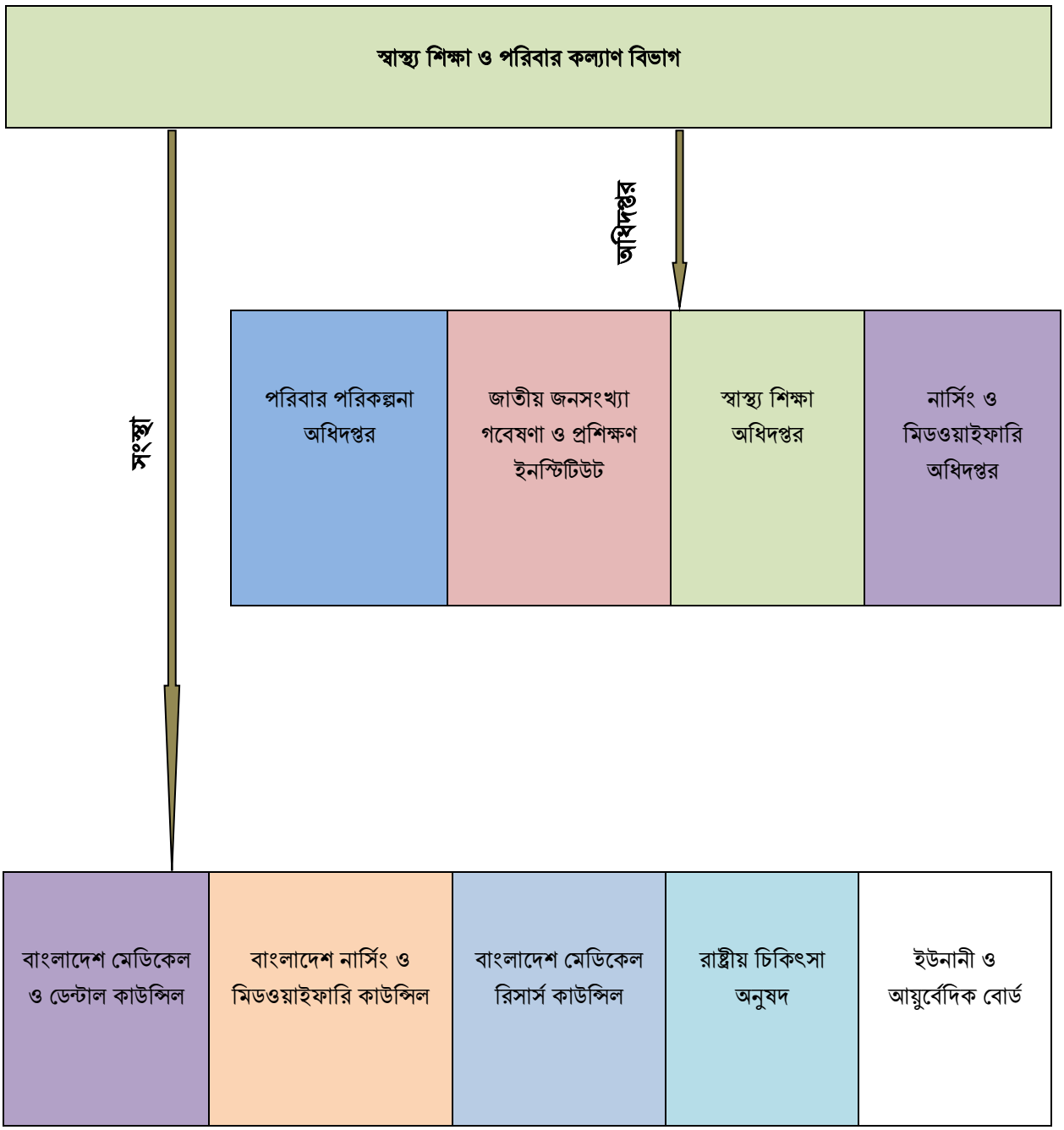

অনুবিভাগভিত্তিক কর্মবণ্টন

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতায় ৭টি অনুবিভাগ রয়েছে। অনুবিভাগভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে উল্লেখ করা হল:

(১) প্রশাসন অনুবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

- প্রটোকল, সাধারণ সেবাসহ সাধারণ প্রশাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সাংগাঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ, স্থানান্তর, স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- নিয়োগ বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন/পদবি পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- নিয়োগ, বদলি, পদায়ন, ছুটি, লিয়েন, পদোন্নতি, নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদান, বেতন বৈষম্য দূরীকরণ, অনিয়মিত নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- প্রেষণ, ইস্তফা, পিআরএল, অবসর গ্রহণ, গ্রেডেশন তালিকা প্রণয়ন সংক্রান্ত রেফার্ড কেস ও প্রশাসনিক কার্যক্রম;
- বিভাগের বিভিন্ন অনুবিভাগ, অধিশাখা, ও শাখায় কার্যক্রম বন্টন এবং সামঞ্জস্যকরণ;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;,
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় মন্ত্রীর বক্তৃতা প্রস্তুত সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- জাতীয় সংসদে স্থায়ী কমিটির কার্যসমূহ, জাতীয় সংসদ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- সংসদে উপস্থাপিত প্রশ্নপত্রের জবাব প্রণয়ন ও প্রেরণ;
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রদান ও সভায় অংশগ্রহণ;
- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় নিশ্চিতকরণ;
- এ বিভাগ এবং বিভাগের অধীনস্থ অধিদপ্তর এবং দপ্তরসমূহের স্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, ভূমি ব্যবস্থাপানা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- এ বিভাগের ও বিভাগের অধীনস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন, অন্যান্য অগ্রিম ও ঋণ মঞ্জুরী এবং কর্মচারীদের কল্যাণ ও সেবা বিষয়ক কার্যাবলী;
- ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও বোর্ড, মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল, রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ, বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল এবং চিকিৎসা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন প্রদানকারী অন্যান্য সংস্থা সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাবলী;
- মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও কর্ম সম্পাদন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে Performance Management কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- বিভাগ ও বিভাগের অধীনস্থ অধিদপ্তর, দপ্তর, সংস্থাসমূহের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান এবং জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যক্রম মনিটরিং ও এ বিষয়ে নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার এবং আন্তমন্ত্রণালয় সভা/কর্মশালায় প্রতিনিধি মনোনয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ই আর ডি, অর্থ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর অফিস-এর সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার, কর্মশালা, বিদেশে শিক্ষাসফর, দেশি-বিদেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত ফেলোশিপ, উচ্চ শিক্ষা কোর্সে বৃত্তি, শিক্ষা ছুটি, প্রেষণ ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- যানবাহন ক্রয়, সংগ্রহ ও মেরামতের বিষয়ে আর্থিক/প্রশাসনিক মঞ্জুরি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন ও জেন্ডার ইস্যু সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- এ বিভাগ এবং এ বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থারসমূহের সার্বিক কার্যক্রমের সমন্বয়, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন;
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

(২) জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ ও আইন অনুবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

- জনসংখ্যা নীতিসহ জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত আইন/বিধি/প্রবিধি/কৌশল/এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন/সংশোধন, হালনাগদকরণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- 'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ' এবং 'জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের নির্বাহী কমিটি' সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- Partners in Population and Development (PPD)-এর প্রজনন স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)-এর সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- নিপোর্ট-এর প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়াবলী (curriculum, training calendar/plan প্রণয়ন বাস্তবায়ন ইত্যাদি) সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ম্যাটারনাল, শিশু, নবজাতক, প্রজনন এবং adolescent স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্যক্রম;
- বিভিন্ন জনসংখ্যার (শিশু, নারী, প্রতিবন্ধী ইত্যাদি) এর উপর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত স্বাস্থ্যগত প্রভাব ও তার প্রতিকার সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরণের গবেষণা, সমীক্ষা, কেস স্টাডি সংক্রান্ত কার্যক্রম,
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আওতায় জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিভাগীয় মামলা ও শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রমের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার তথ্যবিবরণী প্রণয়ন ও মামলা পরিচালনা সম্পর্কিত কার্যক্রম;
- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিভাগীয় মামলা ও শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আদালতে/প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত আপীল সম্পর্কিত কার্যক্রম;
- রীট পিটিশন, সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ, আপীল বিভাগের বিবেচ্য যাবতীয় বিষয়, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও আপীলেট ট্রাইব্যুনালে দাখিলকৃত মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি;
- অধঃস্তন আদালসমূহে দায়েরকৃত মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি, আদালত অবমাননার মামলা সম্পর্কে যাবতীয় কার্যক্রম।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

(৩) আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অনুবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

- উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরী ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;
- উন্নয়ন বাজেটের আওতায় পদ সৃষ্টি, জনবল নিয়োগ, পদ সংরক্ষণ ও স্থানান্তর সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- অর্থ ছাড়, বরাদ্দ, ব্যয় ইত্যাদিসহ উন্নয়ন বাজেটের আওতায় আর্থিক ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- প্রকল্প/কর্মসূচির পরিচালক/লাইন ডাইরেক্টর এবং পণ্য সংগ্রহকারী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে অর্থ ন্যস্তকরণ, হিসাব সংগ্রহ, সমন্বয় ও সামঞ্জস্যবিধান;
- MTBF (Mid Term Budgetory Framework) প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের রাজস্বখাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- উন্নয়ন প্রকল্প /কার্যক্রমসমূহের প্রশাসনিক ও আর্থিক মঞ্জুরি, অর্থ ছাড়, ব্যয় বিবরণী প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ঋণ চুক্তির অধীন আইডিএ ও উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থা কর্তৃক অর্থায়িত ও ব্যয়িত অর্থের যাবতীয় হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং হিসাব ও অডিট সংক্রান্ত স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের যাবতীয় কার্যক্রম;

- অডিট এবং অডিট আপত্তি নিস্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- পাবলিক একাউন্টস্ কমিটি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ;
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

(৪) উন্নয়ন অনুবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

- ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন/বাস্তবায়ন সমন্বয়;
- বিভিন্ন স্থাপনার নির্মাণ, মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের প্রকল্প গ্রহণ/বরাদ্দ, বাছাই, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়/তদারকি;
- স্থাপনার নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সংক্রান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়;
- স্থাপনাসমূহ নির্মাণ, মেরামত, সংস্কার, সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়/তদারকি;
- নির্মাণ/মেরামত বাস্তবায়নকারী সংযুক্ত দপ্তরের প্রশাসনিক/আর্থিক বিষয়াবলি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, বর্ণিত কাজের জন্য গণপূর্ত ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ/সমন্বয়;
- ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামতের জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়ন;
- এ বিভাগের আওতায় যাবতীয় সংগ্রহ নীতিমালা প্রণয়ন ও সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকি;
- এ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন (প্রতিষ্ঠান/ইনস্টিটিউট/দপ্তরসমূহ) যাবতীয় ক্রয়/সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকি;
- Procurment Management Co-Ordination (PMCC)-এর কার্য সম্পাদনে দেশি ও বিদেশি পরামর্শক নিয়োগ ও তাদের কার্যক্রম সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ খাতের সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহকে এডিপি বরাদ্দের আওতায় প্রস্তাবের প্রশাসনিক/আর্থিক মঞ্জুরি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের অর্থপুষ্ট জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম;
- জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী বিক্রয়লব্ধ টাকার আর্থিক /প্রশাসনিক মঞ্জুরী সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

(৫) চিকিৎসা শিক্ষা অনুবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

- চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমের নীতিমালা প্রণয়ন ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ এবং নীতিমালা বাস্তবায়ন ও অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- জাতীয় সংসদে চিকিৎসা শিক্ষা সংক্রান্ত উত্থাপিত বিষয়ে তথ্য প্রদান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকল কোর্সে ভর্তি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্নাতক/স্নাতকোত্তর কোর্স খোলার নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং আসন সংখ্যা নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর কোর্সে অধ্যায়নের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন ও হালনাগাদ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিভিন্ন মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে বিদেশি ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন সংক্রান্ত কার্যাবলী সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- নার্সিং খাতে বিভিন্ন শিক্ষা/কোর্সের নীতিমালা ও কারিকুলাম প্রণয়ন এবং হালনাগাদ সংক্রান্ত কার্যক্রম;

- সরকারি/বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ/ডেন্টাল ইউনিট, মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস), ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি (আইএইচটি), ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- নার্সিং সেবার মান উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন, সূচক নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- নার্সিং শিক্ষা সংক্রান্ত সকল ধরণের প্রশ্নের জবাব ও তথ্যাদি জাতীয় সংসদে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে চাহিদার ভিত্তিতে প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আন্তর্জাতিক সংস্থা স্বীকৃত তালিকায় বাংলাদেশ সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও ডেন্টাল কলেজসহ এ বিভাগের আওতাভুক্ত অন্যান্য স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- নার্সিং কাউন্সিল, নার্সিং অধিদপ্তর, নার্সিং কলেজ ও ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাদের চাকুরী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বেসরকারি চিকিৎসকগণকে বিদেশে উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণ/চাকুরী গ্রহণের জন্য অনাপত্তি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

(৬) বাজেট অনুবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার বাজেট প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর এমবিএফ বা বর্ণনামূলক অংশ প্রস্তুতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত অর্থনৈতিক সমীক্ষার জন্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত প্রস্তুতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বাজেট বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC) ও বাজেট ওয়ার্কিংগ্রুপ (BWG) এর সভার আয়োজন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আওতধীন বিভিন্ন দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের পেনশন নিষ্পত্তিকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আওতাধীন সকল দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের অর্থবছরের গৃহনির্মাণ, গৃহমেরামত লোন, মোটরগাড়ি, মোটরসাইকেল, কম্পিউটার অগ্রিম-এর মন্জুরি আদেশ প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- এ বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার অনুকূলে বকেয়া পরিশোধ, নিজস্ব কোডে পুনঃউপযোজন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মেয়াদ উত্তীর্ণ চেকের পরিবর্তে নতুন চেক ইস্যু সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মৃত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রকার ঋণ মওকুফ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- এ বিভাগের কর্মকর্তা/কমচারীদের জিপিএফ অগ্রিম ঋণ উত্তোলন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

(৭) পরিকল্পনা অধিশাখার গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

- স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরিবার কল্যাণ, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি এবং জনসংখ্যা সেক্টর এবং এ বিভাগের আওতাধীন সকল উন্নয়ন প্রকল্প, কর্মসূচির পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদনের সামগ্রিক কার্যাবলীর তদারকি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (২০১৭-২০২২) বাস্তবায়ন, মনিটরিং, পরিকল্পনা দলিল (PIP) সংশোধন ও অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ এবং সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যক্রম, দীর্ঘ মেয়াদী, স্বল্প মেয়াদী কর্মসূচি এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সার্বিক কার্যক্রম;
- সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, এসডিজি একশন প্ল্যান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যক্রম, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর (২০১৭-২০২২) কর্মসূচিভুক্ত অপারেশনাল প্ল্যানসমূহ অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- Mid Term Budgetory Framework/Roadmap প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

- ভবিষ্যৎ প্রকল্প/কর্মসূচির জন্য বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ এবং বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির ব্যপারে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- কর্মসূচি/প্রকল্প দলিলাদি অনুমোদনের নিমিত্ত পরীক্ষা, পর্যালোচনা এবং অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশ এর সাথে অর্থায়ন চুক্তি সম্পাদনের জন্য যাবতীয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশ কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহের পর্যালোচনা মিশনের সাথে মতবিনিময়, সমন্বয়, সমঝোতা, চুক্তি বিনিময় ও স্বাক্ষর সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদানুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা, রোডম্যাপ ও অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান ও সমন্বয় সাধন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরিবার কল্যাণ, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি এবং জনসংখ্যা সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের বিষয়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধন সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, NIPORT এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর-এর সকল উন্নয়ন কার্যাবলী পর্যালোচনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- প্রকল্পসমূহ/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- NEC এর ECNEC সভায় গৃহীত স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরিবার কল্যাণ, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি এবং জনসংখ্যা খাতের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সমন্বয়মূলক কার্যক্রম;
- বাংলাদেশ সরকার ও স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর (২০১৭-২০২২) কর্মসূচির উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে যৌথভাবে Annual Program Review (APR), Mid-Term Review (MTR) সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- World Bank সহ সকল উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার সাথে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পাদন এবং সার্বিক সমন্বয় (Donor Co-ordination) সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

৫. ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

৫.১ ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন

ক) আইন:

১) 'বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা আইন, ২০২১'

The Bangladesh Homeopathic Practitoners Ordinance, 1983 এর পরিবর্তে বাংলায় নতুন করে প্রণীত 'বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা আইন, ২০২১' এর খসড়া গত ৩১.০৫.২০২১ তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে নীতিগত অনুমোদিত হয়। খসড়া আইনটি ভেটিংয়ের জন্য গত ০৯.০৬.২০২১ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। গত ০২.১১.২০২১ তারিখে তাগিদ দেয়া হয়েছে।

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে খসড়া আইনটি পর্যালোচনা করার জন্য উক্ত বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ২২.০৯.২০২১ তারিখে একটি সভা হয় এবং সভায় সুপারিশ প্রদানের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি ১০.১০.২০২১ ও ২৯.১২.২০২১ তারিখে সভা করে খসড়া আইনটি পর্যালোচনা করে মতামত ব্যক্ত করে। পরবর্তীতে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মহোদয় জনাব নীতিশ চন্দ্র সরকার এবং তৎকালীন সচিব মহোদয় জনাব মো: আলী নূর সরাসরি ও টেলিফোনে খসড়া আইনের ভেটিং সম্পাদনের জন্য অনুরোধ করেন। এখনও লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে খসড়া আইনটি পাওয়া যায়নি।

২) 'বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা আইন, ২০২১'

The Bangladesh Unani and Ayurvedic Practitioners Ordinance, 1983 এর পরিবর্তে বাংলায় নতুন করে প্রণীত 'বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়র্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা আইন, ২০২১' এর খসড়া গত ১৯.১২.২০২১ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। খসড়া আইনটি ভেটিংয়ের জন্য গত ০৩.০১.২০২২ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এখনও খসড়া আইনটি পাওয়া যায়নি।

৩) বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ আইন, ২০২১

দেশে মেডিকেল ও ডেন্টাল শিক্ষার প্রসার এবং মানসম্মত চিকিৎসক তৈরি করার উদ্দেশ্যে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপন এবং সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য পরিচালনা সংক্রান্ত বিধানসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজন বিধায় 'বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ আইন, ২০২১' প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 'বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ আইন, ২০২১' আইনটি মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক চুড়ান্ত অনুমোদনের পর মন্ত্রিসভার নির্দেশনা মোতাবেক ভেটিং-এর জন্য প্রেরণ করা হয়। ১৫-০৯-২০২১ তারিখে খসড়া আইনটি ভেটিং হয়ে এ বিভাগে পাওয়া গেছে। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ ভেটিং-এ খসড়া আইনটিতে কিছু সংশোধনী আনায় তা পুনরায় উক্ত বিভাগে ভেটিং এর জন্য ২৯/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪) বাংলাদেশ অ্যালাইড হেলথ শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০২১

বাংলাদেশে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত সহযোগী কার্যক্রমে দক্ষ জনবল তৈরি এবং এইরূপ শিক্ষার সমন্বিত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে The State Medical Faculty of Bangladesh-এর রূপান্তরক্রমে একটি বাংলাদেশ অ্যালাইড হেলথ্ শিক্ষা বোর্ড গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সমীচীন বিধায় 'বাংলাদেশ অ্যালাইড হেলথ শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০২১' প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড আইন, ২০১৮'-এর তফসিলের চিকিৎসা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অংশটুকু কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক সংশোধন করে ০৪ নভেম্বর ২০২০ খ্রি. তারিখে গেজেট প্রকাশ করে। পরবর্তীতে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক সংশোধিত বাদ দেয়া বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত করে প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ অ্যালাইড হেলথ শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০২১' এর খসড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ (বাবাকো) হতে প্রমিতকরণপূর্বক ১৫/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইন

অধিশাখায় মন্ত্রিসভা-বৈঠকে নীতিগত অনুমোদনের লক্ষ্যে উপস্থাপনের জন্য 'আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি'তে প্রেরণ করা হয়েছে।

৫) Medical Colleges (Governing Bodies) (Repeal) Act, 2021

বর্তমানে বিদ্যমান মেডিক্যাল কলেজের গভর্নিং বডি সংক্রান্ত অন্যান্য আইন/অধ্যাদেশের সাথে The Medical Colleges (governing bodies) Ordinance, 1961 তুলনামূলক পর্যালোচনা ও উপযোগিতা যাচাই করে এর কোনো উপযোগিতা পরিলক্ষিত না হওয়ায় আইনটি রহিতকরণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। The Medical Colleges (governing bodies) Ordinance, 1961' রহিতকরণের নিমিত্ত প্রণীত Medical Colleges (Governing Bodies) (Repeal) Act, 2021' বিলটি ১৫/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখে জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে এবং ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রি. তারিখে গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।

৬) Medical Degrees (Repeal) Act, 2021

Medical Degrees Act 1916'-এর কার্যকারিতা যাচাইপূর্বক এর প্রয়োগিক ক্ষেত্রসমূহ 'বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০'-এর সাথে সাংঘর্ষিক পরিলক্ষিত হওয়ায় আইনটি রহিতকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। 'Medical Degrees Act 1916' রহিতকরণের নিমিত্ত প্রণীত Medical Degrees (Repeal) Act, 2021- বিলটি ১৫/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখে জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে এবং ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রি. তারিখে গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।

৭) শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা, আইন, ২০২১

বাংলাদেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, সেবার মান উন্নয়ন এবং সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণে সরকার যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকার সকল বিভাগীয় শহরে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকারের চলমান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে খুলনা জেলায় "শেখ হাসিনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়'' স্থাপনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। গত ০১/০২/২০২১ তারিখে 'শেখ হাসিনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা, আইন, ২০২১' মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে।

৮) বাংলাদেশ চিকিৎসা শিক্ষা অ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০২১

শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, নার্সিং শিক্ষাসহ চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং তাদের শিক্ষা কার্যক্রমের যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান, শিক্ষা প্রদানকারীদের মান তদারকি ও নিয়ন্ত্রণসহ যোগ্যতার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির লক্ষ্যে অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত 'বাংলাদেশ চিকিৎসা শিক্ষা অ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০২১' -এর খসড়ার বিষয়ে গত ২৯/০৯/২০২১ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের 'আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটি'র সুপারিশ পাওয়া গেছে। আইনটির বিষয়ে মন্ত্রিসভার নীতিগত সম্মতি গ্রহণের লক্ষ্যে মন্ত্রিসভার পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৯) বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা আইন, ২০২১

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে সামরিক শাসনামলে জারিকৃত আদেশসমূহের আবশ্যকতা বিবেচনা করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন, পরিমার্জন ও রহিতক্রমে নতুন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়নের যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়, তৎপরিপ্রেক্ষিতে 'বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা আইন, ২০২১'-এর খসড়া ৩১.০৫.২০২১ খ্রি. তারিখে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে খসড়া আইনটি ০৯.০৬.২০২১ খ্রি. তারিখে ভেটিং এর নিমিত্ত লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(ঠ) বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা আইন, ২০২১

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে সামরিক শাসনামলে জারিকৃত আদেশসমূহের আবশ্যকতা বিবেচনা করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন পরিমার্জন ও রহিতক্রমে নতুন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়নের যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়, তৎপরিপ্রেক্ষিতে 'বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা আইন, ২০২১'-এর খসড়া 'আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক

মতামত প্রদান সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি'তে প্রেরণ করা হয়। কমিটি ২৭.০৫.২০২১, ০৯.০৬.২০২১ এবং ২৩.০৬.২০২১ খ্রি. তারিখে সভা করে আইনের খসড়া চূড়ান্ত করেছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি অনুযায়ী খসড়া আইনটি নীতিগত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন করা হবে।

খ) নীতিমালা:

১) বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস্-এর কর্মকর্তা কর্মচারীদের পেনশন সংবিধি

Bangladesh College of Physicians and Surgeons Order 1972 (President's Order No. 63 of 1972) রহিতপূর্বক সময়োপযোগী করে পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজন বিধায় বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস্ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস্ আইন, ২০১৮'-এর ১৮ ধারার আলোকে অর্থ বিভাগ/মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নীতিমালার শর্তসমূহ পূরণপূর্বক বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস্-এর কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত পেনশন সংবিধি অনুমোদনের নিমিত্ত অর্থ বিভাগের মতামতের জন্য অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

২) মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা, ২০২০

'মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা, ২০১৯' সংশোধনপূর্বক হালনাগাদ করে 'মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা, ২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩) নিপোর্ট ভবনের অবকাঠামো, অডিটোরিয়াম, সভাকক্ষ, শ্রেণিকক্ষ, হোস্টেল এর সিট ভাড়া এবং জার্নাল প্রকাশ এর বিষয়ে নীতিমালা তৈরী করা হয়েছে।

৫.২ জাতীয় পর্যায়ে ও বিভাগের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী কার্যাবলি

(১) ২০২১-২২ অর্থবছরের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অনুমোদিত কর্মরত ও শূন্যপদ সংখ্যা নিম্নরুপ:

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	রিটেনশনকৃত অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	২১৩	১৭৫	৩৮	১৫৫	-
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)					
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	৫৪,১৮৫	৩৬,২৫৪	১৭,৯৩১	৪৬,৪৪০	
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, ঢাকা।	৪৮,০২২	৪৪,৪৭৩	৩,৫৪৯	২৯৯৬	-
নিপোর্ট	৮১৩	৪৮২	৩৩১	৩১৯ (৬৬টি বিলুপ্ত যোগ্য পদসহ)	
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর	১৭৮	১০৯	৬৯	১১৮	
মোট	১,০৩,৪১১	৮১,৪৯৩	২১,৯১৮	৫০,০২৮	

(২) ২০২১-২২ অর্থবছরের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ০১জন কর্মকর্ত ০১জন কর্মচারী পদোন্নতি দেওয়া হয় এবং ৫জন কর্মকর্তা ও ১৮জন কর্মচারী নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়।

(৩) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি নিম্নরুপ:

মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	১০৯৮	৯৪৮.৬৬	১৩০	১৯২	১৭৩.৭৪	৯০৬	৭৭৪.৯২

(৪) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং দপ্তর/সংস্থার মোট ১৫৯টি বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৫১টি মামলা নিষ্পত্তি হয়। তন্মধ্যে চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত ১০জন, অব্যাহতি ২৮জন এবং অন্যান্যভাবে ১৭জনকে দন্ডারুপ করা হয়। অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা রয়েছে ১০৮টি।

(৫) প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা:

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ সমূহের নাম	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্ক শপের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	২৫টি	৫২২ জন	১৪টি	৩০৬ জন
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	৮১০টি	৫০,৮৮৮ জন		
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, ঢাকা।	৫৮৬টি	১৬,৫৮২ জন		
নিপোর্ট	৯১৩টি	১৮,৩৪৪ জন		
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর	-	-		
সর্বমোট	২,৩২৪টি	৮৬,১৪৯ জন	১৪	৩০৬ জন

(৬) তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন: প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ হতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত কম্পিউটার সামগ্রী এবং কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক সামগ্রী ক্রয়পূর্বক বিভিন্ন শাখায় বিতরণ করা হয়েছে।

ক্রম	মালামালের বিবরণ	সংখ্যা
১	ডেস্কটপ কম্পিউটার	০৮ টি
২	ল্যাপটপ	০৩ টি
৩	স্ক্যানার	১৬ টি
৪	কালার প্রিন্টার	০২ টি
৫	প্রিন্টার	১০ টি
৬	ইউপিএস	২০ টি
৭	পেনড্রাইভ	৫০ টি
৮	টোনার	২১০ টি

৫.৩ ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর/খাত কর্মসূচি/অপারেশনাল প্ল্যানসমূহের কার্যক্রম

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচি **(HPNSP)**

জাতীয় ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০২১, 'স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা' (Health, Nutrition & Population-HNP)বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা এবং HNP সংক্রান্ত বিভিন্ন কৌশলের (Strategy) আলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০১৭-২০২২ মেয়াদে মোট ১,১৫,৪৮৬.৩৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত 'স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচি (HPNSP)' শীর্ষক ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) থেকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) রূপান্তরের ক্রান্তিকালে ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচিটি শুরু হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG)-এর প্রধান ফোকাস ছিল স্বাস্থ্যখাত সংক্রান্ত নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন; অপরদিকে এ খাতের বৃহত্তর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে পরিবেষ্টন করেই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) প্রণয়ন করা হয়েছে, যা ২০৩০ সনের মধ্যে অর্জিত হবে। HPNSP-এর উন্নয়ন কার্যক্রম ২৯টি অপারেশনাল প্ল্যানের (ওপি) মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে ; তন্মধ্যে ১০টি ওপি স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাভুক্ত যা নিম্নরূপঃ

(ক) ম্যাটারনাল চাইল্ড, রিপ্রোডাক্টিভ এন্ড এডোলেসসেন্ট হেলথ কেয়ার (MCRAH ২০১৭-২০২৩)

ওপির মোট ব্যয় ১৩৬৭.৫১ কোটি টাকা। ওপি বাস্তবায়নের ফলে মা-শিশু স্বাস্থ্যসেবা এবং কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সার্বিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হবে। ২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ১৯০৬৩.০০ লক্ষ টাকা; জুন ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৬৮০২.৯০লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৮৮.১৪%। ২০২১-২২ অর্থবছরে ঔষধ, ডেলিভারি কিট, চিকিৎসাসামগ্রী, মায়ের ব্যাংক ক্রয়, এডুলেসেন্ট কর্নার তৈরি, আউটসোর্সিং খাতে ব্যয়, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(খ) ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রোগ্রাম (CCSDP ২০১৭-২০২৩)

ওপির মোট ব্যয় ১৪৯৮.৪২ কোটি টাকা। এই ওপির উদ্দেশ্য হলো ২০২৩ সালের মধ্যে মোট প্রজনন হার ২ অর্জন এবং Contraceptive Prevalence Rate (CPR)৬২.৪ থেকে ৭৫% এ উন্নীতকরণের লক্ষ্যে Long Acting Permanent Methodসহ অন্যান্য পরিবার পরিকল্পনা সেবা শক্তিশালীকরণ। ২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ২৩৩৭৫.০০লক্ষ টাকা; জুন ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২০৪৩২.৮৪লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৮৭.৪১%। ২০২১-২২ Strengthening LARC & PM Services, Paid Volunteer নিয়োগ,MSR, Drugs, মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয়, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(গ) ফ্যামিলি প্ল্যানিং ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রোগ্রাম (FP-FSD ২০১৭-২০২৩)

ওপির মোট ব্যয় ১৪৪৯.৩৮ কোটি টাকা। ২০২৩ সালের মধ্যে মোট প্রজনন হার ২.০ অর্জনের লক্ষ্যে এই ওপির মাধ্যমে মানসম্মত পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ২৭২০.০০লক্ষ টাকা; জুন ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২১৫৫৯.৭১লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৭৯.২৬%। ২০২১-২২ অর্থবছরে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ও এমএসআর ক্রয়, স্যাটেলাইট ক্লিনিক সংঘটন, সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান (সিলেট সিটি কর্পোরেশন), এফডব্লিউসি'র পরিচালনা, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স, প্রশিক্ষণ, স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ, যানবাহন ক্রয় ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(ঘ) প্ল্যানিং, মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন (PME ২০১৭-২০২৩)

ওপির মোট ব্যয় ২৪.৮৬ কোটি টাকা। এই ওপির উদ্দেশ্য হলো পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন অপারেশনাল প্ল্যান প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়নসহ সার্বিক বিষয়ে কার্যকরী সমন্বয়সাধন এবং মাঠ পর্যায়ে performance পরিবীক্ষণ। ২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৩১৮.০০লক্ষ টাকা; জুন ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৫৫.১৭কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৮০.২৪%। ২০২১-২২অর্থবছরে মাঠ পর্যায়ে (বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে) পরিবার পরিকল্পনা ও মা-শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচির মনিটরিং কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে।

(ঙ) ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS ২০১৭-২০২৩)

ওপির মোট ব্যয় ১৩৩.৪০ কোটিটাকা। এই ওপির প্রধান কাজ হলো আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে অধিকতর নির্ভরযোগ্য তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ। ২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ২৫.১৬ কোটি টাকা: জুন ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৮.৪৮ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৭৩.৪৮%। ২০২১-২২ অর্থবছরে Publication of Monthly Report (LMIS), ওয়ার্কশপ, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(চ) ইনফরমেশন, এডুকেশন এন্ড কমিউনিকেশন (IEC ২০১৭-২০২৩)

ওপির মোট ব্যয় ২৯৩.৪৬ কোটি টাকা। ওপির প্রধান প্রধান কাজগুলো হলো উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠির মাঝে পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য ও সেবার চাহিদা সৃষ্টি এবং বাল্যবিয়ের প্রভাব, কৈশোরকালীন গর্ভধারণ, দেরিতে বিয়ে ও প্রথম সন্তান জন্মদানের সুবিধা, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তরসেবা, প্রসব পরিকল্পনা, দু'সন্তানের মাঝে বিরতি, ছোট পরিবারের সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা। ২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৪১.০০ কোটি টাকা; জুন ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৫.০১কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৬১.০১%। ২০২১-২২অর্থবছরে 'বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস'সহ অন্যান্য বিশেষ দিবস উদযাপন, সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত ক্যাম্পেইন, পরিবার সম্মেলন আয়োজন, পত্রিকায় বিজ্ঞাপনসহরেডিও-টেলিভিশনে প্রচার-প্রচারণা, প্রশিক্ষণ, AVVan (micro) ক্রয় ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(ছ) প্রকিউরমেন্ট, স্টোরেজ এন্ড সাপ্লাইস ম্যানেজমেন্ট-এফপি (PSSM-FP ২০১৭-২০২৩)

ওপির মোট ব্যয় ১৫৬.৪৫ কোটি টাকা। ওপির মাধ্যমে গুদামজাত, বিতরণ ও সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট-এর মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা পণ্যাদি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ করা হয়ে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৩৪.২০ কোটি টাকা; জুন ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৫.৬৬ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৭৫.০৪%। ২০২১-২২অর্থবছরে নিরাপত্তা প্রহরী, পণ্যাগার ও উপজেলা স্টোরে বেসরকারি পরিবহন (ঠিকাদারের মাধ্যমে) সংক্রান্ত ব্যয়, Procurement of CoveredVan,ওয়ারহাউজ ভাড়া, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয়ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(জ) ট্রেনিং, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (TRD ২০১৭-২০২৩)

ওপির মোট ব্যয় ২৪৮.৮৯ কোটি টাকা। প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ করা হলো এই ওপির মূল উদ্দেশ্য। ২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৭২.০০ কোটি টাকা; জুন ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬০.২৩কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৮৩.৬৫%। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ, রিসার্স স্ট্যাডি, আসবাবপত্র ও যানবাহন ক্রয়, ন্যাশনাল সার্ভে ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(ঝ) মেডিকেল এডুকেশন এন্ড হেলথ ম্যানপাওয়ার ডেভেলপমেন্ট (MEHMD ২০১৭-২০২২)

ওপির মোট ব্যয় ১৬৮৬.৫৭ কোটি টাকা। বাংলাদেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই ওপির মাধ্যমে দক্ষ চিকিৎসক শ্রেণী ও স্বাস্থ্যকর্মী বাহিনী তৈরি করা হয় এবং এ লক্ষ্যে চিকিৎসা শিক্ষার উন্নয়ন সাধন করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৩৬০.০০ কোটি টাকা; জুন ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩২৯.২২ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯১.৪৫%। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ও আসবাবপত্র ক্রয়, সমাজভিত্তিক চিকিৎসা শিক্ষা, IHT & MATS-এ শিক্ষা সহায়তা, সরকারি মেডিকেল কলেজে গাড়িচালক, বাবুর্চী, নিরাপত্তাকর্মী ও পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগ (আউটসোর্সিং) ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(ঞ) নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি এডুকেশন সার্ভিসেস (NMES ২০১৭-২০২৩)

ওপির মোট ব্যয় ৪০৬.৮৫ কোটি টাকা। ওপির মূল উদ্দেশ্য হলো নার্সিং এবং মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সেবার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ। ২০২১-২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৭৫.০০ কোটি টাকা; জুন ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬৮.৮০ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯১.৭৩%। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ, গবেষণা, সেমিনার, কনফারেন্স, কনসালটেন্সি, বইপত্র ও সাময়িকী, কম্পিউটার, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ক্রয় ইত্যাদি সম্পন্ন হয়েছে।

৫.৪ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কার্যক্রম

ক) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় প্রধান অর্জনসমূহ নিম্নরুপ:

- ২০২১ সালে "শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা" এবং "বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ, সুনামগঞ্জ" অনুমোদিত হয়;
- দ্বি-স্তর বিশিষ্ট পরিবার পরিকল্পনা ক্যাডার গঠনের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পরিবার পরিকল্পনা) গঠন ও ক্যাডার আদেশ, ২০২০ এর সংশোধন' গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়;
- 'The Bangladesh Civil Service Recruitment Rules 1981' সংশোধনপূর্বক বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পরিবার পরিকল্পনা) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২০ সংশোধন করা হয়;
- চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ০৮টি Simulation Lab স্থাপন করা হয়;
- ০৫ টি স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণাঙ্গ ও বিষয় ভিত্তিক পদ সৃজন সম্পন্ন হয়;
- ২৫ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং ১২ টি ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মিত হয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরে দপ্তর/সংস্থার সাথে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ খাতে সরকারের গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের এপিএ কর্মসূচির আওতায় সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৩ সালের মধ্যে নবসৃষ্ট ০৪টি মেডিকেল কলেজ-এ পূর্নাঙ্গ পদ সৃজন, চলমান '৪র্থ স্বাস্থ্য , জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি' (HPNSDP) এর আওতায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০২৪ সালের মধ্যে সারাদেশে মোট ১৩০ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ১৬৫ টি ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, স্বাস্থ্য শিক্ষার উন্নয়নে ১৬ টি ইন্সটিটিউট অব হেলথ টেকনলজি এবং ১৭ টি নার্সিং কলেজ নির্মাণ করা হবে। দেশের জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য 'বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০১২' বাস্তবায়নে ২০২৫ সালের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা খাতে সুনির্দিষ্ট 'অপারেশনাল প্ল্যান' বাস্তবায়ন করা হবে। এছাড়াও সকল প্রকার ক্রয়কার্যে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য ২০২৪ সালের মধ্যে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সকল ক্রয় কার্য সম্পন্ন করা হবে, সকল স্তরের হাসপাতালসমূহে ২০২৫ সালের মধ্যে 'বায়োমেট্রিক পদ্ধতি' চালু করা হবে। এ সকল কার্যক্রমগুলি এপিএ-এর বিভিন্ন কর্মসম্পাদন সূচকে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.৫ শুদ্ধাচার কার্যক্রম:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। এ কৌশলের মূল লক্ষ্যে হলো শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে প্রণীত কৌশলে শুদ্ধাচারকে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ এবং কোন সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদন্ড. প্রথা ও নীতির প্রতি আনুগত্য হিসেবে সজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এ কৌশলে রাষ্ট্র সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা সরকার সাংবিধানিক ও আইনগত স্থায়ি দায়িত্ব; সুতরাং সরকারকে অব্যাহতভাবে এ লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রথম বারের মতো মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় সম্পাদিত কাজের বিপরীতে নম্বর প্রদান ও সে আলোকে প্রাথমিকভাবে মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হয়। তারই আলোকে গত ২০২১-২২ অর্থবছরে এ বিভাগের প্রশাসন-৩ শাখা হতে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনার আলোকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত কর্মসম্পাদন সূচক বাস্তবায়ন ছাড়াও শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক কার্যক্রমের আওতায় নিম্নোক্ত পাঁচটি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(ক) পেনশন সেবা সহজীকরনের উদ্দেশ্যে টাঙ্গাইল এবং রাজবাড়ি জেলার উপপরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) কার্যালয়ের অনলাইয়ে সেবা প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। অনলাইনে পেনশন নিষ্পত্তির মাধ্যমে হয়রানী দূরীকরনের জন্য এ উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়েছে।

(খ) উপপরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) কার্যালয় টাঙ্গাইল এবং রাজবাড়ি জেলায় অভিযোগ বক্স স্থাপন, অনলাইনে অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং প্রতি তিন মাস অন্তর গণশুনানির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং সেবা প্রদানে গতি আনায়নসহ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়, ফলে অনিয়ম দূরীভূত হয়।

(গ) মেডিকেল কলেজের গুণগত মানোন্নয়নে ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে সরকারি মেডিকেল কলেজ এবং বেসরকারি মেডিকেল কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ মূল্যায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঘ) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মির্জাপুর সদর, টাঙ্গাইল জেলা এবং মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র রাজবাড়ি জেলায় সরকারি ঔষধ বিতরণ ব্যবস্থা ডিজিটালাইজডকরণ এবং চিকিৎসক এবং প্যারামেডিকস কর্তৃক প্রদত্ত প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী সেবা গ্রহীতাদের ঔষধ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঙ) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ডিজিটাল মনিটরিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মস্থলে উপস্থিতি যাচাই নিশ্চিত করা হয়েছে।

৫.৬ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম

ক) সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজে বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির আবেদন অনলাইনে সংক্রান্ত উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নঃ

মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা-২০২০' অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজে ভর্তিচ্ছু বিদেশি শিক্ষার্থীদের নিকট হতে ভর্তির আবেদনের ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হতো । বর্ণিত নীতিমালার বিধান অনুযায়ী ভর্তিচ্ছু বিদেশি শিক্ষার্থীর ভর্তির আবেদন সংশ্লিষ্ট দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আবেদনসমূহ স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করে। স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষার্থীদের মার্কস সমতাকরণ সম্পন্ন করার পর যোগ্য (Eligible) শিক্ষার্থীগণ বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়ে থাকেন। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের ভর্তির আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত সময়সীমা প্রতিপালনে ব্যত্যয়, মার্কস সমতাকরণ ব্যতীত বেসরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি এবং অনৈতিক তদবিরসহ বিভিন্ন ধরনের অনিয়মের উদ্ভব ঘটতো।

উদ্ভাবনী ধারণা: স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ একটি উদ্ভাবনী ধারনা বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা-২০২০' সংশোধন করে মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা-২০১২' প্রণয়নপূর্বক বিদেশি শিক্ষার্থীদের আবেদন গ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয় :

"১০.২ সরকারি/বেসরকারি মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে ভর্তির জন্য বিদেশি শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ভর্তির বিজ্ঞপ্তি জারির পর স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্ধারিত অনলাইন প্লাটফর্মে আবেদন করিবে। অতঃপর অনলাইন আবেদনের একটি প্রিন্টেড কপি এবং নিজ নিজ দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমানের সনদপত্র ও নম্বরপত্রের প্রত্যায়িত কপিসহ সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে অথবা বাংলাদেশে অবস্থিত ঐ দেশের দূতাবাসের মাধ্যমে অথবা বাংলাদেশের জন্য নির্ধারিত ঐ দেশের দূতাবাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদনপত্র প্রেরণ করিবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রাপ্ত আবেদনসমূহের তালিকা প্রস্তুত করিয়া আবেদনগুলো স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরে এবং একটি তালিকা স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে প্রেরণ করিবে।"

সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল কলেজে বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তির আবেদন হার্ড কপির পাশাপাশি অনলাইনে গ্রহণের লক্ষ্যে 'www.dgme.gov.bd' পোর্টালে একটি অনলাইন প্লাটফর্ম প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্লাটফর্মের মাধ্যমে বিদেশি শিক্ষার্থীদেরকে সরকার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভর্তির আবেদন অনলাইনে দাখিল করে তার প্রিন্টেড কপিসহ হার্ড কপি দাখিল করতে হবে। ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির সার্কুলারে অনলাইনে আবেদন দাখিলের বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

খ) দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর কোর্সে অধ্যয়নের জন্য সরকারি চিকিৎসকদের 'প্রেষণ মঞ্জুর সেবা' সহজীকরণ

পূর্বে সরকারি চিকিৎসকগণ দেশের অভ্যন্তরে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রেষণ মঞ্জুরের আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে স্ব স্ব অধিদপ্তরে প্রেরণ করতেন। একজন চিকিৎসককে তার কর্মস্থল অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে উপজেলা/জেলা/বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে তার সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে আবেদন প্রেরণ করতে হতো। সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর আবেদন পর্যালোচনাপূর্বক স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে প্রেরণ করতো। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে প্রেরিত আবেদনগুলো প্রেষণ মঞ্জুরের জন্য নথিতে উপস্থাপনপূর্বক অনুমোদন গ্রহণ করে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে প্রেরণ করা হতো। পরবর্তীতে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ হতে প্রেষণ আবেদন মঞ্জুর/নামঞ্জুর করা হতো। এ দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় প্রেষণ পাওয়ার ক্ষেত্রে একজন চিকিৎসককে অনেক সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করতে হতো। প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতার জন্য অনেক সময় কোর্স শুরু হওয়ার ২/৩ মাস পর জি.ও. জারি করা হতো। ফলে শিক্ষার্থীগণকে বিলম্বে কোর্সে যোগদান করতে হতো।

বর্তমানে চিকিৎসকদের প্রেষণ মঞ্জুরের আবেদন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের HRIS এর মাধ্যমে Online এ গ্রহণ করার ফলে এ সেবাটি আরও সহজতর উপায়ে প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। এমতাবস্থায়, চিকিৎসকদের প্রেষণ মঞ্জুর সেবা সহজীকরণের রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে । উক্ত রোডম্যাপ অনুযায়ী উচ্চতর কোর্সে অধ্যয়নের নিমিত্ত ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সরকারি চিকিৎসকগণ নির্ধারিত ফরম্যাটে স্ব-স্ব নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের ক্লিয়ারেন্সসহ সরাসরি স্ব-স্ব অধিদপ্তরের Web Portal এ আবেদন করতে পারছেন। স্ব-স্ব অধিদপ্তর আবেদন পর্যালোচনাপূর্বক স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে প্রেরণ করে। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা আবেদন যাচাই-বাছাই করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জি.ও. জারি করে।

সেবা সহজীকরণের বর্ণিত প্রক্রিয়াটি প্রাথমিকভাবে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের চিকিৎসকগণের জন্য অনুসৃত হচ্ছে। পরবর্তীতে অন্যান্য চিকিৎসকগণের জন্য অনলাইন প্লাটফর্ম প্রস্তুত হলে একই প্রক্রিয়ায় সেবা সহজীকরণ করা হবে।

গ) সরকারি মেডিকেল কলেজ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুর সেবা সহজিকরণঃ

সরকারি মেডিকেল কলেজ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুর সংক্রান্ত কার্যক্রম স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের পারসোনেল-১ শাখা হতে সেবাটি প্রদানের ক্ষেত্রে সময়, খরচ ও ভ্রমণ (সরকারি অফিসে যাতায়াত) কমানোর উদ্দেশ্য সেবাটি সহজিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যা প্রসেস ইনোভেশন কার্যক্রম হিসেবে পরিগণিত।

আলোচ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগের (প্রসেস ইনোভেশন)-এর আওতায় সেবা প্রদানে কয়েকটি ধাপ কমিয়ে সেবাটির সহজিকরণ প্রসেস ম্যাপ (নতুন) প্রণয়ন ও অনুমোদন করা হয়।

সরকারি মেডিকেল কলেজ হতে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর-এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুরের আবেদন প্রেরণের ক্ষেত্রে পূর্বের প্রসেস ম্যাপ অনুযায়ী এ বিভাগের আওতাধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর পর্যায়ে ৭টি ধাপ অতিক্রম করতে হতো। কিন্তু স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর হতে আবেদন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে প্রাপ্তিতে দীর্ঘ সূত্রিতা দূরীকরণে নতুন প্রসেস ম্যাপ অনুসারে সরকারি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পর্যায়ের কর্মরতদের শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুরের আবেদন সরাসরি স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে প্রেরণ (অনুলিপি স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে প্রেরণ) করা হচ্ছে।

পূর্বের প্রসেস ম্যাপ অনুসারে সরকারি মেডিকেল কলেজ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুর প্রক্রিয়ায় মোট ধাপ সংখ্যা ছিল: ২৮টি, সম্পৃক্ত জনবল ছিল ২৪ জন এবং সময় লাগতো ২৯ দিন। কিন্তু নতুন প্রসস ম্যাপ অনুসারে ধাপ সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় ২০টি, সম্পৃক্ত জনবল ০৯ জন এবং সময় নির্ধারণ করা হয় ১৮ দিন।

মেডিকেল কলেজ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতষ্ঠানে কর্মরতদের শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুর সংক্রান্ত সেবাটি বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপ-এর পরিবর্তে নতুন প্রসেস ম্যাপ (সহজিকরণ প্রসেস ম্যাপ) অনুসরণপূর্বক পরিচালনা করার জন্য এ বিভাগের আওতাধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর-এর মহাপরিচালক এবং দেশের সকল সরকারি মেডিকেল কলেজ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর অধ্যক্ষ-কে অনুরোধ করা হয়।

ঘ) সিটিজেন চার্টার-এর অন্তর্গত নাগরিক সেবার আওতায় 'তথ্য প্রদান' শীর্ষক সেবাটিকে ডিজিটাইজ করণঃ

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২-এর আওতায় ন্যূনতম একটি সেবা ডিজিটাইজকৃত" শীর্ষক কার্যক্রম এর প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সিটিজেন চার্টার-এর অন্তর্গত নাগরিক সেবার আওতায় 'তথ্য প্রদান' শীর্ষক সেবাটিকে ডিজিটাইজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এটুআই প্রোগ্রাম-এর কারিগরি সহযোগিতায় উক্ত সেবাটিকে ডিজিটাইজ করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সিটিজেন চার্টারের অন্তর্গত নাগরিক সেবার আওতায় 'তথ্য প্রদান' শীর্ষক সেবাটি ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে সেবাগ্রহীতাদের জন্য MyGov Digitization Platform-এ উন্মুক্তকরা হয়।

১. ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম (ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর আলোকে):

নাগরিক সেবা দ্রুত ও সহজলভ্য করা এবং জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার উদ্যোগে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- এ বিভাগের সেবা প্রদান প্রদান প্রতিশ্রুতির অর্ন্তগত নাগরিক সেবার আওতায় 'তথ্য প্রদান' শীর্ষক সেবাটিকে সেবা গ্রহীতাদের জন্য mygov digital platform-এর মাধ্যমে ডিজিটাইজ করা হয়েছে;
- এ বিভাগের আওতাভুক্ত দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর কোর্সে অধ্যয়নের জন্য সরকারি চিকিৎসকদের "প্রেষণ মঞ্জুর সেবা" সহজিকরণ করা হয়েছে;

- এ বিভাগের আওতাভুক্ত সরকারি ও সরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজে বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির আবেদন অনলাইনে গ্রহণ সংক্রান্ত উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- '৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ক অবহিতকরণ' ০৫টি কর্মশালা আয়োজন;
- 'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন' বিষয়ক ২টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- 'সেবা সহজিকরণ' বিষয়ক ২টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- 'সেবা ডিজিটাইজেশন' বিষয়ক ২টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ আয়োজন।

৫.৭ তথ্য অধিকার ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

২০২১-২০২২ অর্থবছরে তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর প্রবিধি ৩(১) এ বর্ণিত তফসিল-১ ও তফসিল-২ অনুযায়ী সম্পাদিত কার্যক্রম ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। সিটিজেন চার্টার এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন (তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট অংশ) এর কার্যক্রম এবং স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ৭ (সাত)টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন জমা পড়ে এবং সরবরাহকৃত তথ্যের হার ১০০%। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে ০১ (এক)টি অভিযোগ দাখিল করা হয় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত কমিশনে বহাল থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে তথ্য অধিকার বিষয়ক পুরস্কার প্রাপ্তিযোগ্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ১ম স্থান অর্জন করে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে তথ্য অধিকার বিষয়ক স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ১ম স্থান অর্জন করায় মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয় জনাব হাসান মাহমুদ মহোদয়ের নিকট হতে পুরস্কার গ্রহণ করছেন জনাব মোঃ সাইফুল হাসান বাদল, সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।

৫.৮ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-৩ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উন্নয়ন পরিকল্পনা

সারা বিশ্বের মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের জন্য ২০১৫ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০ তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট "২০৩০ এজেন্ডা" গৃহিত হয় 'কাউকে পশ্চাতে রেখে নয়' নথি অনুসরণপূর্বক এটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)'র ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে অভীষ্ট-৩ (সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ) সরাসরি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ অভীষ্টের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা অর্জন এবং নিরাপদ, মানসম্মত, কার্যকর ঔষধ ও টিকা সরবরাহ নিশ্চিত করা। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-৩ (সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ) এর ৩.৭ লক্ষ্যমাত্রার ২টি সূচকে লীড মন্ত্রণালয় হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত যা নিম্নরূপঃ

লক্ষ্যমাত্রা ৩.৭:
২০৩০ সালের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা, তথ্য ও শিক্ষাসহ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবায় সার্বজনীন অধিকার নিশ্চিত করা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যকে জাতীয় কৌশল ও কর্মসূচির অঙ্গীভূত করা। এর আওতায় ২টি সূচক রয়েছে-

- (৩.৭.১) আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা চাহিদা পূরণ করা হয়েছে, প্রজননক্ষম (১৫-৪৯ বছর বয়সী) এমন নারীর অনুপাত ২০৩০ সালের মধ্যে শতভাগে উন্নীত করা;
- (৩.৭.২) একই সময়ে প্রতি ১,০০০ কিশোরী মায়েদের (১০-১৪ বছর ও ১৫-১৯ বছর বয়সী) মধ্যে সন্তান জন্মদানের হার ৫০ এ নামিয়ে আনা।

অগ্রগতিঃ বিডিএইচএস-২০১৪ অনুযায়ী পরিবার পরিকল্পনা আধুনিক পদ্ধতিতে প্রজনন চাহিদা (১৫-৪৯ বছর) পূরণের হার ছিল ৭২.৬%; যা আগামী ২০২২ এর মধ্যে উক্ত ৭৫% এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে । বিবিএস ২০১৯ [মিকস] অনুযায়ী আধুনিক পদ্ধতিতে প্রজনন চাহিদা পূরণের হার ৭৭.৪%। অপরপক্ষে, এসভিআরএস-২০১৫ অনুযায়ী প্রতি ১০০০ কিশোরী মায়েদের মধ্যে (১০-১৪ বছর ও ১৫-১৯ বছর বয়সী) সন্তান জন্মদানের হার ছিল ৭৫। আগামী ২০২২ এর মধ্যে ৭০ এ হ্রাস করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে । বর্তমানে হার ৭৪। ইতোমধ্যে, মোট প্রজনন হার ২.১ (এসভিআরএস-২০১৬) হতে ২.০৪ (এসভিআরএস-২০২০) এ হ্রাস পেয়েছে।

কো-লীড মন্ত্রণালয় হিসেবে দায়িত্বঃ

এ বিভাগ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-২ (ক্ষুধা মুক্তি) এর ২.২ লক্ষ্যমাত্রার ২টি সূচক এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-৩ (সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ) এর ১৯টি সূচকসহ মোট ২২টি সূচকে কো-লীড মন্ত্রণালয় হিসেবে লীড মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করে থাকে। এছাড়া, এ বিভাগ মোট ৪১টি সূচকে সহযোগী বিভাগ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। কো-লীড মন্ত্রণালয় হিসেবে লীড মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করে এমন গুরুত্বপূর্ণ সূচক এবং তাদের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

লক্ষ্যমাত্রা: ২.২
২০২৫ সালের মধ্যে অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী খর্বকায় ও রুদ্ধবিকাশ শিশুদের আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত সকল অভীষ্ট অর্জন এবং কিশোরী, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী নারী ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ধরনের অপুষ্টির অবসান। সূচকদ্বয় নিম্নরূপঃ

- অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে খর্বিত বিকাশের ব্যাপকতা (বয়স অনুযায়ী উচ্চতা বিবেচনায় শিশুদের বিকাশ সংক্রান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদন্ডের মধ্যমা থেকে গড় বিচ্যুতি <-২) (২.২.১);

- অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে ক্ষীণতা ও স্থূলতার ধরন অনুযায়ী অপুষ্টির ব্যাপকতা ও বিস্তার (বয়স অনুযায়ী উচ্চতা বিবেচনায় <-২ বছর বয়সী শিশুদের বিকাশ সংক্রান্ত বিশ্ব খাদ্য সংস্থার মানদন্ডের মধ্যমা হতে পরিমিত ব্যবধান) (২.২.২)।

লক্ষ্যমাত্রা: ৩.১

২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী মাতৃমৃত্যুর অনুপাত প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে ৭০ এর নিচে নামিয়ে আনা এবং প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি ৮০% এ উন্নীতকরণ।

লক্ষ্যমাত্রা: ৩.২

২০৩০ সালের মধ্যে নবজাতক ও অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুর প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যু বন্ধের পাশাপাশি প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্মে নবজাতকের মৃত্যুহার কমপক্ষে ১২ তে এবং প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্মে অনুর্ধ্ব ৫ শিশুমৃত্যুর হার কমপক্ষে ২৫ এ নামিয়ে আনা এবং

লক্ষ্যমাত্রা: ৩.৮

সকলের জন্য অসুস্থতাজনিত আর্থিক ঝুঁকিতে নিরাপত্তা, মানসম্মত অপরিহার্য স্বাস্থ্যসেবা এবং সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ, কার্যকর, মানসম্মত আবশ্যক ঔষধ ও টিকা সুবিধা প্রাপ্তির পথ সুগম করাসহ সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্য অর্জন;

কো-লীড হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ সূচকের অগ্রগতিঃ

- এসভিআরএস-২০২০ এর তথ্য অনুযায়ী অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সের শিশু মৃত্যুর (USMR) হার ২৮ (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) যা, ইতোমধ্যে ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির ২০২২ সালের লক্ষ্য-৩৪ অতিক্রম করেছে;
- এসভিআরএস-২০২০ অনুযায়ীনবজাতক শিশুমৃত্যুর হার ১৫ (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) যা, ইতোমধ্যে ২০২৩ সালের টার্গেট-১৮ অতিক্রম করেছে। [অর্থাৎ সরকারের কার্যকর পদক্ষেপের ফলে উপর্যুক্ত ২টি ক্ষেত্রে টার্গেট অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে]
- দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে সন্তান জন্মদানের হার ৪২.১% (২০১৪) হতে ৫৩% (২০১৭)-এ (বিডিএইচএস) উপনীত হয়েছে। ২০২২ সালের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ৬৫%, যা অর্জন করা সম্ভব হবে;
- মাতৃমৃত্যুর অনুপাত (এমএমআর) বর্তমানে ১৬৩ (এসভিআরএস-২০২০) যা ২০২৩ সালের মধ্যে ১২১ এ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে অর্জিত অগ্রগতির ধারাবাহিকতা অনুযায়ী উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-৩ এর সাথে সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমন্বয়

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এ দুয়ের আলোকে ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি সংশোধন করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর লক্ষ্যমাত্রা ৩.৭ বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ লীড হিসেবে কাজ করছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মোট প্রজনন হার (২.০৪, এসভিআরএস ২০২০, লক্ষ্যমাত্রা ২.০, ২০২৫), অনুর্ধ ৫ বছর বয়সী শিশু মৃত্যু হার (২৮, এসভিআরএস ২০২০, লক্ষ্যমাত্রা ২৭, ২০২৫), নবজাতক মৃত্যু হার (১৫, এসভিআরএস ২০২০, লক্ষ্যমাত্রা ১৪, ২০২৫), মাতৃ মৃত্যু অনুপাত (১৬৩, এসভিআরএস ২০২০, লক্ষ্যমাত্রা ১০০, ২০২৫), ৫ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে কম ওজনের হার (২২.৬ মিকস ২০১৯, লক্ষ্যমাত্রা ১৫%, ২০২৫), ৫ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে খর্বতার হার (২৮% মিকস ২০১৯, লক্ষ্যমাত্রা ২০%, ২০২০) এবং কন্ট্রাসেপটিভ প্রিভেলেন্স রেট (সিপিআর) (৬৩.৯এসভিআরএস ২০২০, লক্ষ্যমাত্রা ৭৫, ২০২৫) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চিকিৎসক ও প্রশিক্ষিত ধাত্রী (নার্স, মিড ওয়াইফ, মেডিকেল এসিস্টেন্ট, প্যারা মেডিক ইত্যাদি) কর্তৃক প্রসব সেবা প্রদানের হার যথাক্রমে ৪৮.৪% ও ৩১.৩% এসভিআরএস ২০২০, লক্ষ্যমাত্রা ৭২%, ২০২৫)। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচির আওতায় অপারেশনাল প্ল্যান এবং বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ইতোমধ্যে মোট প্রজনন হার ও শিশু মৃত্যু হারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে; অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট সময়ে অর্জন করা সম্ভব হবে।

৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেবা কর্মসূচি বাস্তবায়নঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ১৯৯৮ সাল থেকেই স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচিবাস্তবায়ন করে আসছে। এ পর্যন্ত মোট ৩টি সেক্টর কর্মসূচিসফলভাবে বাস্তাবায়িত হয়েছে। যার ফলে এসডিজি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালের জানুয়ারি থেকে ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচিবাস্তবায়ন শুরু হয়েছে এবং শেষ হবে জুন ২০২৩ সালে। এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট-৩ অর্জন করা। উক্ত সেক্টর কর্মসূচিতে কৈশোর স্বাস্থ্য সেবাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। শুধুমাত্র কৈশোর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য মা, শিশু, প্রজনন ও বয়ঃসন্ধি স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি (এমসিআরএএইচ) নামক একটি অপারেশানাল প্লান বাস্তবায়িত হচ্ছে। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির কার্যকর ব্যবহার, কৌশলগত স্বাস্থ্য সেবা, অপূর্ণ চাহিদার হার হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য এ বিভাগের আওতায় ১০টি অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এসডিজি বাস্তবায়নে প্রণীত বিভিন্ন কমিটিঃ

-এসডিজি বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি গঠন;

-এসডিজি ওয়াকিং কমিটি গঠন;

-এসডিজি ফোকাল পয়েন্ট মনোনয়ন;

-এসডিজি বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন জাতীয় আন্তর্জাতিক সূচকের জন্য মানসম্মত, হালনাগাদ তথ্য উপাত্ত সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে পরিসংখ্যান সেল গঠন;

-এসডিজি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

মানব সম্পদ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর লক্ষ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক ডাক্তার এবং নার্স নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আরও ডাক্তর এবং নার্স নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য ১৩৫০০ জন কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী (সিএইচসিপি) এবং ৩০০০ জন মিডওয়াইফ নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও, পরিবার কল্যাণ সহকারী (এফডব্লিউএ) এবং পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকার প্রায় ৬২২৮টি পদে বর্তমানে নিয়োগের বিষয়াধি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উন্নয়ন সহযোগিদের সহায়তায় পরিবার পরিকল্পনা কাউন্সিলর পদে ১০ জন, পেইড ভলান্টিয়ার পদে ৫২০১ জনের নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে, যারা বাংলাদেশের দূর্গম এলাকাসহ মোট ৫৬টি উপজেলায় কাজ করছে। জেলা পর্যায়ে গাইনী এন্ড অবস এবং এনেস্থেটিস্ট কর্তৃক ২৪ ঘন্টা সেবা কেন্দ্রে অবস্থানপূর্বক জরুরি প্রসবসেবা (সিএমইওসি) প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

কৈশোর স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপঃ

কৈশোরকালীন জন্মহারকে কাঙ্খিত পর্যায়ে হ্রাসের লক্ষ্যে ২০১৭-৩০ সাল মেয়াদের জন্য জাতীয় কৈশোর স্বাস্থ্য কৌশলপত্র অনুমোদিত হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতির কাজ চলছে। বিভিন্ন সেবাকেন্দ্রে ১১০৩ টি কৈশোর বান্ধব কর্ণার স্থাপিত হয়েছে এবং প্রতিবছর ২০০টি কর্ণার স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। এসব কেন্দ্র থেকে বিপুল সংখ্যক কিশোর-কিশোরীদেরকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। নগর স্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪০০০ পোশাক কর্মীর নীচে নয় এমন৩৯১টি পোশাক তৈরি শিল্পে কর্মরত কিশোর-কিশোরীদেরকে এ ধরণের পরিবার পরিকল্পনা সেবার আওতায় আনা হয়েছে; আরও ৫০০টি এ সেবার আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

চাহিদা বৃদ্ধিকরণে গৃহীত পদক্ষেপঃ

পরিবার পরিকল্পনা সেবার চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে, যেমন- সামাজিক আচরণ পরিবর্তন, যোগাযোগ (এসবিসিসি) মেলা, পরিবার সম্মেলন, দেশব্যাপী অডিও-ভিজুয়্যাল ভ্যানের মাধ্যমে চলচিত্র প্রদর্শনী, নববিবাহিত দম্পতিদের গিফট বক্স প্রদান ও গর্ভনিরোধক পরিচিতিকরণ, বয়ঃসন্ধি সংক্রান্ত সভা/কর্মশালা/সেমিনার অনুষ্ঠান, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা তৈরি, লোকসংগীত ও জারি গানের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ, মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা তৈরি।

অবকাঠামোঃ

৩৯২৪ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (ইউএইচএফডব্লিউসি) থেকে প্রজনন, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবাসহ পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হয়; তন্মধ্যে ২৮৫৪টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (ইউএইচএফডব্লিউসি) থেকে ২৪ ঘন্টা (২৪/৭) সেবা প্রদান করা হয়। জেলা-উপজেলা পর্যায়ে ৮৯টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (এমসিডব্লিউসি) রয়েছে; তন্মধ্যে অর্ধেকের বেশি প্রতিষ্ঠান সারাক্ষণ জরুরি প্রসূতি সেবা প্রদান করে। সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান ত্বরান্বিত করণের লক্ষ্যে সারাদেশ জুড়ে আরও ৪৯টি এমসিডব্লিউসি, ২০০টি ইউএইচএফডব্লিউসি এবং ৯৯টি উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় নির্মাণ করা হবে। এছাড়া, দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির লক্ষ্যে তিনটি বিভাগে তিনটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।

উদ্ভাবনঃ

নিবন্ধনের মাধ্যমে সম্পাদিত বিবাহিত নব দম্পতিকে দেরীতে গর্ভধারণের লক্ষ্যে সকল নিবন্ধীকরণ কেন্দ্রে গিফট্ বক্স সরবরাহ করা হচ্ছে। এসব বাক্সে গর্ভনিরোধক এবং তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ (আইইসি) সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত থাকে। দূর্গম এলাকায় প্রথম সারির কর্মীদের চুক্তিবদ্ধ নিয়োগের মাধ্যমে এবং গর্ভবর্তী নারীদের নিবন্ধীকরণ ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ কার্যক্রমকে সকলভাবে বাস্তবায়িত করবে। শহরের বস্তিতে এবং গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত নারীদেরকে প্রথম টার্গেট গ্রুপ ধরলে এ উদ্ভাবনি কার্যক্রমটি আরও প্রসারিত হবে।

কর্মসূচির চ্যালেঞ্জ :

- মোট জনসংখ্যার ২০% কিশোর-কিশোরী হওয়ায় বয়:সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সেবাকে ৪র্থ সেক্টর প্রোগ্রামে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কিশোর-কিশোরীদের গর্ভনিরোধক ব্যবহারকারীর হার জাতীয় গড়ের চেয়ে ১৩% পয়েন্ট কম এবং অপূর্ণ চাহিদা জাতীয় গড়ের তুলনায় ৩৫% পয়েন্ট বেশি। বাংলাদেশের কৈশোরকালীন জন্মহার পৃথিবীতে সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে;
- বাল্যবিয়ে এখনও একটি বড় সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিদ্যমান। ১৮ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মেয়েদের বিয়ে না দেওয়ার আইন থাকলেও ৫৯ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয় ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই (বিডিএইচএস-২০১৭);
- ১৫-১৯ বছর বয়সী বিবাহিত কিশোরীদের ৩১ শতাংশ ১ম অথবা ২য় বারের মতো গর্ভবতী হন (বিডিএইচএস-২০১৭)। ১৫-১৯ বছর বয়সী বিবাহিত কিশোরীদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৫২% (বিডিএইচএস-২০১৭)। পরিবার পরিকল্পনার আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণের হার মাত্র ৫৪.১ শতাংশ (বিডিএইচএস-২০১৪);
- পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদার হার এখনও ১২ শতাংশ (বিডিএইচএস-২০১৪)। পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতিতে ড্রপ আউটের হার (ঝড়ে পড়া) এখনও ৩০ শতাংশ (বিডিএইচএস-২০১৪);
- সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ মায়ের প্রসব এখনও বাড়িতে সংগঠিত হয় (বিডিএইচএস-২০১৭);
- সিলেট ও চটগ্রাম বিভাগে মোট প্রজনন হার অন্যান্য বিভাগের চেয়ে এখনও বেশি (বিডিএইচএস-২০১৭);
- সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ধনী-গরীব, শহর-গ্রাম, শিক্ষিত-অশিক্ষিত এর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে;
- দুর্গম এলাকার (হাওড়, বাঁওড়, বিল, চর, ছিটমহল, পার্বত্য ও উপকূলীয় এলাকা) জনগণের নিকট এখনও পরিবার পরিকল্পনা সেবা যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়া বড় চ্যালেঞ্জ।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রমঃ

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর দেশব্যাপি সাধারণ জনগণের মাঝে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জেন্ডার বিষয়ে তথ্য ও সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

- বর্তমানে ১৯,৫৮৩ জন পরিবার কল্যাণ সহকারী, ৩৯৬২ জন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক, ৫০৯৬ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা এবং ২,৩০৭ জন উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার মাঠ পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে সেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন;

- মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে সারাদেশে প্রতিটি ইউনিয়নে প্রতি মাসে ৮টি করে প্রায় ৩০ হাজার স্যাটেলাইট ক্লিনিকের আয়োজন করা হচ্ছে। ২৮৫৪টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (ইউএইচএফডব্লিউসি) থেকে সপ্তাহে সাত দিন চব্বিশ ঘণ্টা (২৪/৭) স্বাভাবিক প্রসব (Normal Delivery) সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- ঢাকার আজিমপুরস্থ মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এমসিএইচটিআই) ও মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিস ও ট্রেনিং সেন্টার (এমএফএসটিসি) থেকে মা ও শিশু সেবা দেয়া হচ্ছে;
- ৭০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র থেকে জরুরি প্রসূতি সেবা ও অন্যান্য বিশেষায়িত সেবা প্রদান করা হচ্ছে। জেলা পর্যায়ের ১৪টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং ১১০৩টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্য কর্ণার থেকে কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে;
- জাতীয় পুষ্টি প্রোগ্রামের সাথে সমন্বয় করে ১১টি জেলার ৯১টি উপজেলায় পুষ্টি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে;
- নগর স্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪০০০ জন পোশাক কর্মীর নীচে নয় এমন৩৭৪ টি পোশাক তৈরি শিল্পে কর্মরত কিশোর-কিশোরীদেরকে এ ধরণের পরিবার পরিকল্পনা সেবার আওতায় আনা হয়েছে; আরও ৫০০টি তৈরি পোশাক শিল্পে এ সেবার আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে;
- নগরের বস্তিবাসীদের পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশুস্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি বছর 'সেবা ও প্রচার সপ্তাহ' পালন করা হচ্ছে;
- পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ, বাল্যবিয়ে রোধ, দু'সন্তানের মাঝে বিরতি, সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখা, প্রশিক্ষিত সেবাপ্রদানকারী দ্বারা সন্তান প্রসব, গর্ভবতীর সেবা, প্রসবকালীন বিপদ চিহ্ন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, নব-দম্পতি ও একসন্তান বিশিষ্ট দম্পতি এবং যুবক-যুবতীদের নিয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;
- ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় (টিভি ও রেডিও) বিজ্ঞাপন, স্ক্রল, নাটক, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান প্রচার অব্যাহত রয়েছে;
- সারাদেশে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক পল্লীগান, পথনাটক, বিলবোর্ড স্থাপন করে ছোট পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন-এর 'জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল' থেকে এ বিষয়ে নিয়মিত উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে;
- পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য নিম্ন অগ্রগতি সম্পন্ন উপজেলাসমূহে ক্লায়েন্ট ফেয়ার বা 'গ্রহীতা মেলা', 'পরিবার সম্মেলন' ও 'পরিবার পরিকল্পনা মেলা'র আয়োজন করা হচ্ছে;
- মাতৃমৃত্যু রোধ ও প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে ইতোমধ্যে ১৩৮টি সচেতনতামূলক সভা করা হয়েছে;
- গর্ভবতী মায়েদের মোবাইলে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে এএনসি, ডেলিভারি ও পিএনসি সেবা নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে এসএমএস বা মোবাইল বার্তা প্রেরণ করা হচ্ছে এবং মায়েদের গর্ভকালীন সঞ্চয়ে উৎসাহিত করতে 'মায়ের ব্যাংক' চালু করা হয়েছে;
- বিদ্যালয় স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, পুষ্টি ও শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে 'কল সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে, যেখান থেকে ২৪/৭ মা-শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করা হয়, যার নম্বর ১৬৭৬৭;
- ফেইসবুক ও ইউটিউব-এ পরিবার পরিকল্পনা ও মা-শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে বিভিন্ন প্রচারণা ও তথ্য প্রদান করা হচ্ছে;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমসিএইচ সার্ভিসেস ইউনিট এবং "পপুলেশন কাউন্সিল অব বাংলাদেশ"-এর সহযোগিতায় কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য উন্নয়নে বয়:সন্ধি স্বাস্থ্য বার্তা নামে একটি বার্তা প্রকাশিত হচ্ছে;
- মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন সেবা সম্পর্কিত তথ্য দ্রুত, নির্ভুল ও সহজভাবে সংগ্রহের জন্য ওয়েব বেজড সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে।

৫.৯ বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার 'দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা প্রাপ্তি উন্নত করা' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে গৃহীত কার্যক্রম

- মা-শিশু, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবানিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে নিরাপদ প্রসবসেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং দক্ষ সেবাদানকারীর মাধ্যমে প্রসব সেবারহার বৃদ্ধি করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও সেবাগ্রহিতাদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে;
- স্কুলভিত্তিক এডোলেসেন্ট স্বাস্থ্য সেবা পরিচালনা করার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান ছিল। তবে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে এ কার্যক্রম আপাতত স্থগিত রয়েছে;
- কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক তথ্য প্রদানের জন্য ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা হয়েছে।
- Comprehensive Newborn Care Package (CNCP)এর মাধ্যমে সেবাপ্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে;
- অধিদপ্তরের আওতাধীন ৬৫২টি অফিস ও সেবা প্রতিষ্ঠানে গত অর্থবছরে WiFi নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে;
- বিশেষায়িত হাসপাতাল এর সেবা অটোমেশন ওupgradationকরা হচ্ছে;
- অনলাইন সফটওয়্যার ব্যবহার করে 'মাসিক সার্ভিস স্ট্যাটিসটিক্স প্রতিবেদন' এবং 'মাসিক লজিস্টিক্স প্রতিবেদন' প্রকাশ করা হচ্ছে;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে District Health Information System2 (DHIS2) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;
- দাপ্তরিক কাজে ইলেকট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহার বৃদ্ধি করে কাগজের ব্যবহার হ্রাস করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে ই-রেজিস্টার চালু করা হয়েছে;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট(www.dgfp.gov.bd)হালনাগাদ রয়েছে এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের নাগরিক সেবা সংক্রান্ত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়ে থাকে;
- নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্থাপনাসমূহের ইলেকট্রনিক ডেটাবেইজ সমৃদ্ধHRIS Softwareচালু করা হচ্ছে;
- দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদনে ই-নথি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে;
- সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দ্রুত নাগরিক সমস্যা সমাধান ও দাপ্তরিক কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে ফেসবুক পেজ ''Family Planning-সুখের সোপান'' sukhersopan@facebook.com চালু করা হয়েছে;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বিদ্যমান Data Centre-কে Upgrade করা হয়েছে;
- সেবা কেন্দ্রে আইসিটি সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে;
- Local Area Network (LAN)সহBroad Bandইন্টারনেট এবংWiFi নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে;

৬. সেক্টর ভিত্তিক কার্যক্রম

চিকিৎসা শিক্ষা সম্পর্কিত বিস্তারিত কার্যক্রম

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অধীনে চিকিৎসা শিক্ষা সম্পর্কিত কার্যক্রমের সাথে এ বিভাগের 'চিকিৎসা শিক্ষা অনুবিভাগ' এবং 'স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর' সম্পৃক্ত। চিকিৎসা শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন- সরকারের টেকসই উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার অংশ। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন এবং জনস্বাস্থ্য নিশ্চিতে সরকার চিকিৎসা শিক্ষার সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। চিকিৎসা শিক্ষার মান সমুন্নত রাখা এবং এর আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে উন্নত শিক্ষা লাভের সুযোগ সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। চিকিৎসা শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রি প্রদানের জন্য মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষায়িত চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মেডিকেল কলেজগুলোতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করে পাঠ্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ইতোমধ্যে চিকিৎসা শিক্ষার কারিকুলাম হালনাগাদ, আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। সরকারি/বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এ শিক্ষা ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধনে ও বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণে সরকার বদ্ধপরিকর।

৬.১. স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম

৬.১.১ চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক) মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে দেশের সাধারণ জনগণকে সাশ্রয়ী ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের পরিকল্পনার বিষয়টি অধিক গুরুত্বের সাথে বিধৃত হয়েছে। সেলক্ষ্যে চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণার মান উন্নয়নের জন্য ইতোমধ্যে দেশে ০৫টি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় যথা- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্বদ্যিালয়, ঢাকা; চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী; সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট ও শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের প্রথম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ১৯৯৮ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়টি চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে যা এখন বাংলাদেশের মানুষের চিকিৎসাসেবার আশা-ভরসা ও আস্থার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আজ শুধু বাংলাদেশেই নয়, উপ-মহাদেশের সবচাইতে বড় হাসপাতাল ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই বিশ্ববিদ্যালয় আজ এদেশের চিকিৎসা শিক্ষা, সেবা ও গবেষণায় সাফল্যের ক্ষেত্রে এক অনন্য নাম।

বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বর্তমানে ৫৭টি বিভাগ রয়েছে। এছাড়া ৩/৪টি বিভাগ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ২০০০টি, এর মধ্যে অর্ধেকই গরীব রোগীদের জন্য বিনা ভাড়ার শয্যা। প্রতিদিন এ হাসপাতালে বহির্বিভাগে নতুন পুরাতন মিলিয়ে প্রায় ১০০০০ রোগী চিকিৎসাসেবা নেয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

মেডিক্যাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম

- গত ১ জুলাই ২০২১ তারিখে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।
- গত ৫ জুলাই ২০২১ তারিখে সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল-২ নিয়ে প্রেজেনটেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।
- **গত** ১২ জুলাই ২০২১ তারিখে কোভিড-১৯সহ বিভিন্ন ভাইরাসের গবেষণা ও রোগ নির্ণয়ের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয় ।
- গত ৩ অক্টোবর ২০২১ তারিখে 'পোস্ট কোভিড-১৯ পালমোনারি ফাইব্রোসিস এন্ড ম্যানেজমেন্ট' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।
- গত ৯ অক্টোবর ২০২১ তারিখে গ্রাজুয়েট নার্সিং বিভাগের ১০ম ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের 'ক্যাপিং সিরিমনি" অনুষ্ঠিত হয়।
- গত ৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে প্লানেটারি হেলথ একাডেমিয়ার সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়।
- গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে মুজিব শতবর্ষ, বাংলাদেশের বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী, মহান বিজয় দিবস ২০২১ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ শতাধিক (৭২৭) নন রেসিডেন্ট ছাত্র-ছাত্রীদের (চিকিৎসকদের) বৃত্তি প্রদান, বিশেষ শিশুসহ সাধারণ শিশুদের অংশগ্রহণে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও আবৃত্তি অনুষ্ঠান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখা সম্মানিত মুক্তিযোদ্ধা চিকিৎসকদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।
- গত ১৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও অধিভুক্ত মেডিক্যাল কলেজ, ইনস্টিটিউটসহ প্রতিষ্ঠানসমূহের মার্চ-২০২২ শিক্ষাবর্ষে রেসিডেন্সী প্রোগ্রাম ফেইজ-এ এর এমডি ও এমএস কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
- গত ১ মার্চ ২০২২ তারিখে রেসিডেন্সি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের ইনডাকশন প্রোগ্রাম (আবেশন) ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়।
- গত ৮ মার্চ ২০২২ তারিখে ফরেনসিক মেডিসিন ও টক্সিকোলজি বিভাগ চালু করা হয়।
- গত ১৮ মার্চ ২০২২ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলাই ২০২২ শিক্ষাবর্ষের স্নাতকোত্তর কোর্সসমূহের ভর্তি পরীক্ষা অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়।

- গত ২২ মে ২০২২ তারিখে অপিরণত নবজাতকদের চক্ষু রোগ (রেটিনোপ্যাথি অব প্রিম্যাচুরিটি–আরওপি) চিকিৎসা ব্যাবস্থাপনা বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
- গত ৪ জুন ২০২২ তারিখে এমএসসি নার্সিং ২০২২ সেশনের ভর্তি পরীক্ষা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়।
- গত ২৮ জুন ২০২২ ইনস্টিটিউট অব পেডিয়াট্রিক নিউরোডিজঅর্ডার অ্যান্ড অটিজম (ইপনা) এর উদ্যোগে 'সার্টিফিকেট কোর্স অন নিউরোডেভেলপমেন্ট ডিসঅর্ডার' শীর্ষক কোর্সের উদ্বোধন ও সনদ বিতরণ করা হয়।
- গত ২৫ জুন ২০২২ তারিখে এ্যাডভান্সড ক্লিনিক্যাল ফেলোশিপ ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে মৃগীরোগ চিকিৎসার গাইডলাইনের শুভ উদ্বোধন

গবেষণামূলক কার্যক্রম

- গত ৩১ অক্টোবর ২০২১ তারিখে সম্মানিত শিক্ষক, চিকিৎসকবৃন্দকে গবেষণা মঞ্জুরী (রিসার্চ গ্রান্ট) প্রদান করা হয়।
- গত ৫ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস বিভাগের উদ্যোগে বছরব্যাপী প্যাথলজিভিত্তিক ক্যান্সার রেজিস্ট্রি ও মাসব্যাপী হাসপাতাল ভিত্তিক ক্যান্সার রেজিস্ট্রি নিয়ে গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
- গত ১৮ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে কোভিড-১৯ এর ৭৬৯টি জেনোম সিকোয়েন্সিং গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হয় ।
- গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে কোভিড-১৯ এর ৯৩৭টি জেনোম সিকোয়েন্সিং গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
- গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে মানবদেহে করোনা ভাইরাসের টিকার কার্যকারিতা নিয়ে গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
- গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে দেশেই রোগ প্রতিরোধ ও মৌলিক গবেষণার নবদিগন্তের দার উন্মোচন করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আইসিডিডিআরবিসহ গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগে গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়।
- গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে ২৫ জন শিক্ষককে রিসার্চ গ্র্যান্ট প্রদান করা হয় ।
- গত ১৪ মার্চ ২০২২ তারিখে খাদ্যে ক্ষতিকারক উপাদানের উপস্থিতি (ফুড হ্যাজার্ড) নিয়ে ৩টি গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

মানবদেহে করোনা ভাইরাসের বুস্টার ডোজের ০৬ মাস পর শরীরে এন্টিবডির উপস্থিতি সম্পর্কে গবেষণার ফলাফল প্রকাশ

সেবামূলক কার্যক্রম

- গত ১ জুলাই ২০২১ তারিখে আগুন নির্বাপণের জন্য ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম এর উদ্বোধন করা হয়।
- গত ৬ জুলাই ২০২১ তারিখে অস্টিওআর্থ্রাইটিস ও অস্টিওপোরোসিস ক্লিনিকের শুভ উদ্বোধন করা হয়।
- গত ১৪ জুলাই ২০২১ তারিখে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের জন্য নতুন অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপনের কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়।
- গত ১৭ জুলাই ২০২১ তারিখে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর সবুজ বিপ্লব ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়।
- গত ১ আগস্ট ২০২১ তারিখে করোনাভাইরাস সনাক্তকরণ সম্পর্কিত র‍্যাপিড টেস্ট চালু করা হয়।
- গত ২ আগস্ট ২০২১ তারিখে ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
- গত ৭ আগস্ট ২০২১ তারিখে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের জন্য বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ফিল্ড হাসপাতাল চালু করা হয়।
- গত ২৬ আগস্ট ২০২১ তারিখে মিডিয়া সেল চালু করা হয়।
- গত ২৬ আগস্ট ২০২১ তারিখে সংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্র চালু করা হয়।
- গত ২৭ আগস্ট ২০২১ তারিখে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর স্মৃতিকক্ষ কেবিন-১১৭ উদ্বোধন করা হয়।
- গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে বিএসএমএমইউর টিএসসি পুনরায় চালু করা হয় ।
- গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে পেডিয়াট্রিক এন্ডোক্রাইনোলজি ক্লিনিক, পেডিয়াট্রিক থাইরয়েড ক্লিনিক ও গ্রোথ ক্লিনিকের শুভ উদ্বোধন করা হয়।
- গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে রেটিনোপ্যাথি অফ প্রিমেচিউরিটি (আরওপি) ক্লিনিকের শুভ উদ্বোধন করা হয়।
- গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে প্যাথলজি বিভাগের সাইটোজেনেটিকস ল্যাবে উক্ত টেস্টের শুভ উদ্বোধন করা হয়।
- গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগে ইমারজেন্সী ল্যাব উদ্বোধন করা হয়।
- গত ৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখে কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট সার্জারি করা সম্পূর্ণ শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের ভাষা শেখানোসহ সুস্থ, সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট হেবিলিটেশন ওয়ার্কশপ (কর্মশালা) অনুষ্ঠিত হয়।
- গত ৫ অক্টোবর ২০২১ তারিখে বৈকালিক স্পেশালাইজড আউটডোর চালু হয়।
- গত ৫ অক্টোবর ২০২১ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ ব্লকে অক্টোবর স্তন ক্যান্সার সচেতনতা মাস উপলক্ষে এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়।
- গত ৬ অক্টোবর ২০২১ তারিখে 'আমাদের অঙ্গীকার, থাকবে না আর জরায়ু-মুখ ও স্তন ক্যান্সার, নিরাপদে থাকবে নারী, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ি' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে এইচপিভি ল্যাবের শুভ উদ্বোধন করা হয়।

- গত ৬ অক্টোবর ২০২১ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত পোস্ট গ্রাজুয়েট কারিকুলাম ও প্রেষণ নীতিমালা যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
- গত ৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এর অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগের আর্থ্রোস্কোপি ইউনিটে শোল্ডার জয়েন্ট আর্থ্রোস্কোপির মাধ্যমে ডান কাধের জোড়া সরে যাওয়া প্রতিরোধে ব্যাংকার্ট রিপেয়ার কার্যক্রম অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হয়।
- গত ১৭ অক্টোবর ২০২১ তারিখে হেলথ কার্ড শুভ উদ্বোধন করা হয়।
- গত ১৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখে 'শেখ রাসেল চাইল্ডহুড ক্যান্সার সারভাইভর গ্যালারি' এর শুভ উদ্বোধন করা হয়।
- গত ১লা নভেম্বর ২০২১ তারিখে সাধারণ জরুরি বিভাগের শুভ উদ্বোধন করা হয়।
- গত ৩ নভেম্বর ২০২১ তারিখে রিপ্রোডাকটিভ এন্ডোক্রাইনোলজি এন্ড ইনফার্টিলিটি বিভাগে ডিম্বাশয়ে (Ovary) স্টেম সেল থেরাপি প্রতিস্থাপনের মহতী কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়।
- গত ১১ নভেম্বর ২০২১ তারিখে মাইক্রোবায়োলজি এন্ড ইমিউনোলজি বিভাগে স্থাপিত স্বয়ংক্রিয় জীবাণু সানাক্তকরণ এ্যান্টিবায়োটিকের সংবেদনশীলতার মাত্রা নির্ধারণের মেশিনের কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়।
- গত ১৭ নভেম্বর ২০২১ তারিখে শ্বাসকষ্টসহ বক্ষব্যাধির বিভিন্ন রোগের জরুরি চিকিৎসার জন্য জরুরি বিভাগ, পোস্ট কোভিড কেয়ার সেন্টার, স্লিপ ল্যাব, ব্রঙ্কোসকপি প্রসিডিউর রুম এর শুভ উদ্বোধন করা হয়।
- গত ২১ নভেম্বর ২০২১ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিশু সার্জারি বিভাগে স্কিল ল্যাব, ডিজিটাল লাইব্রেরি, ৩টি ডিভিশন তথা পেডিয়াট্রিক (শিশু) ইউরোলজি ডিভিশন, নিউনেটাল (নবজাতক) সার্জারি ডিভিশন ও পেডিয়াট্রিক সার্জিক্যাল অনকোলজি ডিভিশন এবং হিজড়া নামে পরিচিত তৃতীয় লিঙ্গের শিশুদের চিকিৎসার জন্য ডিসঅর্ডার অফ সেক্স ডেভেলপমেন্ট বহির্বিভাগ ক্লিনিক উদ্বোধন হয়।
- গত ২৪ শে নভেম্বর ২০২১ তারিখে মৃগীরোগীদের সঠিক চিকিৎসার জন্য মৃগীরোগ চিকিৎসার গাইড লাইনের শুভ উদ্বোধন করা হয়।
- গত ১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে কলোরেক্টাল ক্যান্সার স্ক্রিনিং টেস্ট (ফেসাল ইমিউনোকেমিকেল টেস্ট-ফিট) এর শুভ উদ্বোধন করা হয়।
- গত ২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে অটোল্যারিংগোলজি হেড এন্ড নেক সার্জারি বিভাগের উদ্যোগে স্কিল ল্যাবের শুভ উদ্বোধন করা হয়।
- গত ৭ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ডি ব্লকের ৫ তলা ৫১২নং কক্ষে মেলনিউট্রিশন ক্লিনিকের শুভ উদ্বোধন করা হয়।
- ১৪ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে লিভার ক্যান্সারের সর্বাধুনিক চিকিৎসাগুলোর অন্যতম টেইস চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়।
- গত ১৭ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে শিশুদের মেরুদন্ডের বাঁকা হাড় সোজাকরণ ইউনিটের শুভ উদ্বোধন করা হয় ।
- গত ১৯ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে গাইনোকোলজিক্যাল অনকোলজি ওপিডি স্পেশাল ক্লিনিকের শুভ উদ্বোধন করা হয়।
- গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে দেশের প্রথম সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল উদ্বোধন বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- গত ৯ মার্চ ২০২২ তারিখে পেডিয়াট্রিক হেমাটোলজি এন্ড থ্যালাসেমিয়া ডে-কেয়ার সেন্টার ও শিশু পালমোলজি ওয়ার্ড এবং মুভমেন্ট ফর থ্যালাসেমিয়া ইরাডিকেশন ইন বাংলাদেশ এর শুভ উদ্বোধন করা হয়।

অবকাঠামোগত কার্যক্রম

- ওপিডি-১ উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হয়।
- ওপিডি-২ উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হয়।

অন্যান্য কার্যক্রম

- ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৯০০ শত কর্মচারীকে স্থায়ী করা এবং ৭০০ শত নতুন নার্স নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।
- গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে ৫১ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক-শিক্ষক এর পদোন্নতি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- গত ৩ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগের লক্ষ্যে নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
- গত ১০ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে সি ব্লকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি শুভ উদ্বোধন করা হয়।

- গত ১৬ মার্চ ২০২২ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের বটতলায় বঙ্গবন্ধুর জীবনী সংক্রান্ত ১০০ আলোকচিত্র প্রর্দশনী ও শিশুদের ফটোগ্যালারীর উদ্বোধন করা হয়।
- গত ২৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) শিক্ষক, কনসালট্যান্ট, মেডিক্যাল অফিসার, চিকিৎসক, কর্মকর্তাসহ মোট ৩৫ জনকে উচ্চতর বিভিন্ন গ্রেডে উন্নীত করা হয়।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের পরিকল্পনা

০১. ইনস্টিটিউশনাল প্র্যাকটিস কার্যক্রম চালু
০২. সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল এর নামকরণ
০৩. বেতার ভবনের স্থানে সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল-২ নির্মাণ
০৪. বঙ্গবন্ধু চেয়ার চালু
০৫. ভিসি, প্রো-ভিসি, প্রক্টর, রেজিস্ট্রারের জন্য বাসভবন সুবিধা
০৬. শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য বাসভবন সুবিধা
০৭. পোস্ট গ্রাজুয়েট ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ডরমেটরী স্থাপন
০৮. ইউনিভার্সিটির নিজস্ব ছাপাখানা চালু
০৯. অগ্রণী ব্যাংকের জায়গাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় অন্তর্ভুক্তকরণ
১০. ব্লক-ব্লক ইন্টারকানেকশন ওয়ে নির্মাণ
১১. আউটডোর এর জন্য ইন্টারকানেকশনের ব্যবস্থা করা
১২. বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সুদৃশ্য প্রধান ফটক নির্মাণ
১৩. শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা, গবেষণা সর্বদা কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স নীতি নির্ধারণ
১৪. কার্ডিওভাসকুলার, কমিউনিটি অফথালমোলজী ইনস্টিটিউট স্থাপন
১৫. গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য আলাদা জোন চালু
১৬. এম্বুলেন্স সার্ভিস বৃদ্ধি পরিকল্পনা
১৭. বঙ্গবন্ধু রিসার্চ সেন্টার স্থাপন
১৮. শেখ হাসিনা কমিউনিটি ক্লিনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন
১৯. গবেষণা কার্যক্রমের জন্য এনিমেল হাউস প্রতিষ্ঠা
২০. ডে কেয়ার সেন্টার আধুনিকায়ন
২১. শিফটিং ডিউটি পুনর্বিন্যাস
২২. পরীক্ষার হল/কনভেনশন হল স্থাপন
২৩. পরিবাগের জায়গার উন্নয়ন
২৪. পূর্বাচলের জায়গা গ্রহণ
২৫. মোবাইল হসপিটাল চালু
২৬. বিভিন্ন ব্লকের নামকরণ
২৭. ভাস্কর্য নির্মাণ (২টা)
২৮. রিসার্চ গ্র্যান্ট বৃদ্ধি
২৯. পিএইচডি চালু ও সম্প্রসারণ।

সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের নির্মাণ কার্যক্রম

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫০ শয্যাবিশিষ্ট দেশের প্রথম সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। দেশের জনগণকে উন্নত চিকিৎসাসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৫৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০টি ICU বেড, ১০০টি ইমার্জেন্সি বেডসহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৫০ শয্যা বিশিষ্ট সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল ভবন

২) চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এখনও নিজস্ব কোন ভবন তৈরি হয়নি তাই স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল এন্ড ইনফেকশাস ডিজিসেস (বিআইটিআইডি) তে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া ডিপিপি স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে দাখিল করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পের জনবল নির্ধারণের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের জনবল সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশের জন্য অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের জনবল সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ পাওয়া গেছে। তদনুযায়ী চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষ হতে চট্টগ্রাম বিভাগের সকল সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ/নার্সিং কলেজ ও ইনস্টিটিউটসহ সকল চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত হয়।

চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ/ইনস্টিটিউট

ক্রমিক	অধিভুক্ত চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা
০১।	সরকারি মেডিকেল কলেজ	০৬
০২।	বেসরকারি মেডিকেল কলেজ	১০
০৩।	সরকারি ডেন্টাল কলেজ	০১
০৪।	বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ	০১
০৫।	সরকারি নার্সিং কলেজ	০৩
০৬।	বেসরকারি নার্সিং কলেজ	১৪
০৭।	বেসরকারি ইউনানি মেডিকেল কলেজ	০১
০৮।	বেসরকারি মেডিকেল টেকনোলজি	০৫
০৯।	ইনস্টিটিউট অব কমিউনিটি অফথালমোলজি	০১

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সর্বমোট ৪২টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাতে প্রতি শিক্ষাবর্ষে মোট ৩৩৭৬ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। প্রতি সেশনে এমবিবিএস কোর্সে ১৪৫৬, বিডিএস কোর্সে ১২৫, বিএসসি ইন নার্সিং কোর্সে ১৩৮৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান-সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম

১। ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন প্রদান;

২। বিভিন্ন পেশাগত পরীক্ষা গ্রহণ;

৩। বিভিন্ন পেশাগত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ;

৪। কলেজের সকল শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং করা;

৫। অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের গবেষণা কাজে উৎসাহ প্রদান করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় হতে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রান্ট প্রদান;

৬। বিভিন্ন সেমিনার ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম

১। মুজিব জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ৫৩ জন গবেষককে (অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষকদের) বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্য গ্রান্ট প্রদান করা হয়।

২। লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্ণার ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপন করা হয়।

৩। চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল স্থাপন করা হয়।

৪। চিকিৎসা শিক্ষা ও সেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় ও কোভিড ১৯ বিষয়ক ১২ টি সায়েন্টিফিক সেমিনার এর আয়োজন করা হয়।

৫। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে ১ম ও ২য় পেশাগত এমবিবিএস ও বিডিএস, ১ম ও ২য় বর্ষ বিএসসি ইন নার্সিং, ১ম ও ২য় বর্ষ বিএসসি ইন মেডিকেল টেকনোলজি (ল্যাব ও ডেন্টাল), ১ম ও ২য় বর্ষ বিএসসি ইন অপ্টোমেট্রিসহ মোট ১৩টি পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং যথাসময়ে ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

৬। সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এমওইউ (MOU) করা হয়।

৭। শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সাথে ০৫ টি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

৮। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে অংশীজনদের সাথে ০৪ টি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

৯। প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অফিস ব্যবস্থাপনা, কর্মক্ষেত্রে শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা বিষয়ক এবং এপিএ বিষয়ক ২৪ ঘন্টার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

১০। মুজিব জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে আলোকসজ্জা, ফেস্টুন, র‍্যালি, দোয়া মাহফিল, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ও চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপন করা হয়।

১১। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার ও আলোচনা সভা করা হয়।

চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বাস্তবায়ন

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার ফৌজদারহাটে বক্ষব্যধি হাসপাতাল ক্যাম্পাসের ২৩.৯২ একর ভূমিতে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩) রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

‘রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৬’ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হওয়ার মধ্য দিয়ে দেশের তৃতীয় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস স্থাপনের জন্য রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৬৭.৭৮ একর জমি নির্বাচন করা হয়েছে।

প্রাথমিক ভৌত (অস্থায়ী) ও তথ্য প্রযুক্তিগত অবকাঠামো সৃষ্টি

- রাজশাহীতে বিভাগীয় কন্টিনিউইং এডুকেশন সেন্টার (ডিসিইসি ভবন), রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কার্যালয়ে প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং রাজশাহী মেডিকেল কলেজ এর ২ নম্বর ভবনে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ এবং কলেজ পরিদর্শন দপ্তরের কাজকর্ম পরিচালিত হচ্ছে।
- রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইট (অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের সুবিধাসহ) চালু হয়েছে।

- রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য রাজশাহীর বড়বনগ্রাম, বাজেসিলিন্দা এবং বারইপাড়া মৌজায় মোট ৬৭.৭৮ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত সম্মতিসহ প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং জমি অধিগ্রহণের জন্য নথি রাজশাহী জেলা প্রশাসন থেকে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

পরিচালনা সংক্রান্ত কমিটি গঠন ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদন

- মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট গঠিত হয়েছে ও ইতিমধ্যে সিন্ডিকেটের ৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ কমিটি গঠিত হয়েছে এবং ইতিমধ্যে কমিটির ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- অধিভুক্ত বেসরকারি মেডিকেল কলেজসমূহের গভর্নিং বডি গঠন করা হয়েছে এবং নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত করে বিশ্ববিদ্যালয় বরাবর রিপোর্ট প্রদান করে।
- বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে Non Binding MoU স্বাক্ষরের জন্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে অনুমোদন নেয়া হয়েছে এবং এ বিষয়ে ইতোমধ্যে বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।
- রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি ও বিভাগের সংখ্যা নির্ধারণ ও অর্গানোগ্রাম তৈরির কাজ চলমান আছে।

রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বাস্তবায়ন

- গত ২২-০২-২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।
- প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের নিমিত্ত রাজস্ব বাজেটের 'প্রকল্প প্রস্তুতিমূলক খাতে' বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য প্রকল্পের কনসেপ্ট পেপার প্রস্তুত করা হচ্ছে যা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
- গত ০৫-০১-২০২১ তারিখে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে প্রকল্পের Feasibility Study সম্পন্ন হয়ে একটি মাস্টার প্ল্যানের ভিত্তিতে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা

- রাজশাহী, রংপুর এবং খুলনা বিভাগের সকল সরকারি এবং বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, নার্সিং কলেজ এবং অন্যান্য মেডিকেল ইন্সটিটিউটসমূহকে রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভূক্তি প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা স্থাপিত হওয়ায় খুলনা বিভাগের প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিভুক্তি স্থানান্তরিত হবে।
- রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ ও ইউনানী মেডিকেল কলেজসমূহে ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে এমবিবিএস, বিডিএস ও ইউনানী কোর্সে ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চলছে।
- রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত মেডিকেল প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য পরবর্তীতে Cumulative Grade Point Average (CGPA) System চালু করার লক্ষ্যে একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

- ইতোমধ্যে ইরাসমাস ইউনিভার্সিটি, নেদারল্যান্ডস-এর সাথে শিক্ষা কার্যক্রমে স্কলারশীপ প্রদান সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- ইউনিভার্সিটি অব এডিনবার্গ, ইংল্যান্ডের সাথে যৌথ প্রযোজনায় প্রাইমারি হেলথ্ কেয়ার এর উপর গবেষণা চুক্তি স্বাক্ষর হতে যাচ্ছে, যার মধ্যে গবেষণা, প্রশিক্ষণ, মাস্টার্স এবং পিএইচডি প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৪) সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মহান জাতীয় সংসদে ১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে 'সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১৮' পাস হয়। স্বাস্থ্যখাতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও সেবার মান উন্নয়নের নিমিত্তে ১২০০ (এক হাজার দুই শত) শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালসহ চিকিৎসা খাতে উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিশ্বমানের স্বাস্থ্যশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে।
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর 'সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যায়ল আইন-২০১৮'এর ক্ষমতা বলে প্রফেসর ডাঃ মোঃ মোর্শেদ আহমেদ চৌধুরীকে সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এর ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন।
- হযরত শাহজালাল (র) এর মাজারের সন্নিকটে সিলেট শহরের চৌহাট্টাস্থ 'সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ' অধ্যক্ষের অব্যবহৃত বাসভবনটি 'সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়' এর অস্থায়ী কার্যালয় হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে।
- সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের দাপ্তরিক সম্পাদনের নিমিত্তে জরুরি প্রয়োজনে এডহক ভিত্তিতে সীমিত সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় সম্মতিসহ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের জন্য সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলাধীন জে.এল. নং-১১৭ গোয়ালগাঁও মৌজায় ৫০.২২ একর এবং জে.এল. নং-১১৮ হাজরাই মৌজায় ৩০.০৯ একরসহ সর্বমোট ৮০.৩১ একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমতিপত্র পাওয়া গেছে। ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব জেলা প্রশাসক, সিলেট বরাবরে দাখিল করা হলে জেলা প্রশাসক, সিলেট কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ' প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই, ডিপিপি প্রণয়ন এবং মাস্টার প্ল্যান (থ্রি-ডিসহ) প্রস্তুতকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এর অস্থায়ী কার্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধু কর্ণার' স্থাপন করা হয়েছে।
- বঙ্গবন্ধু'র জন্মশত বার্ষিকী ও বিভিন্ন জাতীয় দিবস যথাযথ ভাবগাম্ভীর্যের সাথে উদ্‌যাপন করা হয়েছে।
- চিকিৎসা শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে 'সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়' ও 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়'-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে ।

৫) শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা

- খুলনা বিভাগে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে গত ০১/০২/২০২১ তারিখে 'শেখ হাসিনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা, আইন, ২০২০' মহান জাতীয় সংসদে পাস হয়। এর মধ্য দিয়ে দেশের পঞ্চম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে খুলনা বিভাগে শেখ হাসিনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা এর যাত্রা শুরু হয়।
- বিশ্ববিদ্যালয়টির কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে গত ২৯/০৪/২০২১ তারিখে অধ্যাপক ডাঃ মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, বিভাগীয় প্রধান, হেমাটোলজি বিভাগ, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা-কে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর কর্তৃক উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট গঠনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সদস্য মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।
- বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পটির উপর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভায় প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়। প্রকল্পটির 'সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা' কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

খ) মেডিকেল কলেজ

চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে সরকার প্রতিটি জেলায় ০১ টি করে মেডিকেল কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সময়ের প্রয়োজনে মেডিকেল কলেজে প্রতিষ্ঠানের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বিগত ১০ বছরে দেশের এমবিবিএস কোর্সে আসন সংখ্যা এবং মেডিকেল কলেজের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯ সালে দেশে মোট মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ছিল ৫০টি (সরকারি ১৭টি, বেসরকারি ৩২টি এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত ০১টি)। ২০২২ সাল পর্যন্ত ৬৪টি বৃদ্ধি পেয়ে মোট ১১৫টি হয়েছে (সরকারি ৩৭টি, বেসরকারি ৭২টি এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত সরকারি ০১টি ও বেসরকারি ০৫টি)। একইভাবে এমবিবিএস কোর্সের আসন সংখ্যা ২০০৯ সালের ২,০৫০টি থেকে ২০২২ সালে (সরকারি ৪,৩৫০ এবং বেসরকারি ৬,৪৩৯) ১০,৭৮৯টিতে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জ জেলায় 'নারায়ণগঞ্জ মেডিকেল কলেজ' নামে একটি নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

কর্ণেল মালেক মেডিকেল কলেজ, মানিকগঞ্জ এর নব-নির্মিত একাডেমিক ভবন

গ) ডেন্টাল কলেজ

এমবিবিএস কোর্সের পাশাপাশি বিডিএস কোর্সের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ২০০৯ সাল পর্যন্ত দেশে সরকারি ডেন্টাল কলেজ ছিল ০১টি, সরকারি মেডিকেল কলেজে ডেন্টাল ইউনিট ছিল ০২টি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ডেন্টাল কলেজ ছিল ১০টি। বেসরকারি পর্যায়ে কোনো ডেন্টাল ইউনিট ছিল না। দন্ত চিকিৎসার গুরুত্ব এবং জনসংখ্যা বিবেচনায় ২০২২ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে ০২টি সরকারি ডেন্টাল কলেজ, ০৮টি সরকারি মেডিকেল কলেজে ডেন্টাল ইউনিট, ১২টি বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ ও ১৫টি বেসরকারি ডেন্টাল ইউনিট এ উন্নীত হয়েছে। এছাড়া রাজশাহী ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল ইউনিটকে পূর্ণাঙ্গ ডেন্টাল কলেজে রূপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ) নার্সিং শিক্ষা

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বর্তমানে ৬৮টি সরকারি ও ৩৬২টি বেসরকারি এবং ০৬টি সামরিক/ স্বায়ত্বশাসিত নার্সিং ইনস্টিটিউট/কলেজে নার্সিং শিক্ষার বিভিন্ন কোর্স চলমান। সরকারি ৬৮টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৫টি নার্সিং কলেজে বিএসসি, ৪৬টি নার্সিং ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি ও ৬০টি নার্সিং ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালু রয়েছে। বেসরকারি ৩৬২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৫০টি নার্সিং কলেজে বিএসসি কোর্স, ৩৩৫টি ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি ও ১০৫টিতে ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চলমান। তাছাড়া সরকারি ২টি ও বেসরকারি ১৩টি প্রতিষ্ঠানে এমএসসি কোর্স চালু আছে।

ঙ) ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি)

সরকারি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) ২০০৯ সালের ২টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সালে ১৪টি হয়েছে। বেসরকারি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) ২০০৯ সালের ২১টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সালে ৯৯টি হয়েছে।

চ) মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস)

সরকারি মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস) ২০০৯ সালের ৫টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সালে ১৩টি হয়েছে। ২০০৯ সালে বেসরকারি মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস) ছিল না। ২০২২ সাল পর্যন্ত বিগত ১০ বছরে বেসরকারিভাবে ২০০টি ম্যাটস স্থাপিত হয়েছে।

ছ) একনজরে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের চিত্র

বিভিন্ন চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্টান সমূহের সংখ্যা				
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা				
ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠান	সরকারি	বেসরকারি	মোট
১	মেডিকেল কলেজ	৩৭	৭২	১০৯
২	আর্মি মেডিকেল কলেজ	০	৫	৫
৩	আমর্ড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ	১	০	১
৫	ডেন্টাল কলেজ ও ইউনিট	৯	২৭	৩৬
৬	ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজী (আইএইচটি)	১৪	৯৯	১১৩
৭	মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস)	১৩	২০০	২১৩
	মোট=	৭৪	৪০৩	৪৭৭

অনুমোদিত আসন সংখ্যা					
ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠান	সরকারি	বেসরকারি	আর্মি	মোট
১	মেডিকেল কলেজ	৪৩৫০	৬৪৫৮	৩৭৫	১১১৮৩
২	ডেন্টাল কলেজ ও ইউনিট	৫৬৫	১৪০৫	০	১৯৭০
৩	ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজী (আইএইচটি)	৩০৫০	৮৯৪০	০	১১৯৯০
৪	মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস)	৮১৮	১৩৫৪০	০	১৪৩৫৮
	মোট=	৮৭৮৩	৩০৩৪৩	৩৭৫	৩৯৫০১

জ) সরকারি মেডিকেল কলেজসমূহ

২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন সরকারি মেডিকেল কলেজে ও এর আসন বিন্যাস		
নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	আসন সংখ্যা (২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ)
১	ঢাকা মেডিকেল কলেজ	২৩০
২	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ	২৩০
৩	শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ	২০০
৪	ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ	২৩০
৫	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ	২৩০
৬	রাজশাহী মেডিকেল কলেজ	২৩০
৭	সিলেট মেডিকেল কলেজ	২৩০
৮	শেরে-ই- বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল	২৩০
৯	রংপুর মেডিকেল কলেজ	২৩০
১০	কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ	১৮০

১১	খুলনা মেডিকেল কলেজ	১৮০
১২	শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ	১৮০
১৩	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ, ফরিদপুর	১৮০
১৪	এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ, দিনাজপুর	১৮০
১৫	পাবনা মেডিকেল কলেজ	৭০
১৬	আব্দুল মালেক উকিল মেডিকেল কলেজ, নোয়াখালী	৭০
১৭	কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ	৭০
১৮	যশোর মেডিকেল কলেজ	৭০
১৯	সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ	৬৫
২০	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ	৬৫
২১	কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ	৬৫
২২	শেখ সায়রা খাতুন মেডিকেল কলেজ, গোপালগঞ্জ	৬৫
২৩	শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ, গাজীপুর	৭২
২৪	শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, টাঙ্গাইল	৬৫
২৫	শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর	৬৫
২৬	কর্ণেল মালেক মেডিকেল কলেজ, মানিকগঞ্জ	৭৫
২৭	শহীদ এম মনুসর আলী মেডিকেল কলেজ, সিরাজগঞ্জ	৬৫
২৮	পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ	৫১
২৯	রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ	৫১
৩০	মুগদা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	৭৫
৩১	শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, হবিগঞ্জ	৫১
৩২	নেত্রকোনা মেডিকেল কলেজ, নেত্রকোনা	৫০
৩৩	নীলফামারী মেডিকেল কলেজ, নীলফামারী	৫০
৩৪	নওগাঁ মেডিকেল কলেজ, নওগাঁ	৫০
৩৫	মাগুরা মেডিকেল কলেজ, মাগুরা	৫০
৩৬	চাঁদপুর মেডিকেল কলেজ, চাঁদপুর	৫০
৩৭	বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ, সুনামগঞ্জ	৫০
	মোট=	৪৩৫০

বর্তমানে সরকারি পর্যায়ে চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :

- ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে আসন সংখ্যা ৪৩৫০টি।
- ১টি সরকারি ডেন্টাল কলেজ ও ৮টি ডেন্টাল ইউনিট এ আসন সংখ্যা ৫৬৫টি।
- ২৮টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্রতিষ্ঠান এ আসন সংখ্যা ১৫১৮টি।
- ১১টি মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল এ আসন সংখ্যা ৮১৮টি।
- ১৫টি ইনস্টিটিউট অফ হেলথ টেকনোলজিতে আসন সংখ্যা ৩০৫০টি।

ঝ) বেসরকারি মেডিকেল কলেজসমূহ

নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	আসন সংখ্যা (২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ)
১	বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ	১২০
২	গণস্বাস্থ্য সমাজ ভিত্তিকমেডিকেল কলেজ	৫০
৩	ইনস্টিটিউট অফ এ্যাপলাইড হেলথ সায়েন্স(ইউএসটিসি)	৭৫
৪	জহিরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ	১০০
৫	মেডিকেল কলেজ ফর উইমেনস এন্ড হাসপাতাল	৯০
৬	জেড. এইচ. সিকদার উইমেনস মেডিকেল কলেজ	১০০
৭	ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ	১৩০
৮	কমিউনিটি বেসড মেডিকেল কলেজ	১৩০
৯	জালালাবাদ রাগিব রাবেয়া মেডিকেল কলেজ	১৩০
১০	শহীদ মুনসুর আলী মেডিকেল কলেজ	১৪০
১১	নর্থ ইস্ট মেডিকেল কলেজ	১২০
১২	হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ	১৪০
১৩	ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ	১৩০
১৪	নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ	৮৫
১৫	ইস্ট ওয়েস্ট মেডিকেল কলেজ	১২৫
১৬	কুমুদিনি মেডিকেল কলেজ	১১৫
১৭	তাইরুনেছা মেডিকেল কলেজ	১০৭
১৮	ইব্রাহীম মেডিকেল কলেজ	১২০
১৯	বিজিসি ট্রাস্ট মেডিকেল কলেজ	১০০
২০	সাহাবুদ্দিন মেডিকেল কলেজ	০
২১	এনাম মেডিকেল কলেজ	১৫৫
২২	ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী	৮৫
২৩	ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ	৬০
২৪	সেন্ট্রাল মেডিকেল কলেজ	৭৫
২৫	ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ	১১৫
২৬	খাজা ইউনুস মেডিকেল কলেজ	১০০
২৭	চট্টগ্রাম মা ও শিশু মেডিকেল কলেজ	১১০
২৮	সিলেট উইমেনস মেডিকেল কলেজ	১০০
২৯	নাইটিংগেল মেডিকেল কলেজ	০
৩০	সাউদার্ন মেডিকেল কলেজ	৬৫
৩১	নর্দান ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	০
৩২	উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ	৯০
৩৩	ডেলটা মেডিকেল কলেজ	৯০
৩৪	আদ্-দ্বীন উইমেনস মেডিকেল কলেজ	৯৫
৩৫	ঢাকা কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ	১০০
৩৬	টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ	১৫০
৩৭	আনোয়ার খান মডার্ণ মেডিকেল কলেজ	১৩৭
৩৮	প্রাইম মেডিকেল কলেজ	১৩০

৩৯	রংপুর কমিউনিটি হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ	১৩০
৪০	নর্দান প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ, রংপুর	০
৪১	ফরিদপুর ডাইবেটিকস এ্যাসোসিয়েশন মেডিকেল কলেজ	৯০
৪২	গ্রীন লাইফ মেডিকেল কলেজ	১১০
৪৩	পপুলার মেডিকেল কলেজ	১০০
৪৪	এমএইচ সমরিতা মেডিকেল কলেজ	১১৫
৪৫	মুন্নু মেডিকেল কলেজ	৮০
৪৬	ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ	৯০
৪৭	ডা: সিরাজুর ইসলাম মেডিকেল কলেজ	১০০
৪৮	মার্কস মেডিকেল কলেজ	৭০
৪৯	ময়নামতি মেডিকেল কলেজ	১০০
৫০	আদ্ব-দ্বীন সখিনা মেডিকেল কলেজ	৭০
৫১	গাজী মেডিকেল কলেজ	১০০
৫২	বারিন্দ মেডিকেল কলেজ	১০০
৫৩	সিটি মেডিকেল কলেজ	৮০
৫৪	আশিয়ান মেডিকেল কলেজ	৫০
৫৫	আইচি মেডিকেল কলেজ	০
৫৬	বসুন্ধরা আদ্ব-দ্বীন মেডিকেল কলেজ	৫০
৫৭	আব্দুল হামিদ মেডিকেল কলেজ	৯০
৫৮	বিক্রমপুর মেডিকেল কলেজ	৫৭
৫৯	ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ	৫৭
৬০	কেয়ার মেডিকেল কলেজ	০
৬১	ব্রাহ্মমনবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ	৫০
৬২	পার্কভিউ মেডিকেল কলেজ	৬৫
৬৩	মেরিন সিটি মেডিকেল কলেজ	৫০
৬৪	শাহ মখদুম মেডিকেল কলেজ	স্থগিত
৬৫	চিটাগং ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ	৫৫
৬৬	ইউএস বাংলা মেডিকেল কলেজ	৫০
৬৭	আদ্ব-দ্বীন আকিজ মেডিকেল কলেজ, খুলনা	৫৫
৬৮	মনোয়ারা সিকদার মেডিকেল কলেজ	৫০
৬৯	খুলনা সিটি মেডিকেল কলেজ	৫০
৭০	ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ, গুলশান, ঢাকা	৫০
৭১	সাউথ এ্যাপোলো মেডিকেল কলেজ, বরিশাল	৫০
৭২	আহসানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজ, উত্তরা, ঢাকা	৫০
	মোট	৫৯৭৮
স্থগিত: সাহাবুদ্দিন+নাইটিংগেল+নর্দান (রংপুর)+নর্দান ইন্টারন্যাশনাল+আশিয়ান+আইচি+কেয়ার (৯০+৮৫+৭৫+৮০+৫০+৫০+৫০)=৪৮০		

বর্তমানে বেসরকারি পর্যায়ে চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :

- ৭২টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে আসন সংখ্যা ৬,৪৫৮টি।
- ০৫টি বেসরকারি আর্মি মেডিকেল কলেজে আসন সংখ্যা ২৬০টি।
- ১২টি বেসরকারি ডেন্টাল কলেজে আসন সংখ্যা ৯৪০টি
- ১৪টি বেসরকারি ডেন্টাল ইউনিট এ আসন সংখ্যা ৪৬৫টি।
- ১৩টি স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা ২২০টি।
- ২০০টি বেসরকারি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট প্রশিক্ষণ স্কুলের মধ্যে ১৮৪ টি প্রতিষ্ঠান চলমান, আসন সংখ্যা ১৩,৫৪০টি।
- ৯৯টি বেসরকারি ইনস্টিটিউট অফ হেলথ টেকনোলজী এর মধ্যে ৬৪ প্রতিষ্ঠান চলমান, আসন সংখ্যা ৮,৯৪০টি।

৬.১.২ চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণা সম্পর্কিত অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহ

(ক) স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর

চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম সরাসরি তত্ত্বাবধানের জন্য ২০১৯ সালে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহে মানসম্মত চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু নিশ্চিত করা যাবে। এছাড়া চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ, ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা হবে। চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ই-লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করবে যার মাধ্যমে চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরে টিচিং মেথডোলজি এর ফোকাল পার্সনদের প্রশিক্ষণ

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর আয়োজিত 'Need Based Projection of Specialist Physicians in Bangladesh' শীর্ষক সভা

(খ) বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমএন্ডডিসি)

বিএমএন্ডডিসি "বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ৬১ নং আইন)" অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। বিএমএন্ডডিসি মেডিকেল ও ডেন্টাল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রমের স্বীকৃতি, মানসম্মত পাঠ্যসূচি ও কোর্স প্রণয়ন, চিকিৎসা শিক্ষার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ভর্তির নীতিমালা প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি ও ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করে থাকে।

(গ) বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ (বিসিপিএস)

বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জন (বিসিপিএস) পরিচালিত হয়। বিসিপিএস হতে চিকিৎসা শিক্ষার এফসিপিএস, এমসিপিএস কোর্সের মোট ৪৮টি বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

(ঘ) বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (বিএমআরসি)

বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (বিএমআরসি) চিকিৎসা শিক্ষার মান উন্নয়নে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন 'বঙ্গমাতা ন্যাশনাল সেলুলার এন্ড মলিকুলার রিসার্চ সেন্টার' স্থাপন করেছে। প্রতিষ্ঠানটি দেশের সকল রোগীর তথ্য উপাত্ত ও নমুনা সংগ্রহ এবং সংরক্ষণে কাজ করবে যা ভবিষ্যতে কমিউনিকেবল ও নন-কমিউনিকেবল ডিজিজের প্যাটার্ন এ্যানালাইসিস ও এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণে গবেষকদের সহায়ক হবে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গমাতা ন্যাশনাল সেলুলার এন্ড মলিকুলার রিসার্চ সেন্টারের সাথে কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। সমঝোতা স্মারকের অধীনে বাংলাদেশ সরকার ও ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৪০ জন উচ্চশিক্ষার্থী ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে। শিক্ষা শেষে তারা বঙ্গমাতা ন্যাশনাল সেলুলার এন্ড মলিকুলার রিসার্চ সেন্টারে গবেষণা কাজে নিয়োজিত হবেন।

(ঙ) বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড

১৯৮৩ সালে হোমিওপ্যাথিক অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে অবিভক্ত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড গঠন করে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও শিক্ষাব্যবস্থাকে সুগঠিত করা হয়। হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা, রোগীর যত্ন এবং গবেষণামূলক কর্মকান্ডের উৎকর্ষতার জন্য বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড কাজ করছে। এছাড়াও ১৯৮৯ সালে ঢাকার মিরপুরে সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ কলেজ হতে হোমিওপ্যাথিতে দেশের সর্বোচ্চ ডিগ্রি "ব্যাচেলর অব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এন্ড সার্জারি"(বিএইচএমএস) ডিগ্রি প্রদান করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি অনুষদ কোর্সটি পরিচালনা করে। বেসরকারিভাবে ৬২টি ডিপ্লোমা পর্যায়ের হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ডের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি 'ডিপ্লোমা অব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এন্ড সার্জারী'(ডিএইচএমএস) ডিগ্রি প্রদান করে থাকে।

(চ) বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ড

১৯৮৩ সালে 'বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক প্র্যাকটিশনার্স অর্ডিন্যান্স' জারির মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ড গঠন করে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুগঠিত করা হয়। ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা বিষয়ে সরকারিভাবে ০১টি স্নাতক পর্যায়ের মেডিকেল কলেজ এবং ০১টি ডিপ্লোমা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া স্বীকৃতি (Recognition) প্রাপ্ত হয়ে বেসরকারিভাবে ০২টি স্নাতক পর্যায়ের ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ এবং ২৪টি ডিপ্লোমা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। ডিপ্লোমা পর্যায়ের ইউনানী ও আয়ূর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো 'বাংলাদেশ বোর্ড অব ইউনানী এ্যান্ড আয়ুর্বেদিক সিস্টেমস অব মেডিসিন'-এর অধীনে পরিচালিত হয়। ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে অধিকতর সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি ঢাকায় BIMSTEC Network of National Centers of Coordination in Traditional Medicine-এর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৬.১.৩ চিকিৎসা শিক্ষার উন্নয়নে যুগোপযোগী পদক্ষেপ

(ক) চিকিৎসা শিক্ষার অ্যাক্রেডিটেশন

শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, নার্সিং শিক্ষাসহ চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং তাদের শিক্ষা কার্যক্রমের যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান, শিক্ষা প্রদানকারীদের মান তদারকি ও নিয়ন্ত্রণসহ যোগ্যতার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির লক্ষ্যে অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত 'বাংলাদেশ চিকিৎসা শিক্ষা অ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০২২' এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদিত হওয়ায় এর ভেটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। আইনটি চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(খ) বেসিক সাবজেক্টের শিক্ষকদের নন-প্র্যাকটিসিং প্রণোদনা ভাতা প্রদান

চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমবিবিএস কোর্সে প্রাথমিক পর্যায়ে এনাটমি, ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, মাইক্রোবায়োলজি, ফরেনসিক মেডিসিন, কমিউনিটি মেডিসিন, প্যাথলজি এবং এনেসথেসিওলজি এই বেসিক সাবজেক্টগুলো পাঠদান

করা হয় । চিকিৎসা শাস্ত্রের বেসিক সাবজেক্টসমূহের শিক্ষকদের ক্লিনিক্যাল ও প্রাইভেট প্র্যাকটিস করার সুযোগ না থাকায় নবীন চিকিৎসকগণ বেসিক সাবজেক্টের শিক্ষক হতে আগ্রহী হন না। নবীন চিকিৎসকগণকে বেসিক সাবজেক্টের শিক্ষা ও শিক্ষকতায় উৎসাহ প্রদানের জন্য সম্প্রতি সরকার নিম্নরূপভাবে নন-প্র্যাকটিসিং প্রণোদনা ভাতা প্রদান করছে-

জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ এর গ্রেড নং	প্রণোদনা ভাতার পরিমাণ (টাকায়)
৯	১০,০০০/=
৮	১১,০০০/=
৭	১৩,০০০/=
৬	১৫,০০০/=
৫	১৬,০০০/=
৪	১৮,০০০/=
৩	২০,০০০/=

(গ) উচ্চ শিক্ষার আসনসংখ্যা পুনর্বিন্যাস

চিকিৎসা শিক্ষার বেসিক সাবজেক্টের স্নাতকোত্তর কোর্সের সরকারি চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে এমএস কোর্সের আসন সংখ্যা ১১টি, অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ৫৫ জন ; এমডি কোর্সের আসন সংখ্যা ১২৬টি, অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ৬০৫ জন; এমফিল কোর্সের আসন সংখ্যা ১৮০টি, অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ৯০০ জন এবং ডিপ্লোমা কোর্সের আসন সংখ্যা ২৫২টি, অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ১২৬০ জন। এছাড়া ক্লিনিক্যাল ও অন্যান্য বিষয়সমূহে এমডি কোর্সে আসন সংখ্যা ৫৫৭টি, অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৭৬০ জন; ডিপ্লোমা কোর্সে আসন সংখ্যা ৫২৭টি, অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৬৮৫ জন; এমএস কোর্সে আসন সংখ্যা ৩৮৫টি, অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৯৩০ জন; এমফিল কোর্সে আসন সংখ্যা ৫১টি, অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী সংখ্যা ২১৫ জন এবং এমপিএইচ কোর্সে আসন সংখ্যা ২১০টি, অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী সংখ্যা ১০৫০ জন। স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে Rationalized করার নিমিত্ত বেসিক সাবজেক্টের আসন সংখ্যা নিম্নরূপভাবে পুনর্বিন্যাস করা হয়:

ক্রমিক নং	বিষয়	বিদ্যমান আসন	বর্ধিত আসন	মোট আসন
০১	এনাটমি	১১	১১	২২
০২	ফিজিওলজি	১১	১১	২২
০৩	বায়োকেমিস্ট্রি	১৩	১৩	২৬
০৪	ফার্মাকোলজি	১১	১১	২২
০৫	ফরেনসিক মেডিসিন	৬	১২	১৮

এছাড়াও চিকিৎসা শিক্ষার উচ্চতর ডিগ্রি সমন্বয় এবং স্নাতকোত্তর কোর্সের আসন সংখ্যা পুনর্বিন্যাসের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(ঘ) গবেষণা অনুদান প্রদান কার্যক্রম

চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকায়নের জন্য সরকার বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তম্মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন ধারা এবং কলাকৌশল উদ্ভাবনের জন্য ফেলোশিপ এবং অনুদান প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। 'সমন্বিত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কিত নীতিমালা, ২০২১' এর আওতায় অর্থ বিভাগের বরাদ্দকৃত ১০০ কোটি টাকার তহবিল থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬৩ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান গবেষণা এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে।

(ঙ) উচ্চ শিক্ষায় প্রেষণ নীতিমালা যুগোপযোগীকরণ

চিকিৎসকদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্-এর পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও ইনষ্টিটিউটসমূহে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে সরকারি চিকিৎসকদের বাইরেও বেসরকারি চিকিৎসকদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চাহিদা পূরণ এবং সেবার মান উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সরকারি চাকরিরত তরুণ চিকিৎসকদের জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্য খাতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি চাকরিরত চিকিৎসকদের দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে "দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা ও তদুদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত প্রেষণ নীতিমালা-২০২২ (সংশোধিত)" প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রেষণ নীতিমালা অনুযায়ী বিসিএস (স্বাস্থ্য ক্যাডার) ও বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা) ক্যাডারের চিকিৎসকদের জন্য উচ্চ শিক্ষার্থে প্রতি বছর এমডি, এমএস, এমফিল, ডিপ্লোমা, এমপিএইচ এবং অন্যান্য কোর্সে ২২৩৭টি আসনে সরকারি চিকিৎসকদের প্রেষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া উচ্চ শিক্ষার জন্য চিকিৎসকদেরকে শিক্ষা ছুটি প্রদান করা হয়।

(চ) এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষায় উদ্ভাবনী পদ্ধতির প্রয়োগ

এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তির লক্ষ্যে 'মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা-২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে। এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষায় ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার করে নতুনত্ব আনা হয়েছে। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র প্রেরণের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির সংযোগ ঘটানো হয়েছে। প্রশ্নপত্র প্রেরণের জন্য ব্যবহৃত ট্রাংকের সাথে ডিজিটাল ট্র্যাকিং ডিভাইস ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে বিদেশি শিক্ষার্থীদের আবেদন প্রথমবারের মতো পরীক্ষামূলকভাবে অনলাইনে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বেসরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তিতে অটোমেশন পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.১.৪ চিকিৎসা শিক্ষা অনুবিভাগের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

১. স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের কৌশলগত পুনর্বিন্যাস করা;

২. নতুন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের জন্য এমআইএস/এইচআরআইএস তৈরি করা।

৩. সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজসমূহে গ্রেডিং সিস্টেম বাস্তবায়ন করা।

৪. স্নাতকোত্তর মেডিকেল শিক্ষার সকল ডিগ্রিকে একই ধারায় আনয়ন ও সমন্বয় সাধন করা;

৫. মেডিকেল এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা;

৬. এমবিবিএস, বিডিএস, হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী/আয়ুর্বেদিক, আইএইচটি ও ম্যাটস এর কারিকুলাম সময়ের সাথে যুগোপযোগী করা;

৭. নার্সিং/প্যারামেডিকেল শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করা;

৮. এ্যালাইড হেলথ প্রফেশনাল এডুকেশন বোর্ড স্থাপন করা;

৯. দেশের প্রতিটি বিভাগে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিটি জেলায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন সংক্রান্ত সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা;

১০. ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা;

১১. চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে উন্নত তথ্য প্রযুক্তির (আইটিট) সাথে সংযুক্ত করে ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে চিকিৎসা শিক্ষার সেবা সহজীকরণ করা।

৬.২ পরিবার পরিকল্পনা সেবা কার্যক্রম

৬.২.১ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের ভূমিকা অপরিসীম। গত তিন দশকে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি ব্যাপক সাফল্য লাভ করেছে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে বেগবান করার জন্য বর্তমান সরকার খুবই আন্তরিক এবং সচেষ্ট। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি কার্যক্রমের আওতায় বর্তমান সরকার নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। গত কয়েক বছরে মাঠ পর্যায়ে সেবা প্রদানকারীসহ শূন্য পদে নিয়োগসহ সেবার মান বৃদ্ধিতে এ অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাসমূহ পরিবার পরিকল্পনা সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বিগত ৫২ বছরে সংঘটিত বিভিন্ন পর্যায়ের উন্নয়নের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছিল। দেশে পরিবার পরিকল্পনা প্রচেষ্টা ১৯৫০ এর গোড়ার দিকে একদল সামাজিক এবং চিকিৎসা কর্মীদের স্বেচ্ছা সেবা দিয়ে শুরু হয়েছিল।

১৯৭৫ সালে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর গঠিত হয়ে নিম্নরূপ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেঃ
১। পরিবার পরিকল্পনা সেবা (স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী ২। পরিবার পরিকল্পনা সেবা (অস্থায়ী) ৩। ই-সেবাসমূহ ৪। এমসিএইচ সার্ভিসেস ৫। তথ্য অধিকার ও সেবা ৬। উদ্ভাবনী কার্যক্রম ৭। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও অন্যান্য

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অধীনে পরিবার কল্যাণ সম্পর্কিত কার্যক্রমের সাথে এ বিভাগের 'জনসংখ্যা, পরিবার কল্যাণ ও আইন অনুবিভাগ' এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর সম্পৃক্ত। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে বেসরকারিভাবে স্বল্প পরিসরে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সূচনা হয়। তবে স্বাধীনতা পরবর্তীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সময়োপযোগী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তে সরকারিভাবে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম শুরু হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭৩-৭৮ সালের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা এবং সরকারিভাবে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে বেগবান করার জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বর্তমান সরকারের সময়ে প্রণীত রূপকল্প-২০২১ এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুস্থ, সুখী ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রণীত 'বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০১২' এর আলোকে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর সুনির্দিষ্ট কৌশল ও কার্যক্রম গ্রহণ করে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্য সেবা ও তথ্য প্রদান করছে। বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মোট অনুমোদিত পদ সংখ্যা ৫৪৩৭২ । দেশব্যাপী বিস্তৃত প্রায় ৪০০০ সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে এ সকল সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

রূপকল্প (Vision):

বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সুস্থ, সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলা এবং ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা।

অভিলক্ষ্য (Mission):

মানসম্মত পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা, বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরী করা।

৬.২.২ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের জনবল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিবরণ:

ক্রম.	শ্রেণী	গ্রেড	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্যপদ
১	১ম	গ্রেড ১ থেকে ৯	২৩৮২	১০৭৪	১৩০৮
২	২য়	১০ তম গ্রেড	১১৬৮	১৬৪	১০০৪
৩	৩য়	গ্রেড ১১ থেকে ১৬	১৮০৩২	১৩০১১	৫০২১
৪	৪র্থ	গ্রেড ১৭ থেকে ২০	৩২৬৩২	২২৭০৯	৯৯২৩
		সর্বমোট	৫৪২১৪	৩৬৯৫৮	১৭২৫৬

৬.২.৩ সেবা প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্র:

- ১৭৩ শয্যা বিশিষ্ট মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, আজিমপুর, ঢাকা;
- ১০০ শয্যা বিশিষ্ট মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা;
- ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, লালকুঠি, মিরপুর, ঢাকা;
- জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ২৭২টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র;
- ৩৩৬৪টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC);
- পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ মাঠপর্যায়ে বাড়ি পরিদর্শন, উঠান বৈঠক আয়োজন ও স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজনের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাদের দোরগোঁড়ায় মানসম্মত তথ্য সেবা, পরামর্শ ও জন্মনিরোধক সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করছেন। এছাড়াও পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ প্রতি সপ্তাহে তিন দিন নিজ কর্ম এলাকায় বাড়ী পরিদর্শনের মাধ্যমে এবং ০২দিন কমিউনিটি ক্লিনিকে পরিবার পরিকল্পনা সেবা, তথ্য প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।
- দূর্গম এলাকা, সাবেক ছিটমহল, কম অগ্রগতি সম্পন্ন এলাকা এবং জনবল সংকট রয়েছে এমন এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় 'কাজ নাই ভাতা নাই' হিসেবে অস্থায়ী ভিত্তিতে ২০১৪ সাল হতে পেইড ভলেন্টিয়ার নিয়োগ করা হচ্ছে। এই পর্যন্ত ৫৮৪৬ জনকে পেইড ভলেন্টিয়ার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৬.২.৪ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি:

১. ৫৯২টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পুন:নির্মাণ প্রকল্প-

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন ৫৯২টি জরাজীর্ণ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) পুনঃনির্মাণের নিমিত্ত Feasibility Study কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

২. জেলা শহরে বিদ্যমান মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রকে ৩০ শয্যাবিশিষ্ট (৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ যোগ্য) মা ও শিশু হাসপাতাল-এ রূপান্তর প্রকল্প-

জেলা শহরে বিদ্যমান মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রকে ৩০ শয্যাবিশিষ্ট (৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ যোগ্য) মা ও শিশু হাসপাতাল-এ রূপান্তর প্রকল্প এর Feasibility Study কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

৩. এমসিএইচটিআই, আজিমপুরে ১৫ তলাবিশিষ্ট আবাসিক ভবন, হোস্টেল ও ডরমিটরি নির্মাণ প্রকল্প-

একনেকে চূড়ান্ত অনুমোদন হয়েছে। শীঘ্রই টেন্ডার কার্যক্রম শুরু করা হবে।

৬.২.৫ সেবার তথ্য ও প্রদত্ত সেবার তুলনামূলক চিত্র:

বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতায় সক্ষম দম্পতি প্রায় ২,৭৭,২৭,৯৮০ এবং পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার ৭৮.২৯%। ২০২১-২২ অর্থবছরে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর হতে প্রদত্ত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সেবা প্রদানের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ :

পদ্ধতির নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)
খাবার বড়ি	১,০৫,৬৪,১১৩
কনডম	২০,৭৫,৮৩৬
ইনজেকটেবল	৪২,০২,৭২৪

আইইউডি	৭,১৯,৮৫৯
ইমপ্ল্যান্ট	২,৪১,১৬৩
পুরুষ (স্থায়ী)	৭,২১,৪২৪
মহিলা (স্থায়ী)	১৪,৩৭,৮১৫

মেথডমিক্স (Method mix):

পরিবার পরিকল্পনার জন্য বিভিন্ন মেয়াদী মোট ৭টি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বিদ্যমান। এসকল জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির গ্রহণকারীর সংখ্যা একইরুপ নয়। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবছরের এমআইএস এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীদের মধ্যে খাবার বড়ি গ্রহণকারীর সংখ্যা সর্বোচ্চ (৪৮.৬%) এবং আইইউডি গ্রহণকারীর সংখ্যা সর্বনিম্ন (৩.৩%)। অস্থায়ী পদ্ধতি খাবার বড়ি, কনডম ও ইনজেকশন গ্রহণকারীর হার মোট গ্রহণকারীর ৭৭.৫ শতাংশ। অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার মোট গ্রহণকারীর ৯.৯ শতাংশ এবং স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার মোট গ্রহণকারীর ১২.৭ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরে অস্থায়ী, দীর্ঘমেয়াদী ও স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যার ভিত্তিতে মেথডমিক্স (Method mix) এর চিত্র নিম্নরূপ:

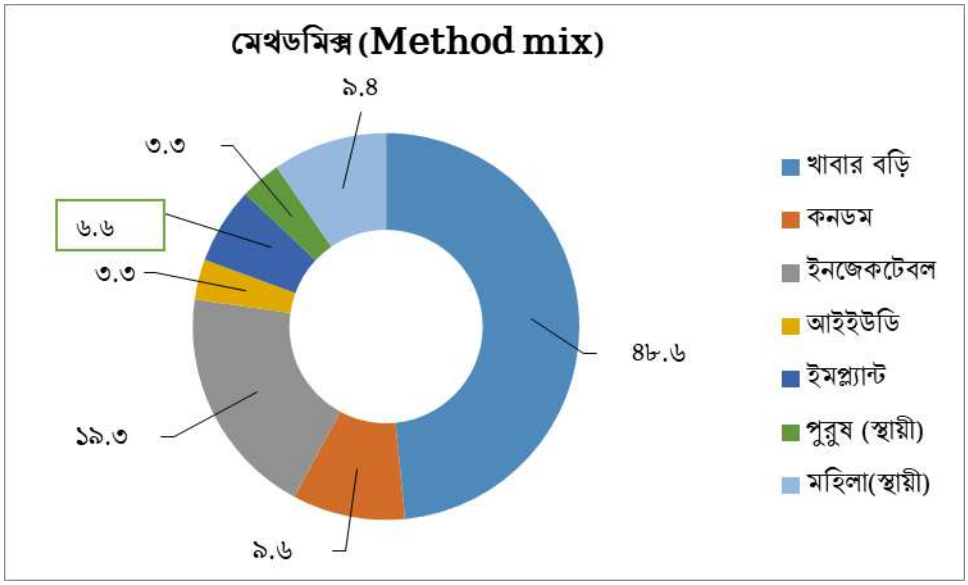

৬.২.৬ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির সেবা প্রদানের তথ্য:

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর অস্থায়ী, দীর্ঘমেয়াদী এবং স্থায়ী মোট ৭ ধরণের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সেবা প্রদান করে থাকে। অস্থায়ী পদ্ধতিগুলো হলো- খাবার বড়ি, কনডম ও ইনজেকশন। দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি হলো আইইউডি ও ইমপ্ল্যান্ট । এনএসভি পুরুষের জন্য স্থায়ী পদ্ধতি এবং টিউবেকটমী মহিলাদের জন্য স্থায়ী পদ্ধতি। এ সকল পদ্ধতির বিগত পাঁচ বছরে সেবা গ্রহণকারী সক্ষম দম্পতির সংখ্যা এবং তুলনামূলক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো:

পদ্ধতির নাম	জুন ২০১৮	জুন ২০১৯	জুন ২০২০	জুন ২০২১	জুন ২০২২
খাবার বড়ি	১০৪৩৮২৭৯	১০৪১০২২১	১০৪৭২৪৭৩	১০৫৫৩০৯৬	১০৫৪৫৬৮৬
কনডম	১৯১৩২৭৯	২০০৫৪০৫	২০৩৫৯৮৬	২০৫৫৫৮৬	২০৭৮৯৭৯
ইনজেকটেবল	৪২৮০৯৬৪	৪১৮৮০৬৭	৪১৯৭১৯৪	৪২২২৪৮৮	৪১৮৫৬৪৫
আইইউডি	৭৮০২৮৩	৭২৩৭০৭	৭৩৩২৫৩	৭৩২৭০৬	৭০৮৫৯৬
ইমপ্ল্যান্ট	১২৬৩১৪৯	১২৫০২২৪	১৩৪৭৫৫৪	১৩৯৭৯৪৪	১৪২৪৯৮৩
পুরুষ (স্থায়ী)	৮০৩৬০৬	৭৪৬১২২	৭৪৫২১৯	৭৪১৬০২	৭১৪৬৬০
মহিলা(স্থায়ী)	২১০৮৭৫৬	২০১৭৩১৮	২০৫৭১২২	২০৮৫০৫৯	২০৫০৬২৩

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির সেবা প্রদানের তুলনামূলক চিত্র

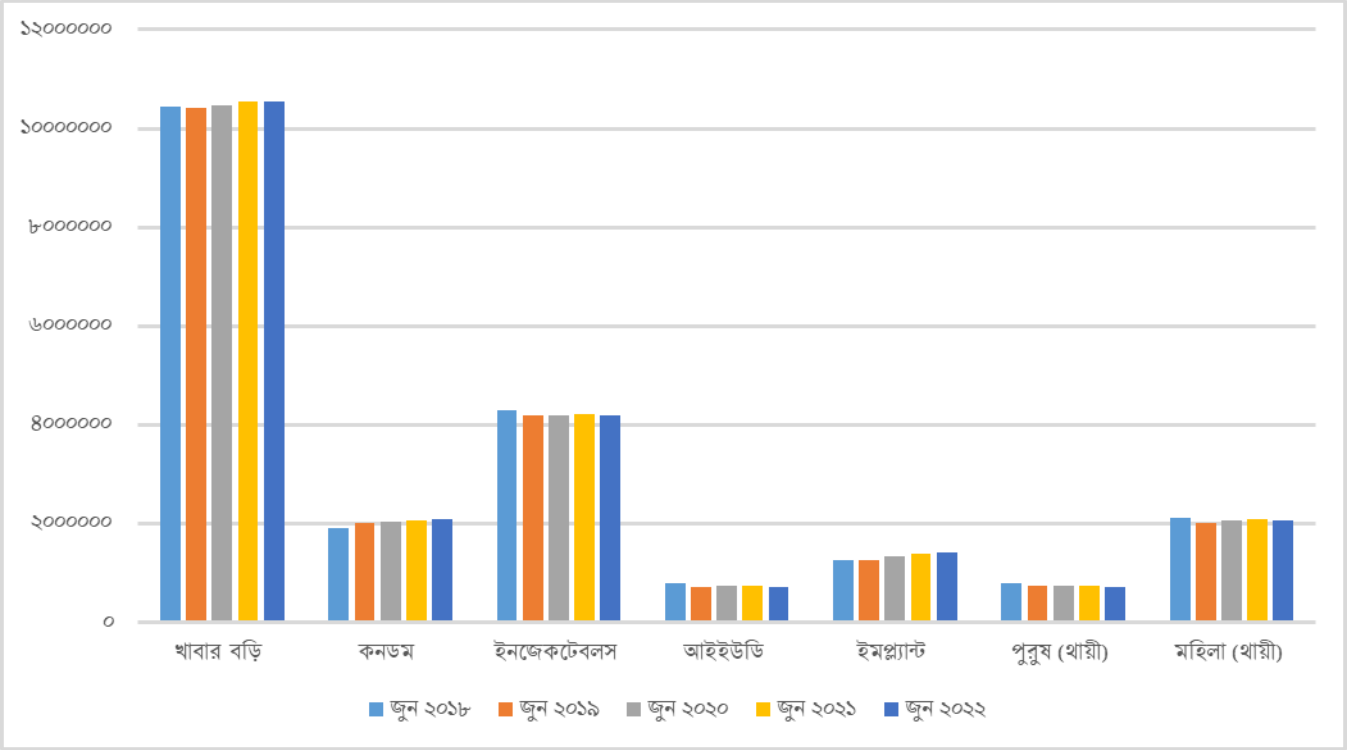

ক) প্রসবপূর্ব সেবা:

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর দেশব্যাপী বিস্তৃত সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মা-শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে থাকে। বিশেষত: নিরাপদ প্রসব নিশ্চিতকরণে গর্ভবতী মা'দের গর্ভকালীন সময়ে মোট ৪বার প্রসবপূর্ব সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। বিগত পাঁচ বছরে প্রদত্ত প্রসবপূর্ব সেবার সংখ্যা ও চিত্র নিম্নরূপ:

সেবার নাম	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯- ২০২০	২০২০- ২০২১	২০২১-২০২২
প্রসব পূর্ব সেবা ১	১৯০৩২৬১	২০৯২০৬৬	১৯৩৪০০৭	১৯১২২০৬	১৮৯২১২৯
প্রসব পূর্ব সেবা ২	১৭৩০৭০৬	১৮৩৯৩১৪	১৪৭৪২৮২	১৩৯৩৩১২	১৩৯৩৭৫২
প্রসব পূর্ব সেবা ৩	১৫৩৫৬০৬	১৫৬৩৭২৩	১২২৭৩৯৭	১১২২৭৪০	১১০৪১৯১
প্রসব পূর্ব সেবা ৪	১৩৪৯৪৮০	২২৫২০৫২	১০৬৬২৬৩	৯৫৭৬৭৯	৯৫৭৬৩৩

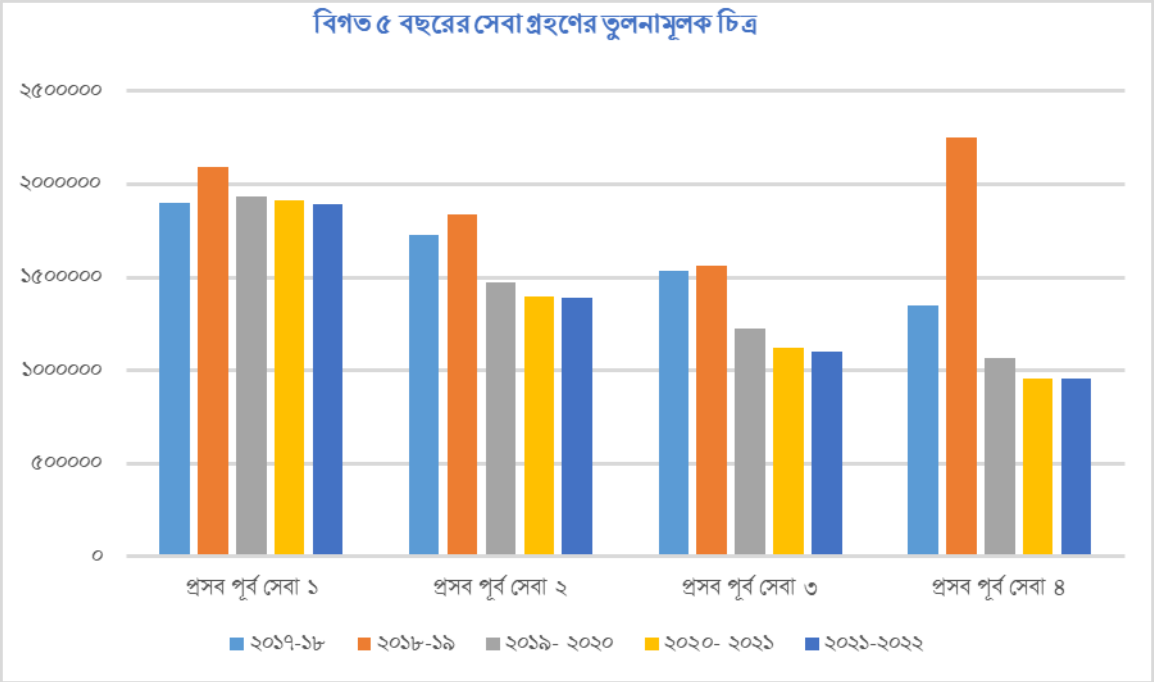

খ) প্রসব পরবর্তী সেবা:

৬-৮ সপ্তাহ সময়ের মধ্যে মায়ের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নবজাতকের যত্ন নিশ্চিত করার জন্য প্রসব পরবর্তী সেবা প্রদান করা হয়। সচেতনতার অভাবে বাংলাদেশে প্রসব পরবর্তী সেবা গ্রহণের হার কম। তবে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করা হচ্ছে। নিম্নে বিগত ০৫ বছরের প্রসব পরবর্তী সেবার চিত্র তুলে ধরা হলো:

সেবার নাম	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২
প্রসব পরবর্তী সেবা ১	৫৮৬৬১৪	৫৬৮২০৮	৫০৩৬০৭	৪৫৭২৬৪	৪৭৪২৮০
প্রসব পরবর্তী সেবা ২	৫২৮০০৯	৪৯৪২৫৭	৪৪১১৩১	৪০৫৪৮৩	৪২৯২০৩
প্রসব পরবর্তী সেবা ৩	৬৩১২৫১	৫৬৬৮৩২	৪৭৯১৪৪	৪৪১৩৯৪	৪৫২৪১৯
প্রসব পরবর্তী সেবা ৪	৮৩০১২২	৭২৮০৬৭	৫৭০৬৩৭	৪৮৮৩০১	৫৪৫০৯৫

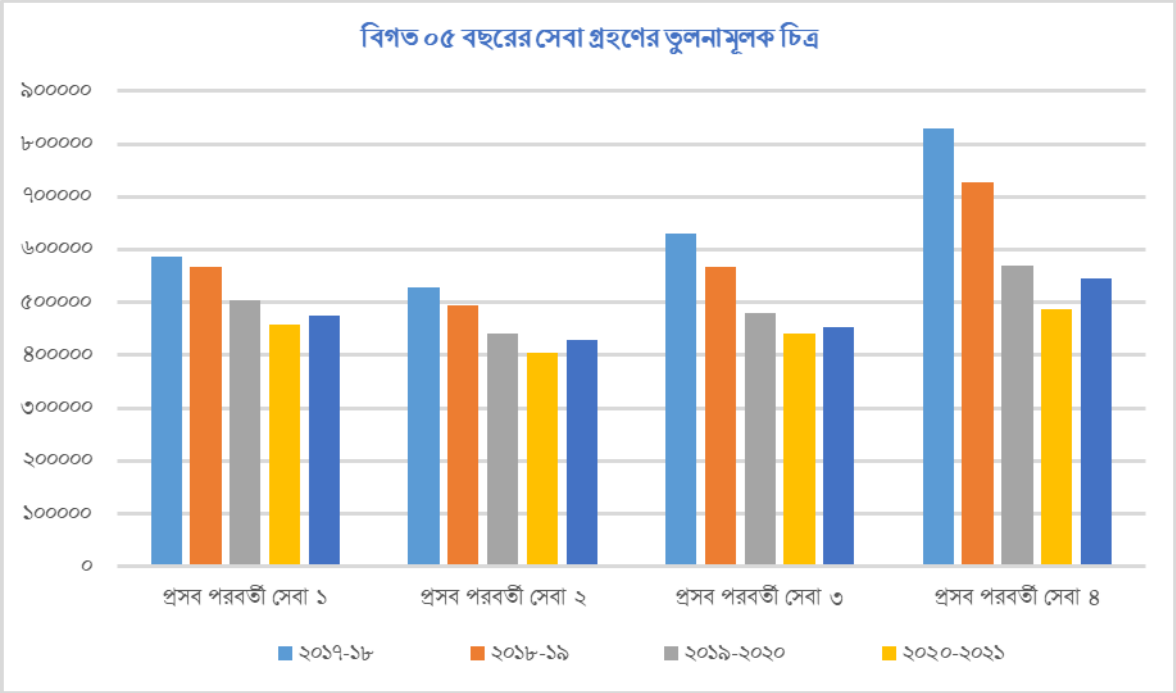

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার 'দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা প্রাপ্তি উন্নত করা' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে:

মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়নে কার্যক্রম:

- জাতীয় পর্যায়ে ০৩টি সেবা কেন্দ্রসহ (এমসিএইচটিআই, আজিমপুর, এমসিএইচটিআই, লালকুঠি, মিরপুর, ঢাকা এবং এমএফএসটিসি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা) ৭২টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWC) হতে সিজারিয়ান অপারেশনসহ জরুরী প্রসূতি সেবা প্রদান করা হচ্ছে;

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন ৩৩৬৪টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র হতে পরিবার পরিকল্পনা, মা, শিশু, প্রজনন এবং বয়োঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে;

- ২১৮৯টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র হতে স্বাভাবিক প্রসব সেবা প্রদান করা হচ্ছে;

- ইউনিয়ন পর্যায়ে নবনির্মিত ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে জনবল, আসবাবপত্র ও ঔষধপত্রের মাধ্যমে সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে;

- মাতৃ স্বাস্থ্য সেবায় জরুরী প্রসূতি সেবা নিশ্চিতকরণে ফ্রি এ্যাম্বুলেন্স সেবা চালু করা হয়েছে এবং ৫৯ টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে এ্যাম্বুলেন্স সেবা চালু রয়েছে;

- সারাদেশে মাতৃমৃত্যুর অন্যতম কারণ হিসাবে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ (৩১ %) ও একলাম্পসিয়া (২৪%) চিহ্নিত করা হয়েছে (বিএমএসএস-২০১৬)। এর মধ্যে প্রসব প্রতিরোধে সেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ট্যাবলেট মিসোপ্রোস্টল প্রদান করা হচ্ছে;

- একলাম্পশিয়াজনিত মাতৃমৃত্যুরোধে ইনজেকশন ম্যাগনেসিয়াম সালফেট লোডিং-ডোজ প্রদান পূর্বক রেফারেল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে এম্বুলেন্স বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রতিকী চাবি হস্তান্তর করছেন জনাব জাহিদ মালেক এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

<u>শিশু স্বাস্থ্য (০-৫ বছর) উন্নয়নে কার্যক্রম:</u>

- নবজাতকের স্বাস্থ্য সুনিশ্চিতকরণে সকল সেবা কেন্দ্রে নবজাতকের সমন্বিত অত্যাবশ্যকীয় সেবা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- অপরিণত ও কম ওজনের নবজাতকের জীবন রক্ষায় ২২ টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং ০২ টি বিশেষায়িত হাসপাতালে ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার (কেএমসি) সেবা চালু করা হয়েছে;
- জাতীয় পর্যায়ে ০৩টি প্রতিষ্ঠানে (এমসিএইচটিআই, আজিমপুর, ঢাকা; এমএফএসটিসি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ও এমসিএইচটিআই, লালকুঠি, মিরপুর) নবজাতকের নিবিড় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্ক্যানু (SCANU) স্থাপন করে সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- নবজাতকের কাঁটা নাভিতে সংক্রমণ প্রতিরোধে ৭.১% ক্লোরোহেক্সিডিন ক্রয় ও বিতরণ করা হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের ক্ষেত্রে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১৯০৯৮৩ নবজাতকের কাঁটা নাভিতে সংক্রমণ প্রতিরোধে ৭.১% ক্লোরহেক্সিডিন প্রদান করা হয়েছে।

<u>কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য উন্নয়নে কার্যক্রম:</u>

- কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১০০টি সহ এ পর্যন্ত মোট ১২০৩টি সেবা কেন্দ্রে কৈশোর বান্ধব স্বাস্থ্য সেবা চালু করা হয়েছে;
- কিশোর-কিশোরীদের গুণগত মাসিক ব্যবস্থাপনার জন্য ১৫,০৮,৮৩৬ জন কিশোরীকে মানসম্মত স্যানিটারী ন্যাপকিন প্রদান করা হয়েছে;
- রক্তস্বল্পতা রোধে ১৪,৯৫,৪৬৩ জন কিশোরীকে আয়রন-ফলিক এসিড প্রদান করা হয়েছে;

- ১১,৮০,৯৪৮ জন কিশোর-কিশোরীকে আরটিআই/এসটিআই ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সেবা প্রদান করা হয়েছে।

কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক মাল্টিসেক্টোরাল অবহিতকরণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।

৬.২.৭ পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম:

সমাজের সকল স্তরের জনগণের মাঝে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জেন্ডার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম যেমন: টেলিভিশন ও বেতার চ্যানেল, সংবাদপত্র ও সোশ্যাল মিডিয়ায় বহুমাত্রিক তথ্য শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরে তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপন;
- পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উদযাপন;
- অডিও-ভিজুয়াল ভ্যান দ্বারা পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশুস্বাস্থ্য, বয়োসন্ধিকালীন, কোভিড-১৯ বিষয়ক ৭৮৫৫টি প্রচারনামূলক কার্যক্রম;
- বাংলাদেশে বেতারের জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল থেকে ৪০৯৬টি অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার;
- বাংলাদেশে টেলিভিশন এর জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল থেকে ২৭১টি অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার;
- পরিবার পরিকল্পনা ও মা-শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে ৩৩৩টি বিজ্ঞাপন বহুল প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন ধরণের আইইসি উপকরণ (লিফলেট, বুকলেট, পকেট বুক, ব্রোশিউর ইত্যাদি) সরবারহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- দেশব্যাপী বিভিন্ন সেবা কেন্দ্রে বিতরণের জন্য পরিবার পরিকল্পনা ও মা-শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক এবং কিশোর-কিশোরী কর্ণারে বিভিন্ন আইইসি উপকরণ (লিফলেট, ব্রোশিউর, পকেট বুক, ইনফো কিট, ইত্যাদি) প্রিন্টিং ও সরবরাহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- বিভিন্ন উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় শহরে ১২১টি নতুন বিল বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে;

- দেশের সকল পর্যায়ের জনগণকে মা-শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে তথ্য ও সেবা প্রদানের জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কল সেন্টার ১৬৭৬৭ নম্বর হতে ২৪ ঘন্টা/৭দিন ব্যাপী সেবা ও তথ্য প্রদান করা হচ্ছে।

ঐতিহাসিক ০৭ই মার্চ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রতিযোগীতায় বিজয়ীর হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ কর্মীদের সাথে সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

৬.২.৮ ক্রয় কার্যক্রম:

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিটের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সেবার জন্য প্রয়োজনীয় জন্মনিয়ন্ত্রণসামগ্রী, ঔষধ ও এমএসআর ক্রয় করা হয়। ২০২১-২২অর্থবছরে এ সকল সামগ্রী মোট ৬৯টি প্যাকেজের আওতায় ক্রয়/সংগ্রহ করা হচ্ছে। জিওবি রাজস্ব, জিওবি উন্নয়ন এবং আরপিএ খাতে মোট ৪১৮ কোটি ৭৮ লক্ষ ৯৮ হাজার ২০১ টাকা ব্যয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী, ঔষধ ও 'এমএসআর' ক্রয়/সংগ্রহ করা হয়েছে। এ সকল সামগ্রী অধিদপ্তরাধীন ০১টি কেন্দ্রীয় পণ্যাগারসহ ২১টি আঞ্চলিক পণ্যাগারে মজুদ এবং মাঠপর্যায়ে বিতরণ করা হয়। চলতি অর্থবছরে এ পর্যন্ত কোন পণ্যের মজুদ শূন্যতা হয়নি।

৬.২.৯ জাতীয় পর্যায়ে ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর মজুদ পরিস্থিতি:

Supply Chain Management Portal হতে ৩০ জুন, ২০২২ এর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর কোন মজুদ ঘাটতি নেই। মাঠপর্যায়ে নিরবিচ্ছিন্নভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী সরবরাহ ও বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।

(https://scmpbd.org/index.php/lmis-dashboard হতে প্রাপ্ত চিত্র)

৬.২.১০ উল্লেখযোগ্য ডিজিটাল কার্যক্রম:

ই-এমআইএস কার্যক্রম

২০১৫ সাল হতে e-MIS কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অত্যাধুনিক ট্যাব এর মাধ্যমে Community Apps ও Facility Apps ব্যবহার করে সেবা প্রদান, তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবেদন প্রণয়ন, তথ্য সংরক্ষণ এবং e-MIS Monitoring Tools ব্যবহার করে পুরো কার্যক্রমের মনিটরিং ও সুপারভিশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে ৪০টি জেলায় ৩০৫টি উপজেলায় ইএমআইএস কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে ৪ কোটি ০৫ লক্ষ মানুষের আর্থ সামাজিক তথ্যাদি, ৮৮ লক্ষ খানা ও ৮০ লক্ষ সক্ষম দম্পতি এবং ১৫ লক্ষ গর্ভবতীর সকল জনমিতিক তথ্য এবং ২৫০৮টি সেবা কেন্দ্র হতে সেবা প্রদানের তথ্য নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১৪টি জেলাকে পেপারলেস করা হয়েছে।

FP-DHIS2 (Family Planning District Health Information System Version 2)

এফপি-ডিএইচআইএস-২: ইএমআইএস কর্মসুচির পাশাপাশি তথ্য সংগ্রহ, রিপোর্ট প্রস্তুত এবং উপস্থাপনের জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমআইএস ইউনিট FP-DHIS 2 (District Health Information System Version 2) নামে একটি সফট্ওয়ার ব্যবহার শুরু করা হয়েছে যা ইতোমধ্যে ৬৪টি জেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

কল সেন্টার স্থাপন

পরিবার পরিকল্পনা, জরুরী প্রসূতি সেবা, নবজাতক ও শিশু সেবা, কৈশোর ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার তথ্য ও পরামর্শ ২৪ ঘন্টা ৭ দিন ব্যাপী প্রদানের জন্য ২০১৮ সালের ১৭ জুলাই তারিখে কল সেন্টার 'সুখি পরিবার' (১৬৭৬৭) স্থাপন করা হয়েছে। ০১ জুন, ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত ১,০৬,৫৭৬টি কল গ্রহণ করে তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

মোবাইল বেসড মনিটরিং সিস্টেম

মাঠ পর্যায়ে অনলাইন ডিজিটাল মনিটরিং সুপারভিশন কার্যক্রম হিসেবে কর্মকর্তাগণের অবস্থান চিহ্নিতকরণের জন্য বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১২৬৮জন কর্মকর্তাকে মোবাইল সেট ও সিম প্রদান করা হয়েছে যার মাধ্যমে নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

ডিজিটাল হাজিরা

সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিসে সঠিক সময়ে উপস্থিতি ও অবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Face Detection Device স্থাপন করা হয়েছে।

উদ্ভাবনী উদ্যোগ:

নাগরিক সেবা দ্রুত ও সহজলভ্য করা এবং জনগণের দৌড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়নসহ বিভিন্ন পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের সম্প্রসারণ (Scale-up), আঞ্চলিক পর্যায়ে রেপ্লিকেশন এবং পাইলটিং চলমান রয়েছে:

১. Audit Tracking System (ATS):

অডিট আপত্তি ও নিস্পত্তির প্রক্রিয়াকে সহজীকরণের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরে Audit Tracking System (ATS) সফটওয়ার ডেভেলপ করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে Audit Tracking System (ATS) সফটওয়ারটি বাস্তবায়নের জন্য সাতক্ষীরা জেলাকে পাইলটিং জেলা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে সাতক্ষীরা জেলার আওতাধীন সকল তথ্যাদি ATS সফটওয়ারে এন্ট্রি করার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

২. দুর্গাপুর ইউনিয়নে শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবা নিশ্চিতকরণ:

নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নে বিদ্যমান অবকাঠামো, জনবল ও লজিস্টিকস ব্যবহার করে সর্বোচ্চ মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রতি মাসে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব এবং বাড়িতে প্রসবের নাম ও ঠিকানাভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। বাড়িতে প্রসবের কারণ উৎঘাটন করা হয় এবং ভবিষ্যতে যেন বাড়িতে প্রসব না হয় সে বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়। ফলস্বরূপ প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাড়িতে প্রসব সেবা অনেক কমে এসেছে।

৩. পোশাক কারখানায় পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক স্যাটেলাইট কর্ণার স্থাপন ও সেবা প্রদান:

নারায়নগঞ্জ জেলায় এ উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যেহেতু গার্মেন্টস কর্মীরা দিনের সম্পুর্ণ সময় তাদের কর্মস্থলে থাকেন তাই পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাঠকর্মীগণ তাদের সেবা প্রদান করা সম্ভব হয়না। এ বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে সেবার আওতায় আনার লক্ষ্যে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ সদর উপজেলায় ১৩টি গার্মেন্টসে স্যাটেলাইট কর্ণার স্থাপন করে, যার মাধ্যমে কর্মরত পোশাক শ্রমিকদের মাঝে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা, গর্ভকালীন সেবা, প্রসব সেবা ও প্রসব পরবর্তী সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

৪. বিনামূল্যে জরায়ু-মুখ (VIA test) ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং (CBE) সেবা এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির অগ্রগতি বৃদ্ধি:

কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলায় এই উদ্যোগটি পাইলটিং করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে বিনামূল্যে জরায়ু মুখ ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে যা জরায়ু মুখ ও স্তন ক্যান্সার মৃত্যুরোধে ভূমিকা রাখছে এবং এর ফলে দীর্ঘমেয়াদী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫. প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটিভিত্তিক প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক ক্যাম্পেইন:

কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য ও সেবা প্রদানের জন্য পঞ্চগড় সদর উপজেলার ২০টি বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ২০৯৫ জন শিক্ষার্থীকে প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নির্বাচিত বিদ্যালয়সমূহে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় টিম সদস্যবৃন্দকে সাথে নিয়ে কিশোর-কিশোরীর প্রজনন স্বাস্থ্য, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, বিজ্ঞানসম্মত মাসিক ব্যবস্থাপনা, টিটি টিকা, বাল্যবিবাহের ঝুঁকি, প্রজনন অঙ্গসমূহের যত্ন ইত্যাদি বিষয়ে ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হচ্ছে এবং একটি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

৬.**মায়ের ক্লাব (Mothers Club) এর সম্পৃক্ততায় প্রসবপূর্ব সেবা-৪ ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবা বৃদ্ধিকরণ:**

ফেনী জেলার সদর উপজেলায় এই কার্যক্রম চলমান। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে ওয়ার্ড সভা, উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং বাড়ি বাড়ি লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহ সেবাবান্ধব করতে সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

আয়োজিত প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার:
পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন অস্থায়ী, দীর্ঘমেয়াদী ও স্থায়ী পদ্ধতির সেবা প্রদান, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা, তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ, ইএমআইএস ইত্যাদি বিষয়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ৯টি ইউনিট ও ৭টি অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে ৮১০টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে এবং মোট ৫০,৮৮৮জনকে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও অধিদপ্তরের কার্যক্রম ও সেবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৮০৯টি সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এ কার্যক্রমে ৫০,২২২ জন অংশগ্রহণ করেছেন।

৬.২.১১ জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে প্রদত্ত সেবা:

কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় অস্থায়ী ক্যাম্পে অবস্থানরত জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের সেবা প্রদানের জন্য মোট ৭টি মেডিকেল টিম ও ১৫টি এনজিও কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ দুইটি উপজেলার পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের ক্লিনিক ও ৬টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৫.০৮.২০১৭ হতে ৩০জুন, ২০২২ পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে-

পদ্ধতির নাম	গ্রহণ
খাবার বড়ি	৪৯৬৬৮৬সাইকেল
কনডম	৬৯৫১৯পিছ
ইনজেকটেবল	২৮১৬৭২জন
আইইউডি	৭৬৩৭জন
ইমপ্ল্যান্ট	**১২০০১** জন
গর্ভকালীন সেবা	৬৯০৬৪৪জন
প্রসবসেবা	৩০৭০৭জন
প্রসব পরবর্তী সেবা	১৩৬৮০১জন
সাধারণ রোগী সেবা	৪৭৪১৭৮৪জন
শিশু সেবা	১৭৭৬১৫৫জন

৬.২.১২ নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার ভাসানচরে স্থানান্তরিত FDMNs-কে প্রদত্ত উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত):

পদ্ধতির নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
খাবার বড়ি	১১৭৩ জন
কনডম	৭৬ জন
ইনজেকটেবল	১৩৩৪ জন
আইইউডি	৭৪ জন
ইমপ্ল্যান্ট	১৪৪ জন
গর্ভকালীন সেবা	৩৫৬১ জন
প্রসবপরবর্তী সেবা	৩৮৪ জন
শিশু সেবা	১০৭৬ জন
সাধারণ রোগী	৪৫৬৯ জন

৬.২.১৩ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনার আলোকে বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক) শূন্যপদ পূরণ-

- ৬পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ক্যাডার)'র ২৪৭টি শূন্য পদ (৪১তম বিসিএস এর মাধ্যমে ১৭৩টি, ৪৩ম বিসিএস এর মাধ্যমে ৫টি, ৪৪তম বিসিএস এর মাধ্যমে ২৭টি এবং ৪৫তম বিসিএস এর মাধ্যমে ১২টি) পূরণের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পিএসসিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

- পরিবার পরিকল্পনা ক্যাডার [কারিগরী (মেডিকেল)] এর ৩২৫টি শূন্যপদ ৪৫তম বিসিএস এর মাধ্যমে পূরণের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পিএসসিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

- সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার ১০৮টি শূন্য পদ পূরণের জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পিএসসিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়।

- সিনিয়র স্টাফ নার্স এর ৮৮টি শূন্য পদ পূরণের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পিএসসিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

- ১১-১৬ গ্রেডের সদর দপ্তর পর্যায়ের ৭০৭টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্যাটাগরীর ৩১৫টি পদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে ০৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতিত ৬১টি জেলায় পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শকের ৩৪৮টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে এবং নিয়োগ কার্যক্রমের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকার ১০৮০ট শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে এবং ৩,৩১,৭৭৮টি আবেদনপত্র পাওয়া গেছে।

- ১৭-২০ গ্রেডের ৫৭৯০টি শূন্যপদের মধ্যে সদর দপ্তর পর্যায়ের ৮৫৫টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ের ৪৯৩৫টি শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে ০৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত ৬১টি জেলায় পরিবার কল্যাণ সহকারীর ৪৪১৬টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে এবং নিয়োগ কার্যক্রমের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

খ) সেবা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব উন্নয়ন তহবিল গঠন-

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন ঢাকাস্থ ০৩টি বিশেষায়িত হাসপাতাল (এমসিএইচটিআই, আজিমপুর; এমএফএসটিসি মোহাম্মদপুর এবং এমসিএইচটিআই, লালকুঠি, মিরপুর) হতে ২০২১-২২ অর্থবছরে ২ কোটি ৫১ লক্ষ ৯৮হাজার ২৯২ টাকা আয় হয়েছে।

গ) স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা উপখাত দুটির কার্যক্রম আরও সমন্বিত ও সম্পূরক করা-

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সমন্বিতভাবে মাঠ পর্যায়ে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে:

- কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রদত্ত সেবা:
    - কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ থেকে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের পাশাপাশি পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ সপ্তাহে ২ (দুই) দিন পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, প্রজননন স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করছেন।
- ইপিআই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ:
    - সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নকালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য সহকারীদের সাথে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ যৌথভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছেন;
    - পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের স্যাটেলাইট ক্লিনিকসমূহ ইপিআই কেন্দ্রসমূহ হতে একই স্থানে যৌথভাবে আয়োজন এবং স্বাস্থ্য সহকারী, পরিবার কল্যাণ সহকারী, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা যৌথভাবে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা এবং টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছেন;

- কোভিড-১৯ টিকা কার্যক্রমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মীদের সাথে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের কর্মীগণ যৌথভাবে অংশগ্রহণ করছেন।

- পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সকল দিবস এবং সপ্তাহসমূহ যৌথভাবে পালন করা হচ্ছে;

- নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণকল্পে মাঠ পর্যায়ে নরমাল ডেলিভারী সেবা নিশ্চিতকরণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মহিলা স্বাস্থ্য সহকারীদের পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিবার কল্যাণ সহকারীদের ৬ (মাস) মেয়াদী কমিউনিটি স্কিলড বার্থ এ্যাটেনডেন্ট (সিএসবিএ)' প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে;

- জেলা পর্যায়ে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকল্পে প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ঘাটতি মোকাবেলায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর সমন্বিতভাবে সেবা বিনিময়ের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে;

- মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের চিকিৎসক, প্যারামেডিক্সসহ সকল পর্যায়ের কর্মীগণ সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

ঘ) ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংগীকার হিসেবে চিকিৎসা তথ্য প্রযুক্তি ও চিকিৎসা সেবা আধুনিকীকরণ (e-Health)-

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিবার কল্যাণ সহকারীগণ e-Tool kits ব্যবহার করে মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি বিষয়ক সেবা ও তথ্য প্রদান এবং উদ্বুদ্ধকরণ করছেন। জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রির চাহিদা নিরুপণ এবং সরবরাহ প্রদান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য Web Based Software ব্যবহার করা হচ্ছে। তথ্য ও সেবা প্রদানের জন্য 'সুখী পরিবার' নামক ২৪ ঘন্টা/৭ দিন কল সেন্টার (নম্বর: ১৬৭৬৭) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। EMIS এর মাধ্যমে সেবা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
- জাতীয় পর্যায়ে ০৩টি প্রতিষ্ঠানে (এমসিএইচটিআই, আজিমপুর, ঢাকা ও এমএফএসটিসি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা এবং এমসিএইচটিআই, লালকুঠি, মিরপুর) নবজাতকের নিবিড় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্ক্যানু (SCANU) স্থাপন করা হয়েছে।

ঙ) সকল স্তরের হাসপাতালে বায়োমেট্রিক পদ্ধতি চালু করা-

- অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন ০৩টি বিশেষায়িত হাসপাতালে (মাতৃসদন ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান', আজিমপুর, মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার এবং মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, লালকুঠি, মিরপুর) বায়োমেট্রিক হাজিরা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

চ) হাসপাতালসমূহে সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ উপযোগী মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চালু করা-

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন 'মাতৃসদন ও শিশুস্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান', আজিমপুর-এ ২০১৫ সাল হতে, মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার এ ২০১৬ সাল হতে এবং নবপ্রতিষ্ঠিত মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, লালকুঠি, মিরপুর -এ জুলাই ২০১৯ হতে 'প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন' নামক একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা হয়।

ছ) আধুনিক ঔষধ সংরক্ষাণাগার তৈরী-

- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক ক্রয়/সংগ্রহকৃত জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রি, ঔষধ ও MSR (Medical Surgical Requisite) আধুনিক পদ্ধতিতে নির্ধারিত তাপমাত্রায় সংরক্ষণের জন্য ঢাকাস্থ মহাখালীতে ২৭০০০ বর্গফুট আয়তনের একটি কেন্দ্রীয় পণ্যাগার নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

জ) সকল প্রকার ক্রয়কার্যে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে (ই-জিপি) ক্রয়কার্য সম্পন্ন করা-

- উপকরণ ও সরবরাহ ইউনিট এর মাধ্যমে ২০১৫-১৬ অর্থবছর হতে ইজিপি ক্রয় পদ্ধতিতে সীমিতভাবে ক্রয় কার্যক্রম শুরু করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট NCT প্যাকেজের ৯০.৫৬% ইজিপির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে।

ঝ) নতুন করে কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সময় থেকেই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণ:

- নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সময় প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৬.২.১৪ জনমিতিক সূচকে অর্জিত সাফল্য (২০২০-২০২১):

- বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে ১.৩৭% হয়েছে (BSVS-২০২০), ২০০৪ সালে ছিল ১.৪৩ % (BDHS-২০০৪);
- বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার (CPR) ৬৩.৯%, যা ২০০৮ সালে ছিলো ৫২.৬% (BSVS-২০২০);
- দেশে মহিলা প্রতি গড় সন্তান সংখ্যা বা Total Fertility Rate (TFR) হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ২.০৪ হয়েছে, যা ২০০৮ সালে ছিল ২.৩ (BSVS-২০২০);
- প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে মাতৃমৃত্যু হার বর্তমানে হ্রাস পেয়ে ১৬৩ হয়েছে, যা ২০০৮ সালে ছিল ৩৪৮ (BSVS-২০২০);
- নবজাতকের মৃত্যুহার বর্তমানে হ্রাস পেয়ে প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ১৫ হয়েছে, যা ২০০৮ সালে ছিল প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ৩১ (BSVS-২০২০);
- ০-১ বছর বয়সী শিশুমৃত্যুর হার বর্তমানে হ্রাস পেয়ে প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ২১ হয়েছে, যা ২০০৮ সালে প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ৪১ জন ছিল (BSVS-২০২০);
- পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদার হার ২০০৭ সালের ১৬.৮% (BDHS-২০০৭) থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৪ সালে ১২% হয়েছে, তারপর থেকে এই হার স্থিতিশীল রয়েছে (BDHS-২০১৭-১৮)।
-

তথ্যসূত্র:

- Bangladesh Sample Vital Statistics (BSVS) ২০২০
- Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS) ২০১৭-১৮
- Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS) ২০০৭
- Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS) ২০০৪
- Service Statistics of DGFP from https://dgfpmis.org/ss/ss_menu৯.php

৬.২.১৫ ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ ও লক্ষ্যসমূহ:

ক) ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ:

- পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি গ্রহণের হার ৬৩.৪% (SVRS-2020), যা চতুর্থ সেক্টর কর্মসূচির মাধ্যমে ২০২৩ সাল নাগাদ ৭৫% এ উন্নীত করতে হবে;
- পরিবার পরিকল্পনায় স্থায়ী, অস্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি গ্রহণের হার পুরুষের তুলনায় নারীর ক্ষেত্রে বেশি। এক্ষেত্রে অস্থায়ী ও স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণে পুরুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে;
- পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদার হার (Unmet need) বর্তমানে ১২ শতাংশ (BDHS-2017-18), যা ২০২৩ সাল নাগাদ ১০% এ নামিয়ে আনতে হবে;
- পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার ছেড়ে দেয়ার (discontinuation) হার এখন ৩৭ শতাংশ (BDHS-2017-18), যা বর্তমান সেক্টর কর্মসূচির শেষ নাগাদ ২০% এ নামিয়ে আনতে হবে;
- সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগে মোট প্রজনন হার অন্যান্য বিভাগের চেয়ে এখনও বেশি এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার (CPR) অনেক কম। চট্টগ্রাম বিভাগে CPR ৫৫% এবং সিলেটে ৪৭% (BSVS 2019)। ২০২২ সালের মধ্যে এ দু'টি বিভাগে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার ৬০% (BDHS-2017-18) এ উন্নীত করতে হবে;

- মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস পেয়ে বর্তমানে প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে ১৬৩ হয়েছে (SVRS-2020); ২০২৩ সালের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১২১ এ নামিয়ে আনা, যা এখনও অর্জন করা সম্ভব হয়নি;
- দুর্গম এলাকা বিশেষত: হাওড়, বাঁওড়, বিল, চর, পার্বত্য ও উপকূলীয় এলাকার জনগণের নিকট পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা যথাযথভাবে পৌঁছে দেয়া নিশ্চিত করতে হবে;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন সকল সেবাকেন্দ্রে ২৪/৭ নিরাপদ প্রসব সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে;
- সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ মায়ের প্রসব সেবা প্রতিষ্ঠানে সম্পন্ন হওয়ার হার বৃদ্ধি করতে হবে। (BDHS-2017-18);
- দক্ষ প্রসব সেবাদানকারীর মাধ্যমে নিরাপদ প্রসব সেবার হার ৫৯% যা আগামী ২০২৩ সালের মধ্যে ৬৭% এ উন্নীত করতে হবে;
- মাত্র ১৮ শতাংশ গর্ভবতী মহিলা মানসম্মত গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন সেবা গ্রহণ করতে পারেন (BDHS 2017-18);
- বাল্যবিয়ে নারীর প্রতি বড় ধরণের সহিংসতা। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী করোনাকালে বাল্যবিয়ে ১০গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আইনগতভাবে ১৮ বছরের পূর্বে বিয়ে না দেওয়ার বিধান থাকলেও ৫৯ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয় ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই (BDHS-2017-18);
- ১৫-১৯ বছর বয়সী বিবাহিত কিশোরীদের ২৮% ১ম অথবা ২য় বারের মতো গর্ভবতী হন (BDHS-2017-18);
- ১৫-১৯ বছর বয়সী বিবাহিত কিশোরীদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হার মাত্র ৫৩.৬% (BSVS- 2019);
- সিটি কর্পোরেশনসমূহে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা এবং কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় না বিধায় দেশের অন্যান্য এলাকার কার্যক্রমের সাথে সমরূপতা (uniformity) নির্ণয় করা যায় না;
- সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ধনী-গরীব, শহর, গ্রাম, শিক্ষিত-অশিক্ষিত এর মধ্যে পার্থক্য বিরাজমান;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত পরিবার কল্যাণ সহকারীদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ পদই শূন্য। এর ফলে একজন পরিবার কল্যাণ সহকারীকে একাধিক ইউনিটের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতে হচ্ছে এবং পূর্বনির্ধারিত ৬০০ দম্পতির স্থলে ১৫০০-২০০০ বা তারও বেশী দম্পতি নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। এছাড়াও পূর্বে একজন পরিবার কল্যাণ সহকারী একটি ইউনিয়নের একটি ওয়ার্ডে সেবা প্রদান করতেন, এখন একই কর্মী একটি ইউনিয়নের তিনটি ওয়ার্ডে সেবা প্রদান করছেন। ফলে একজন পরিবার কল্যাণ সহকারীর পক্ষে সম্পূর্ণ কর্ম এলাকায় সেবা প্রদান কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে;
- মাঠ পর্যায়ে প্রায় এক তৃতীয়াংশ পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকার পদ শূন্য থাকায় নিয়মিত স্যাটেলাইট ক্লিনিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হচ্ছে এবং অনেক সেবাকেন্দ্র চালু রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে বিশেষ করে ইউনিয়ন পর্যায়ে নবনির্মিত ১০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র;
- নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, সাভার ও চট্টগ্রাম এলাকার গার্মেন্টস এ কর্মরত নারীদের মা, শিশুস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবার আওতায় আনা;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মা, শিশুস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবার আওতায় আনা;
- বর্তমানে ১৫-২৯ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২৯.৮২% (২০২২ সালের আদমসুমারী), তাদেরকে সেবার আওতায় আনা;
- বর্তমানে ৬০ বছরের বেশি বয়স্ক লোকের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৯.২৮% (২০২২ সালের আদমসুমারী), তাদেরকে সেবার আনার আনা।

খ) ভবিষ্যত লক্ষ্যসমূহ:

- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যবহারের হার (CPR) বর্তমানে ৬৩.৯% (BSVS-20২০) ২০২৫ সাল নাগাদ (৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) এই হার ৭৫% এ উন্নীত করা;
- নিম্ন অগ্রগতি সম্পন্ন চট্টগ্রাম বিভাগে সিপিআর ৫৩.৯% এবং সিলেটে ৫২.৭% (BSVS-২০২০)। ২০২৩ সালের মধ্যে এই হার ৬০% এ উন্নীত করা;
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীর ১২ মাস পূর্ণ হওয়ার আগে পদ্ধতি ছেড়ে দেয়ার হার (discontinuation) ৩৭%। এই হার ২০২৩ সালের মধ্যে ২০% এ নামিয়ে আনা;

- সক্ষম দম্পতিসমূহের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির অপূর্ণ চাহিদা (Unmet Need) বর্তমানে ১২%। এই হার ২০২৩ সালের মধ্যে ১০% এ নামিয়ে আনা;
- ১১টি সিটি কর্পোরেশন এবং ৩৩০টি পৌরসভা এলকাকায় পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে দেশের অন্যান্য এলাকার কার্যক্রমের সাথে সমরূপতা আনয়ন করা এবং এ লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় এর মাধ্যমে কাজ করা;
- পূর্বের ছিটমহল এলাকাসমূহে ইউনিটভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
- বর্তমান সময়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সকল ধরনের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও কার্যক্রম সম্পাদন নিশ্চিতকরণ;
- মাতৃমৃত্যুর বর্তমান হার প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে ১৬৩ (SVRS-2020) হতে ২০২৫ সালের মধ্যে (৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) ১০০ এর মধ্যে নামিয়ে আনা;
- পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যুহার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ২০২৫ সালের মধ্যে (৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) ২৭ জনে নামিয়ে আনা;
- নবজাতকের মৃত্যুহার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ১২ জনে নামিয়ে আনা;
- প্রসব পূর্ববর্তী সেবা গ্রহণকারীর হার বর্তমানের ৬৪% হতে আগামী ২০২৩ সালের মধ্যে ৮২% এ উন্নীত করা;
- ২৪/৭ নিরাপদ প্রসব সেবা সম্প্রসারণপূর্বক দক্ষ সেবাদানকারীর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবার হার বৃদ্ধি করা বিশেষ করে সরকারী সেবাদান কেন্দ্রে;
- নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, সাভার ও চট্টগ্রাম এলাকার গার্মেন্টস এ স্যাটলাইট ক্লিনিক পরিচালনার মাধ্যমে গার্মেন্টস এ কর্মরত নারীদের মা, শিশুস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবার আওতায় আনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১৫টি গার্মেন্টস এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে যা ক্রমান্বয়ে সকল গার্মেন্টস এ সম্প্রসারণ করা;
- বর্তমানে ১৫-২৯ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২৯.৮২% (২০২২ সালের আদমসুমারী), সারাদেশে ১২৫৩টি সেবাকেন্দ্রে কৈশোরবান্ধব সেবাকর্ণার মাধ্যমে তাদের সেবাপ্রদান করা হচ্ছে এবং ক্রমান্বয়ে সকল সেবাকেন্দ্রে কৈশোরবান্ধব সেবাকর্ণার স্থাপনের মাধ্যেমে তাদের সেবা প্রদান করা এবং যুবক-যুবতীদের বিবাহপূর্ব কাউন্সিলিং শুরু করা হয়েছে যা সম্প্রসারণ করা;
- বর্তমানে ৬০ বছরের বেশি বয়স্ক লোকের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৯.২৮% (২০২২ সালের আদমসুমারী), তাদেরকে সেবার আওতায় আনার লক্ষ্যে আলাদা অপারেশনাল প্ল্যান তৈরী করা;
- ইলেকট্রনিক প্ল্যাটফরম ব্যবহারের মাধ্যমে eMIS কার্যক্রম, DHIS-2 কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ তথ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন- বিবিএস, সিআরভিএস, নিটা, এটুআই এর সাথে সমন্বয় করা;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ে ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে এনজিওসমূহের নিবন্ধন কার্যক্রম ডিজিটালকরণ।

৬.২.১৬ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ৭টি অপারেশনাল প্ল্যানের ২০২১-২২ অর্থবছরের আর্থিক অগ্রগতি:

ক্রমিক নং	অপারেশনাল প্ল্যান/প্রকল্পের নাম	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)তে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	অর্থছাড় (লক্ষ টাকায়)	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	এডিপির বিপরীতে অগ্রগতি (%) (লক্ষ টাকায়)	অর্থছাড়ের বিপরীতে অগ্রগতি (%) (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	ফ্যামিলি প্ল্যানিং ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রোগ্রাম (এফপি-এফএসডিপি)	২৭২০০.০০	২৭২০০.০০	২১৫৫৯.৭১	৭৯.২৬	৭৯.২৬
২	ম্যাটারন্যাল, চাইল্ড, রিপ্রোডাকটিভ এন্ড এডোলেসেন্ট হেলথ (এমসিআরএএইচ)	১৯০৬৩.০০	১৮৭১১.৩৪	১৬৮০২.৯	৮৮০১৪	৮৯.৮
৩	ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রোগ্রাম (সিসিএসডিপি)	২৩৩৭৫.০০	২৩০৬৮.০৪	২০৪৩২.৮৪	৮৭.৪১	৮৮.৫৮
৪	ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস)	২৫১৬.০০	১৯৮৭.০০	১৮৪৮.৮৬	৭৩.৪৮	৯৩.০৫
৫	প্রকিউরমেন্ট, স্টোরেজ এন্ড সাপ্লাই ম্যানেজমেন্ট (পিএসএসএম)	৩৪২০.০০	৩৩৪৬.৪২	২৫৬৬.৫১	৭৫.০৪	৭৬.৬৯
৬	প্ল্যানিং, মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন (পিএমই)	৩১৮.০০	৩১৮.০০	২৫৫.১৭	৮০.২৪	৮০.২৪
৭	ইনফরমেশন, এডুকেশন এন্ড কম্যুনিকেশন (আইইসি)	৪১০০.০০	৩৯১৫.৯৮	২৫০১.৪৩	৬১.০১	৬৩.৮৮
	মোট ৭টি ওপি	৭৯৬৪২.০০	৭৮৫৪৬.৭৮	৬৫৯৬৭.৪২	৮২.৮৩	৮৩.৯৮

৬.৩ জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৬.৩.১ জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT)

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার একটি আদর্শ আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান তৈরির উদ্দেশ্যে ১৯৭৭ সালে জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT)-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। নিপোর্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন এবং মাঠপর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মনোভাবের পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। নিপোর্টের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্য, শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে জোরদার করার জন্য কর্মসূচিভিত্তিক মূল্যায়নধর্মী গবেষণা ও সার্ভে পরিচালনা করা এবং কর্মসূচি উন্নয়নের জন্য গবেষণার ফলাফল কার্যকরভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে উপস্থাপন করা। নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ছাড়াও প্যারামেডিক্স, ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী, মাঠ পর্যায়ের সুপারভাইজার এবং মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষণ, বিভাগীয় ও জেলা শহর পর্যায়ে ১৪টি আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI), উপজেলা পর্যায়ে ২১টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC) এবং ঢাকাস্থ ১টি পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (FWVTI)-এর মাধ্যমে পরিচালনা করছে। উল্লেখ্য RPTI এর সাথে আরো ৩১টি মাঠ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (FTC) সংযুক্ত রয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিপোর্টই একমাত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান যেখানে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসিক সুবিধাসহ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জাতীয় পর্যায় থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত নিপোর্টের রয়েছে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা। নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ সুবিধা ছাড়াও বিভাগীয় ও জেলা শহরে রয়েছে ১৩টি পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (FWVTI), উপজেলা পর্যায়ে রয়েছে ২০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC)। এছাড়া ১২টি RPTI এর সাথে আরো ৩১টি মাঠ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (FTC) সংযুক্ত রয়েছে। ভৌগোলিকভাবে আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট(RPTI) ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো (RTC) এমন দূরত্বে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যাতে দেশের সকল এলাকা থেকে প্রশিক্ষণার্থীগণ সহজে কেন্দ্রে এসে প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পারেন এবং সেখানে স্বচ্ছন্দভাবে হোস্টেলে অবস্থান করতে পারেন। নিপোর্টের গবেষণা ইউনিটের অবস্থান প্রধান কার্যালয়ে। তবে কখনো কখনো গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, মনিটরিং ও সুপারভিশন কাজে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভাগীয় পর্যায়ে গবেষণার তথ্য বিতরণকল্পে সেমিনার আয়োজনের জন্য এ ইউনিটের কর্মকর্তাদের মাঠপর্যায়ে গিয়ে কাজ করতে হয়।

রূপকল্প (Vision): ২০৩০ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার একটি নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠান (Centre of excellence) হিসেবে নিপোর্টকে গড়ে তোলা।

অভিলক্ষ্য (Mission): গুণগতমানে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলে ও চাহিদাভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি কর্মসূচির উন্নয়ন ঘটিয়ে দেশের জনসংখ্যাকে সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সরকারকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা।

৬.৩.২ সার্বিক কার্যক্রম

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ও নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের মাধ্যমে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন তথা মাঠ পর্যায়ে গুণগত সেবা প্রদানের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং উপজেলা কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, প্যারামেডিক্স, ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী, মাঠ পর্যায়ের সুপারভাইজার এবং মাঠকর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিপোর্ট নানা ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। সেবার মান উন্নয়ন ও কর্মসূচি মূল্যায়নের জন্য সূচকসমূহের হালনাগাদ তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে নিয়মিত গবেষণা ও সার্ভে পরিচালনাও নিপোর্টের আর একটি প্রধান কাজ। এ লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৭ সালে নিপোর্টের জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়। নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও জেলা শহরে ১৪টি আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীন ১টি পরিবার কল্যাণ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (FWTI) এবং উপজেলা পর্যায়ে ২১টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC)-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে।

মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবাপ্রদানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুণগত সেবাপ্রদানের নিমিত্ত দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে নিপোর্ট প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়, ১২টি RPTI, ১টি FWTI ও ২০টি RTC-এর মাধ্যমে মোট ১৮,৬৫১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যেসকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নবজাতকের সমন্বিত সেবা, নব-নিয়োগপ্রাপ্ত সিনিয়র স্টাফ নার্সদের ওরিয়েন্টেশন, নব-নিয়োগপ্রাপ্ত পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের মৌলিক প্রশিক্ষণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, পরিবার কল্যাণ সহকারীদের ০২ মাসের মৌলিক প্রশিক্ষণ, পরিবার পরিকল্পনা সহকারীদের ১০ দিনের মৌলিক প্রশিক্ষণ, প্রজনন ও যৌনস্বাস্থ্য এবং অধিকার, দলগত প্রশিক্ষণ, মাঠ পর্যায়ের সেবাপ্রদানকারীদের পুন: প্রশিক্ষণ, সুপারভিশন, মনিটরিং ও ফলোআপ, কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাথমিক পরিচর্যা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রতিরোধ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা, অফিস ব্যবস্থাপনা, এবং শৃঙ্খলা, সিস্টাচার ও নৈতিকতা ইত্যাদি।

সেবার মান উন্নয়ন ও কর্মসূচি মূল্যায়ন এবং স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি কার্যক্রম সম্পর্কিত সূচকসমূহের হালনাগাদ তথ্য প্রদানের জন্য গবেষণা করা নিপোর্টের অন্যতম একটি কাজ। গবেষণালব্ধ তথ্য সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে থাকে। এসব গবেষণার ফলাফল স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের নীতি-নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৬.৩.৩ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কাঠামো

(ক) নিপোর্টের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কাঠামো

নিপোর্টের সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ৩টি পরিচালনা বিভাগ রয়েছে; যথা- প্রশাসন, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা। মহাপরিচালক নিপোর্টের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তাঁকে সহযোগিতা করেন পরিচালক (প্রশাসন), পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও পরিচালক (গবেষণা)।

প্রশাসনিক কাজ যেমন- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, বেতন-ভাতাদি, টাইমস্কেল প্রদান, সিলেকশন গ্রেড প্রদান, পদায়ন, প্রেষণ, সাধারণ প্রশাসনিক কার্যাবলী, বাজেট প্রণয়ন-সহ সকল প্রশাসনিক কার্যক্রমের মনিটরিং ও সুপারভিশন প্রশাসন বিভাগ হতে পরিচালক (প্রশাসন) এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারী অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ে কর্মরত সেবা প্রদানকারীদের মাতৃস্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও কারিকুলাম প্রণয়ন প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রধান কাজ। প্রশিক্ষণ বিভাগে প্রধান পরিচালক (প্রশিক্ষণ)-কে সহায়তার জন্য ১ জন কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, ২ জন উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ), ৫ জন উর্ধ্বতন প্রশিক্ষক, ১ জন অডিওভিজুয়াল স্পেশালিষ্ট, ৪ জন সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), ৫ জন প্রশিক্ষক রয়েছেন। RPTI পর্যায়ে ১ জন অধ্যক্ষ, ১ জন প্রভাষক (সমাজবিজ্ঞান), ১ জন প্রভাষক (মেডিকেল), ১ জন প্রভাষক (নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি) ও ৪ জন ফিল্ড ট্রেইনার রয়েছেন, ২ জন নার্স মিডওয়াইফ এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (RTC) ১ জন প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, ১ জন হোমইকোনমিস্ট, ১ জন প্রভাষক (প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা) ও ১ জন সহকারী প্রশিক্ষক রয়েছেন। তাছাড়া, প্রতিটি RPTI ও RTC-তে নিজ নিজ এলাকার মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক, বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), বিভাগীয় পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা), সিভিল সার্জন, উপপরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা পরিবার

পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং অন্যান্য প্রফেশনাল কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে রিসোর্স পারসন পুল রয়েছে। তাঁরা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় ভূমিকা রাখেন। মহাপরিচালক প্রধান নির্বাহী হিসেবে এ সকল কার্যক্রম তদারক ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকেন।

গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গবেষণা ইউনিটের প্রধান পরিচালক (গবেষণা) রয়েছেন। তাঁর অধীনে ২ জন উর্ধ্বতন গবেষণা সহযোগী, ১ জন মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ, ২ জন গবেষণা সহযোগী, ২ জন পরিসংখ্যানবিদ, ১ জন গ্রন্থাগারিক ও ১ জন ডকুমেন্টেশন অফিসার রয়েছেন। তাঁরা সকলেই গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা করে থাকেন।

৬.৩.৪ প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা:

- নিপোর্ট প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, সেবাপ্রদানকারী, প্যারামেডিক, মাঠপর্যায়ের সুপারভাইজার এবং মাঠকর্মীদের মনোভাবের ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি কর্মসূচি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে যা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals) অর্জনেও কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।
- ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচির (8^{th} HPNSP) অন্তর্ভুক্ত প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন (TRD) অপারেশনাল প্ল্যান অন্যতম মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতে এ গুরুত্বপুর্ণ অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিপোর্ট-এর উপর ন্যস্ত। দেশব্যাপী বিস্তৃত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিপোর্ট এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আন্তরিকতা ও সফলতার সাথে পালন করে আসছে।
- বিগত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে ২৮ ব্যাচে ৮ ধরনের প্রশিক্ষণ-এ মোট ৫১৩ জনকে, ১২টি RPTI ও ১টি FWTI -তে ১০ ধরনের প্রশিক্ষণে ৪৪৪ ব্যাচে মোট ১০,০১৯ জনকে ও ২০ টি RTC-তে ৭ ধরনের প্রশিক্ষণে ৪০৮ ব্যাচে মোট ৮,১১৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ক) **২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন**

ক্রম	ইনস্টিটিউট	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	অর্জনের শতকরা হার
১.	নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়	৫১৩ জন	৫১৩ জন	১০০.০০
২.	আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI)/পরিবার কল্যাণ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (FWTI)	১০,০২৩ জন	১০,০১৯ জন	৯৯.৯৬
৩.	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (RTC)	৮,১৬০ জন	৮,১১৯ জন	৯৯.৫০
	মোট:	**১৮,৬৯৬ জন**	**১৮,৬৫১ জন**	**৯৯.৭৬**

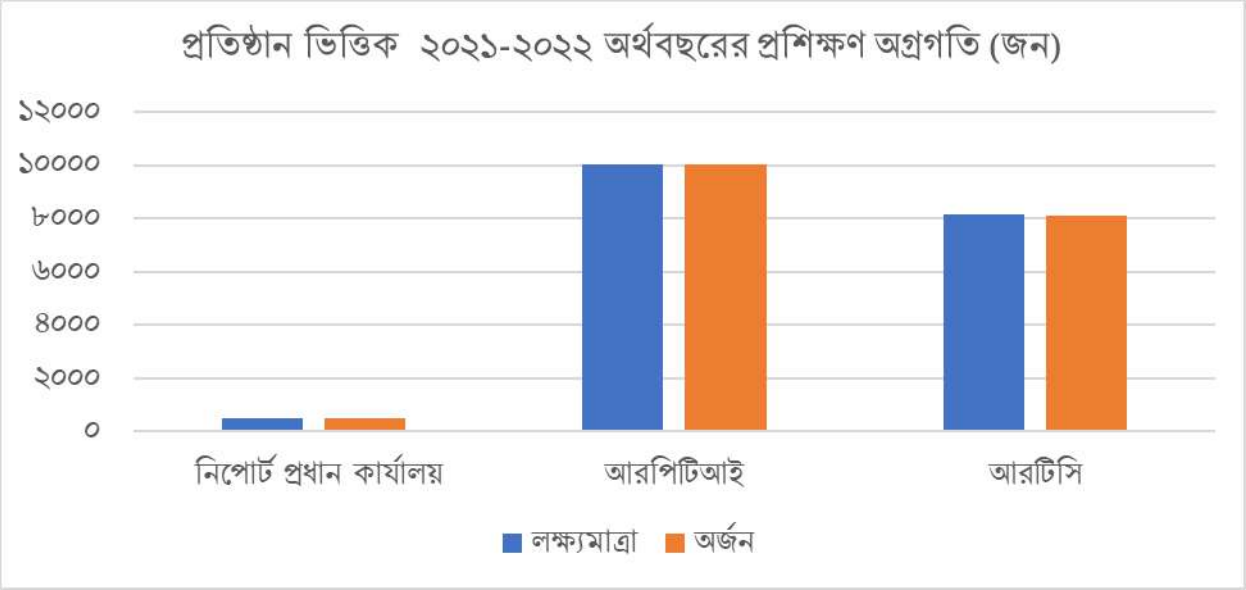

৬.৩.৫ কারিকুলাম প্রণয়ন:

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরে কর্মরত ব্যবস্থাপক হতে মাঠ পর্যায়ের কর্মীগণের জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন, মনোভাব এবং অভ্যাসের পরিবর্তনে চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন এবং প্রণীত কারিকুলামের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এর ধারাবাহীকতায় গত ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে নিপোর্টে ৩টি নতুন প্রশিক্ষণ কারিকুলম প্রণয়ন ও হালনাগাদ করা হয়েছে।

ক. "প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম

প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মানসম্মত সেবাসহ অন্যান্য সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে-

- স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের কর্মরত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপক এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রতিবন্ধিতার সংজ্ঞা, ধরণ এবং কারণ সম্পর্কে ধারণা প্রদান;
- প্রতিবন্ধীতা প্রতিরোধে নিরাপদ মাতৃত্ব এবং নবজাতকসহ শিশুর মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ;
- শিশুর বিকাশের মাইলস্টন এবং বিকাশে স্বাস্থ্য কর্মী, মা-বাবা এবং কেয়ার গিভারদের সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেও জন্য সরকারি কার্যক্রম, পুর্নবাসন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে করণীয় নির্ধারণ।

এ লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্রশিক্ষণ কারিকুলামটি প্রণয় করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কারিকুলামটি একটি বিষয় নির্ধারণী কর্মশালা, তিনটি প্রণয়ন কমিটির কর্মশালা এবং টেকনিক্যাল কমিটির দুটি কর্মশালার মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়েছে।

জনাব মো. শাহজাহান, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), নিপোর্ট প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে "প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা" বিষয়ক কারিকুলাম প্রণয়ন কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করছেন।

খ. "হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম

মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান, সেবার উৎকর্ষ সাধনে হাসপাতাল ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান উপকরণ ও পদ্ধতির কৌশলগত ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবায় গুণগতমান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে নিপোর্ট কর্তৃক হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ বিষয়ে কারিকুলাম প্রণয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন কর্মশালায় উপস্থিত জনাব মো. শাহজাহান, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), নিপোর্ট, জনাব মো. শাহ আলম, অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, ড. মোহাম্মদ আবুল হাসান, যুগ্মসচিব ও পরিচালক (প্রশাসন), ড. মো: মনিরুল হুদা, এনডিসি, যুগ্মসচিব ও পরিচালক (প্রশিক্ষণ), নিপোর্টসহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞ রিসোর্স পার্সনগণ।

গ. 'পরিবার কল্যাণ সহকারী (FWA)-দের মৌলিক প্রশিক্ষণ' কারিকুলামটি ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে দুটি কর্মশালার মাধ্যমে হালনাগাদ করা হয়েছে।

৬.৩.৬ গবেষণা কার্যক্রম

জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন, কর্মসূচি মূল্যায়ন ও বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা এবং কর্মসূচির অগ্রগতির অবস্থা নির্ধারণের জন্য নীতি নির্ধারক, কর্মসূচি ব্যবস্থাপক এবং পেশাজীবিদের তথ্যের মূল উৎস হিসেবে নিপোর্ট পরিচালিত গবেষণা ও সার্ভের তথ্য ব্যবহার করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচির প্রশিক্ষণ গবেষণা ও উন্নয়ন অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় নিপোর্ট নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে (BDHS), ইউটিলাইজেশন অফ এসেন্সিয়াল সার্ভিস ডেলিভারী সার্ভে (UESD), বাংলাদেশ আরবান হেল্থ সার্ভে (BUHS), বাংলাদেশ হেলথ ফ্যাসিলিটি সার্ভে (BHFS) এবং বাংলাদেশ মেটারনাল মর্টালিটি এন্ড হেলথ কেয়ার সার্ভে (BMMS)-সহ জনসংখ্যা, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা/ সার্ভে পরিচালনা করে আসছে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে নিপোর্ট বিভিন্ন গবেষণা এবং সার্ভের মাধ্যমে জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। বিশেষভাবে নিপোর্ট গবেষণার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জাতীয় এবং বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মসূচির সূচকসমূহ মনিটর করা, জনমিতিক ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সাম্প্রতিক (আপডেটেড) তথ্য প্রকাশ এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। নিপোর্ট সম্পাদিত গবেষণার মাধ্যমে মা ও শিশু মৃত্যু, মা ও শিশুর অপুষ্টি, ফার্টিলিটি এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক বিভিন্ন সূচক সম্পর্কে নিয়মিতভাবে তথ্য প্রকাশ ও তা নীতি নির্ধারকদের প্রদান করে থাকে।

ক) নিপোর্ট সাধারণত নিম্নবর্নিত কার্যক্রম ভিত্তিক ক্ষেত্রসমূহে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে:

- Program focused/health system strengthening
- Population, demographic and development issues
- Training/human resource related
- Need assessment/rapid appraisal/situation analysis
- Health service utilization & quality of care, service access & equity

খ) নিপোর্ট প্রতিবছর ১-৩টি জাতীয় পর্যায়ের সার্ভে এবং ৮-১০টি গবেষণা পরিচালনা করে এর ফলাফল বিভিন্ন পর্যায়ে উপস্থাপন করে থাকে। পরিচালিতব্য সার্ভের বিষয়সমূহ অপারেশনাল প্ল্যানে পূর্বনির্ধারিত থাকে এবং পরিকল্পনাভিত্তিক নির্ধারিত ক্ষেত্রসমূহে প্রতিবছরের জন্য অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত গবেষণার বিষয়সমূহ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়নকারী, পেশাজীবি,অংশীজন ও কর্মসূচি ব্যবস্থাপকদের অংশগ্রহনে বিভিন্ন লাইন ডাইরেক্টর ও স্টেইক হোল্ডারদের চাহিদার ভিত্তিতে কর্মশালার মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। নিপোর্টের উল্লেখযোগ্য গবেষণা কাজের মধ্যে নিম্নবর্ণিত জরিপসমূহ অন্যতম:

- Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS)
- Bangladesh Maternal Mortality and Health Care Survey (BMMS)
- Bangladesh Health Facility Survey (BHFS)
- Urban Health Survey (UHS)
- Utilization of Essential Services Delivery (UESD) Survey
- Bangladesh Adolescent Health and Well-being Survey (BAHWS)

গ) ২০২১-২২ অর্থবছরে নিপোর্ট নিম্নবর্ণিত জতীয় সার্ভে ও গবেষণা পরিচালনা করেছে;

সার্ভে:

1. Utilization of Essential Service Delivery (UESD) Survey 2020
2. Bangladesh Urban Health Survey (BUHS) 2020

গবেষণা:

- To Know the Provision and readiness of Geriatric Health Care services in the health facilities in Bangladesh.
- To determine feasible number of assignments (task) for a FWV and SACMO to perform regular services.
- To identify the Knowledge, attitude, challenges and health system responses for management of menopause in Bangladesh.
- To know the availability, accessibly and health care seeking behavior among ethnic minorities and tea pickers.
- An assessment of FWVs performance in terms of their Basic Training.

- To assess the Preparedness of Health Workforce in Providing Health Care Services during disaster.
- An assessment of knowledge, Attitude and practice among Bangladeshi Adults on NCDs.
- Determinants of low use of Maternal Health Service at hard-to-reach areas in Bangladesh.
- Assessment of effect of working environment on Reproductive Health of Garments Workers.

এ সময়ে নিপোর্ট বার্ষিক প্রতিবেদন, ৩ টি সংখ্যা নিউজ লেটার- নিপোর্ট বার্তা, ৮ টি গবেষণা ব্রীফ/প্রকাশনা প্রকাশ করেছে এবং গবেষণা/ সার্ভের ফলাফল অংশীজনের সাথে শেযার ও প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে ১০ টি সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

ঘ) Utilization of Essential Service Deliver (UESD) Survey 2020

BDHS ২০১৭-১৮ পরবর্তী সময়ে নিপোর্ট Utilization of Essential Service Deliver (UESD) Survey 2020 পরিচালনা করেছে। BDHS এর একই Sampling Frame এ পদ্ধতি ও প্রশ্নপত্র অনুসারে এ সার্ভে পরিচালনা করা হয়। BDHS এর যে ৬৭৫টি Enumeration Area (EA) ছিল, তার থেকে পদ্ধতিগত চয়ন (Systematic Sampling) ব্যবহার করে মোট ৩৪০টি Enumeration Area নির্বাচন করা হয়। (শহরাঞ্চল -১১৫টি, গ্রামাঞ্চল ২২৫টি) প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ৩৪০ টি Enumeration Area থেকে মোট ১৬৩২০টি খানা (household) নির্বাচন করা হয় (শহরাঞ্চল - ৫,৫২০ টি, গ্রামাঞ্চল -১০,৮০০ টি) । এই স্যাম্পল থেকে সার্ভেতে ১৬,১৮৯টি খানা হতে সফলতার সাথে সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হয় (যেখানে শহরাঞ্চল - ৫,৪২৪টি, গ্রামাঞ্চল - ১০,৭৫৫টি, Response Rate - ৯৯.৮%) ।

এই সার্ভেতে, নির্বাচিত খানা থেকে ১৫,৯২৪ জন সক্ষম দম্পতিকে চিহ্নিত করা হয়। (শহরাঞ্চল - ৫,৩৪৬ জন, গ্রামাঞ্চল - ১০,৫৭৮ জন) চিহ্নিত সক্ষম দম্পতিদের মাঝে ১৫,০৬৬ জন কে সফলতার সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। চিহ্নিত সক্ষম দম্পতিদের মাঝে ১৫,০৬৬ জন থেকে সফলতার সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় (শহরাঞ্চল - ৫,০৯৫জন, গ্রামাঞ্চল - ৯,৯৭১ জন , Response Rate - ৯৪.৬%) ইতোমধ্যে সার্ভের চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে , যা জাতীয় পর্যায়ের সেমিনারের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।

ঙ) Urban Health Survey -২০২১:

২০২০-২১ অর্থবছরে নিপোর্ট Urban Health Survey -২০২১ পরিচালনা করেছে। এটি বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ে তৃতীয় সার্ভে। এর পূর্বে ২০০৬ ও ২০১৩ সালে নিপোর্টের কর্তৃত্বে দুইটি UHS পরিচালনা পূর্বক ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এই সার্ভের জন্য ৩ স্তরে বিন্যস্ত চয়ন পদ্ধতি (Stratified ৩ Stage Sampling Method) ব্যবহার করে ৩ ধরণের শহরাঞ্চল থেকে প্রতিনিধিত্বশীল নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। অঞ্চল ৩ টি হলো :

ক) ১১ টি সিটি কর্পোরেশন (CC) এলাকা থেকে স্লাম(slum) এরিয়া

খ) ১১ টি সিটি কর্পোরেশন(CC) এলাকা থেকে নন- স্লাম (non-slum) এরিয়া গ) অন্যান্য শহর এলাকা (মিউনিসিপ্যালটি, পৌরসভা ইত্যাদি)।

সার্ভের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) কর্তৃক নির্বাচিত দেশের মোট ৬৩৪টি মহল্লা (৪৫০ টি সিটি কর্পোরেশন, ১৮৪ টি অন্যান্য শহরাঞ্চল) হতে ১১৪৫ টি গুচ্ছ (cluster) নির্বাচিত করা হয় (যেখানে, সিটি কর্পোরেশন স্লাম ৩০০টি, সিটি কর্পোরেশন নন স্লাম ৬০০টি, অন্যান্য শহরাঞ্চল ২৪৫ টি)।

এই নির্বাচিত গুচ্ছগুলো থেকে ৩৫,৭৩০টি খানা (household) নির্বাচিত করা হয় (যেখানে সিটি কর্পোরেশন স্লাম ১০,৫০০, সিটি কর্পোরেশন নন-স্লাম ১৭,৮৮০, অন্যান্য শহরাঞ্চল ৭৩৫০ এবং Response Rate ৯৯.৭%)।

নির্বাচিত খানা থেকে ৩৬,৪৩৩ জন ১২-৪৯ বছর বয়সের বিবাহিতা সক্ষম মহিলাকে নির্বাচিত করা হয় (যেখানে, সিটি কর্পোরেশন স্লাম - ১০,৬৯৯ জন, সিটি কর্পোরেশন নন- স্লাম ১৭,৯৫২ জন এবং বাকি শহরাঞ্চল হতে ৭,৭৮২ জন; Response Rate ৯৬.৭%) এবং নির্বাচিত খানা থেকে ১৫-৫৪ বছর বয়সী বিবাহিত ৮,১৬২ জন পুরুষকে চিহ্নিত করা হয় (যেখানে , সিটি কর্পোরেশন স্লাম ৩,৪০২ জন, সিটি কর্পোরেশন ননস্লাম ২,২৭৫ জন, বাকি শহরাঞ্চল ২,৪৮৫ জন এবং Response Rate - ৯৬.৬%) । ইতোমধ্যে সার্ভের চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে , যা জাতীয় পর্যায়ের সেমিনারের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।

৬.৩.৭ গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবা কার্যক্রম:

জনসংখ্যা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে বাংলাদেশের বিস্তারিত তথ্যসহ সারা বিশ্বের তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ করার উদ্দেশ্য নিপোর্ট একটি সমন্বিত তথ্যসেবা পদ্ধতি চালু করেছে। সমন্বিত তথ্যসেবা পদ্ধতির আওতায় অনুরোধের প্রেক্ষিতে দেশের ও দেশের বাইরের ব্যক্তি বা সংগঠনকে তথ্য সরবরাহ সেবা প্রদান করে থাকে। নিপোর্ট গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবা সার্ভিস (NILIB)-এর আওতায় নিম্নবর্ণিত সেবা দিয়ে থাকে :

- ডিজিট্যাল পদ্ধতিতে নিপোর্ট লাইব্রেরি ডাটাবেজ (NILIB) থেকে বিবলিওগ্রাফিক সার্চসহ রেফারেন্স সেবা;
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) উদ্ভাবিত HINARI ও Pub Med-অনলাইন ডাটাবেজ-এর সাহায্যে লিটারেচার সার্চ সার্ভিস;
- কারেন্ট অ্যাওয়ারনেস সার্ভিস বুলেটিন;
- প্রেসক্লিপিং বুলেটিন ;
- অ্যানোটেটেড বিবলিওগ্রাফিক সার্ভিস;
- এ্যাকসেশন রেজিষ্টার ; ও
- রিপ্রোগ্রাফিক সার্ভিস (ডকুমেন্টস এর ফটোকপি)।

প্রশিক্ষণার্থী ও নিপোর্টের অনুষদ সদস্য ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/ছাত্র/গবেষক ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকগণ নিপোর্ট গ্রন্থাগার ব্যবহার করে থাকেন। তাঁরা সহজে ও অল্প সময়ে বই বা প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে তৈরি ক্যাটালগিং সিস্টেম নির্ভর ডাটাবেজ (NILIB) ব্যবহার করেছেন। প্রতিবেদনকালীন সময়ে নিপোর্টে নিয়মিতভাবে সরকারি ইডেন মহিলা কলেজ ও সরকারি বদরুন্নেছা মহিলা কলেজ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্রীরা ইন্টার্নশিপ করেন। তারা নিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন।

নিপোর্ট গ্রন্থাগার চলতি বছর থেকে সেবা সহজীকরণ ও উন্নত করার লক্ষ্যে কোহা সফ্টওয়ার এর মাধ্যমে সকল বই ও প্রকাশনা এন্ট্রি করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি নিপোর্ট পরিচালিত গবেষণা ও সর্ভের রিপোর্টসমূহ ই-বুকে রূপান্তরিত করা হচ্ছে।

৬.৩.৮ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম:

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে নওগাঁর পোরশায় নিপোর্টের আওতাধীন একটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (RTC), নির্মাণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মাণ কাজটি সমাপ্ত হয়েছে এবং অবকাঠামো হস্তান্তারের কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত ইনস্টিটিউটের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে পদ সৃষ্টির প্রস্তাব প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

নবনির্মিত আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (RTC), পোরশা, নওগাঁ

৬.৩.৯ নিপোর্ট-এর সুশাসন কার্যক্রম:

ক) শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭ এর ৩.৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) ও এর আওতাধীন আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিম্নবর্ণিত ০৮ (আট) জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২১-২০২২ প্রদানের ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭ এর ৭ অনুচ্ছেদ পুরস্কার হিসেবে নামের পাশে বর্ণিত এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়।

খ) উত্তম চর্চা পুরস্কার প্রদান:

উত্তম চর্চার (Best Practice) স্বীকৃতিস্বরুপ শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা (আরপিটিআই ক্যাটাগরিতে) এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মিঠাপুকুর, রংপুরকে (আরটিসি ক্যাটাগরিতে) পুরস্কৃত করা হয়েছে। পুরস্কার হিসাবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে ০১টি সার্টিফিকেট ও ০১টি ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়েছে।

৬.৩.১০ জাতীয় দিবস পালন:

ক) মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২১ এবং স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা এবং দোয়া অনুষ্ঠান করা হয়।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এ আলোচনা সভায় নিপোর্ট এর মহাপরিচালক জনাব মো. শাহজাহান, অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক ডা. শারফুদ্দীন আহম্মেদ, পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোহাম্মদ আবুল হাসান ও পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ড. মো. মনিরুল হুদা, এনডিসি, পরিচালক (গবেষণা) জনাব মোহাম্মদ আহসানুল আলম-সহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

খ) স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকীতে ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT)-এর উদ্যোগে ১৫ আগস্ট, ২০২১ খ্রি. তারিখ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। দিনের

কমসূচির শুরুতে শোক দিবস উপলক্ষে নিপোর্ট ভবনে জাতীয় পতাকা অধনমিতভাবে উত্তোলন করা হয়। সকল কমকতা-কমচারী কালো ব্যাজ ধারণ করেন। এ ছাড়াও নিপোর্ট এর অধীন বিভাগীয় ও জেলা শহরে অবস্থিত আরপিটিআই এবং উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত আরটিসি সমূহে স্থানীয় প্রসাসনের সাথে সঙ্গতি রেখে জাতীয় শোকদিবস পালন করেন।

এদিন বিকাল ৫টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৬তম শাহাদত র্বাষকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে নিপোর্ট মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে নিপোর্ট এর মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্তে প্রধান আলোচক হিসেবে যুক্ত ছিলেন দেশের বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক ড. সেলিনা হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম। উক্ত জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভায় নিপোর্ট এবং এর অধীন আরপিটিআই ও আরটিসি সমূহের সকল কমকতা-কমচারী অংশগ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন নিপোর্ট এর মহাপরিচালক জনাব মো. শাহজাহান, পরিচালক (গবেষণা) জনাব মোহাম্মদ আহসানুল আলম, পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোহাম্মদ আবুল হাসান ও পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ড. মো. মনিরুল হুদা, এনডিসি-সহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

গ) মহান বিজয় দিবস ২০২১ উপলক্ষে নিপোর্ট এ এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। এ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

৬.৪ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেবা কার্যক্রম

৬.৪.১ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

১৯৭৭ সালে সেবা পরিদপ্তর গঠিত হয়। বাংলাদেশের নার্সিং ব্যবস্থাপনা ও সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এটি গঠিত হয়েছিল। ১৬ নভেম্বর ২০১৬ সালে সেবা পরিদপ্তরকে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর হিসেবে উন্নীত করা হয়। এ অধিদপ্তর পরিচালিত হয় একজন মহাপরিচালক এর নেতৃত্বে। অধিদপ্তর তার কার্যক্রমের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিকট দায়বদ্ধ। বর্তমানে দেশের সকল স্বাস্থ্য সেবা ও নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৩২,৫৪৭ জনের অধিক নার্স, ১১৪৯ জন মিডওয়াইফ ও ৮৭৬ জন নন-নার্সিং কর্মকর্তা ও কর্মচারী সরকারি চাকুরিতে নিয়োজিত আছেন। দেশের ৬০টি সরকারি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৭৫০টি আসনে ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়েছে। ইউএনএফপিএ কর্তৃক ৩১ জন শিক্ষার্থী নিয়ে যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ে ওয়েবভিত্তিক মাস্টার্স অন মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়েছে। এযাবৎ মোট ৬০ জন মাস্টার্স কোর্স সম্পন্ন করেছে এবং ৬০ জনের কোর্স চলমান আছে। ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে দুইজন করে মোট চারজন মিডওয়াইফস ফ্যাকাল্টি ওয়েবভিত্তিক পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়ন করছেন। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি এডুকেশন এ্যান্ড সার্ভিসেস (নেমস) কার্যকর পরিকল্পনার আওতায় ১৬ জন নার্স থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া থেকে বিভিন্ন বিষয়ে পিএইচডি সম্পন্ন করে জাতীয় নার্সিং উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও দেশের বিভিন্ন নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। এ ছাড়াও, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১৪০ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সকে ৬টি বিশেষ বিষয়ে (নিবিড় পরিচর্যা/হৃদপরিচর্যা কেন্দ্র, ফুসফুস পরিচর্যা, শিশু পরিচর্যা, প্রবীণ পরিচর্যা, কর্কটরোগবিদ্যা) থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

রূপকল্প (Vision):

দক্ষ ও প্রশিক্ষিত নার্সিং জনবল তৈরী ও পদায়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে এবং সুস্থ জাতি গঠনে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সেবার মান বজায় রেখে সরকারকে সর্বোত্তম সহযোগিতা করা

অভিলক্ষ্য (Mission):

স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়নে নার্সিং বিষয়ক পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান ও এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা । নার্সিং বিষয়ক বিভিন্ন নীতিমালা কৌশলপত্র ও নিয়োগবিধিসহ অন্যান্য বিধিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। সর্বোপরি, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি পেশার উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য গুণগত মানসম্পন্ন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও সেবা নিশ্চিত করা

৬.৪.২ নার্সিং শিক্ষা ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা কার্যক্রম

বিশ্বব্যাপী নার্সিং ও মিডওয়াইফারি একটি সমাদৃত এবং মহান পেশা হিসেবে স্বীকৃত যা স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষায় একটি অপরিহার্য অংশ। বাংলাদেশে নার্সিং পেশার যাত্রা ব্রিটিশ ইন্ডিয়া হতে শুরু হলেও তা প্রাতিষ্ঠানিক রুপ পায় ১৯৮৭ সালে। বাংলাদেশের নার্সিং ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য শিক্ষায় সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে ১৯৭৭ সালে "সেবা পরিদপ্তর" গঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক সহযোগিতায় ১৬ নভেম্বর, ২০১৬ তৎকালীন সেবা পরিদপ্তরকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। নার্সিং সেবা ও শিক্ষা কার্যক্রমকে অধিকতর শক্তিশালী ও গতিশীল করার লক্ষ্যে সেবা পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করার পাশাপাশি পদসৃজনের মাধ্যমে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের জন্য মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত মহাপরিচালকসহ ১৬ (ষোল) ক্যাটাগরির মোট ৭৭ (সাতাত্তর) টি নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে। বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ের সকল হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রসমূহে কর্মরত সকল নার্স ও মিডওয়াইফগণের নিয়ন্ত্রণ ও সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম এ অধিদপ্তর হতে সম্পাদিত হয়। এছাড়া সরকারি পর্যায়ে সকল নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক কার্যক্রমও নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের নবনির্মিত ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল

৬.৪.৩ বিদ্যমান জনবল ও নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

ক) বিদ্যমান জনবলঃ

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের বিদ্যমান জনবলঃ

প্রশাসন ক্যাডার হতে প্রেষণে কর্মরত -						
ক্রম	পদবী	গ্রেড	মঞ্জুরীকৃত	কর্মরত পদ	শূন্য পদের	মন্তব্য
০১	মহাপরিচালক	৩	১	১	০	
০২	অতিরিক্ত মহাপরিচালক	৪	১	০	১	
০৩	পরিচালক	৪	৩	৩	০	

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের আওতায় (নার্সিং ইনস্টিটিউট ও কলেজ), নার্স ও নন-নার্স জনবলের বিবরণঃ

শ্রেণি	অনুমোদিত পদ			কর্মরত পদ			শূন্য পদ		
	নার্সিং	নন-নার্সিং	মোট	নার্সিং	নন-নার্সিং	মোট	নার্সিং	নন-নার্সিং	মোট
১ম শ্রেণি(গ্রেড ৩-৯)	২২৯	১৪	২৪৩	৫৭	০	৫৭	১৭২	১৪	১৮৬
২য় শ্রেণি(গ্রেড ১০)	৩৬৮	১৩	৩৮১	৩১৬	৬	৩২২	৫২	৭	৫৯
৩য় শ্রেণি (গ্রেড ১১-১৬)	০	৩৯৫	৩৯৫	০০	২৬৮	২৬৮	০	১২৭	১২৭
৪র্থ শ্রেণি (গ্রেড ১৭-২০)	০	৭২১	৭২১	০০	৫২৫	৫২৫	০	১৯৬	১৯৬
মোট	৫৯৭	১১৪৩	১৭৪০	৩৭৩	৭৯৯	১১২২	২২৪	৩৪৪	৫৬৮
সর্বমোট	১৭৪০			১১৭২			৫৬৮		
নন-নার্সিং ৪র্থ শ্রেণি আউট সোর্সিং)	১৮৪			০			১৮৪		

খ) কর্মসংস্থান-নিয়োগ সংক্রান্ত তথাদিঃ

০১ জুলাই ২০২১ খ্রি. থেকে ৩০ জুন ২০২১ খ্রি. পর্যন্ত নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত নার্স, মিডওয়াইফ ও নন-নার্স জনবলের সংখ্যা নিয়োগ হয়নি।

৬.৪.৪ অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবল/সাফল্য

- দেশের জনগণের উন্নত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে ৮১৩৫ জন নার্স নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
- নিরাপদ মাতৃত্ব ও নবজাতকের সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৪০১ জন মিডওয়াইফ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
- ২৬৩০টি শূন্য পদের বিপরীতে সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান আছে।
- ১০,০০০ সিনিয়র স্টাফ নার্সের নতুন পদ ও ৫০০০ মিডওয়াইফের নতুন পদ সৃজন প্রক্রিয়াধীন আছে।
- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের যুগোপযোগী অর্গানোগ্রাম প্রস্তুতপূর্বক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে।
- সিনিয়র স্টাফ নার্স ও নার্সিং সুপারভাইজারগণের কর্মপরিধি (Job Description) প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ৩৫৬৬ জন নার্সকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে। গ্রেডেশন তালিকা অনুযায়ী ১ম শ্রেণির ২১৯ টি শূন্য পদে নার্সদের পদন্নোতি প্রদান করা হয়েছে।
- সিনিয়র স্টাফ নার্সগণের চাকরি স্থায়িকরণসহ নানাবিধ প্রশাসনিক কার্যক্রম চলমান আছে।

- সারা দেশের কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালসমূহে কোভিড ইউনিটে দায়িত্ব পালনকারী নার্সদের প্রণোদনা প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে এবং কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী ৩৪ জন নার্সের পরিবারকে সরকার ঘোষিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে।
- মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের সাথে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- বাংলাদেশ হতে যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে দক্ষ নার্স জনশক্তি রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- হাসপাতালে নার্সিং সেবার মান বৃদ্ধিতে মনিটরিং কার্যক্রম এবং উপজেলা পর্যায়ে মিডওয়াইফ পরিচালিত কেয়ার ইউনিটগুলোর কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।
- নার্সিং সেবায় চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় হাসপাতালে ইলেক্ট্রনিক নার্সিং ডক্যুমেন্টেশন কার্যক্রম চালুর উদ্যোগ এবং নার্সিং কলেজসমূহে আধুনিক সিম্যুলেশন ল্যাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যবহারিক শিক্ষা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- দেশে বিশেষায়িত নার্স গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিপুল সংখ্যক নার্স ও মিডওয়াইফগণকে নার্সিং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উন্নয়ন এবং পরিচালন বাজেটের আওতায় সারাদেশে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ২৭ টি ভেন্যুতে (নার্সিং কলেজ ও ইনস্টিটিউট) একযোগে ৪৪ টি ব্যাচে (১৩২০ জন একসাথে) বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে উন্নয়ন ও পরিচালন বাজেটে মোট ১৯২২২ জনের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে।

- উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ওরিয়েন্টেশন মোট ৯০০০ জন (৭৫০০ জন নার্স ও ১৫০০ জন মিডওয়াইফ), শিক্ষক প্রশিক্ষণ (৫১০ জন), আইসিইউ (১২৬০ জন), পেডিয়েট্রিক নার্সিং (২৪০ জন), জেরিয়েট্রিক নার্সিং (১২০ জন), রিসার্চ মেথোডোলজি (১৫০ জন), ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট (১৪০ জন), পিএমআইএস ও আইটি (৬০০ জন), এপিএএমএস (১৫০ জন), ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করনীয় (১২০ জন), ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ (৮০ জন), আইপিসি ও ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট (৬০০ জন), মিডওয়াইফারি প্রশিক্ষণ (২৯২৯ জন), মিডওয়াইফারি সার্ভিস (৩০০) ও অন্যান্য সহ মোট **১৬৫৮২ জন** নার্স ও মিডওয়াইফকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- পরিচালন বাজেটের আওতায় শুদ্ধাচার কৌশল (২১০ জন), এপিএ (৩০০ জন), ইনোভেশন (১৫০ জন), জিআরএস (৯০ জন), ম্যানেজমেন্ট সক্ষমতা (৩০০ জন), নার্সিং এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট (১৫০ জন), সার্ভিস রুলস (৯০ জন), সিমুলেশন এডুকেশন (৬০ জন), নার্সিং লিডারশিপ ফর হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট (১২০ জন), প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা (৬০ জন), চক্ষু সেবা বিষয়ক (৯০ জন), সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (৬০ জন), সিটিজেন চার্টার (৬০ জন), ই-গভন্যান্স (৬০ জন) ও অন্যান্য সহ মোট **২৬৪০ জন** নার্স ও মিডওয়াইফকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- দেশের সকল হাসপাতালসমূহে নার্সিং সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুপারভিশন ও মনিটরিং নিশ্চিতকরণের জন্য সিনিয়র স্টাফ নার্সদের মধ্য থেকে দক্ষতা, সক্ষমতা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ৩৩৫ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সকে নার্সিং সুপারভাইজার পদে পদায়ন করা হয়েছে।
- দেশের ৫ (পাঁচ) টি জেলায় (সুনামগঞ্জ, নোয়াখালী, বান্দরবান, কক্সবাজার ও ঢাকা) মিডওয়াইফ কর্তৃক গর্ভকালীন সেবা, প্রসব পরবর্তী সেবা ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সেবায় টেলি সেবা সার্ভিস চালু করা হয়েছে।
- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের পিএমআইএস শাখা আধুনিকায়ন করা হয়েছে। নব যোগদানকৃত নার্স ও মিডওয়াইফগণের পিডিএস হালনাগাদ কার্যক্রম চলমান আছে। দেশের বিভিন্ন হাসপাতালের নার্সিং কর্মকর্তাদের পিএমআইএস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- জাতীয় নার্সিং উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (নিয়ানার) ও ১৬টি নার্সিং কলেজের অর্গানোগ্রাম প্রস্তুতপূর্বক অনুমোদন ও পদ সৃজনের আদেশ অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ৭টি পুরনো ও ১৬টি নতুনভাবে কলেজ হিসেবে উন্নীত সরকারি নার্সিং কলেজের অর্গানোগ্রাম প্রস্তুতপূর্বক অনুমোদন ও পদ সৃজন কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া পূর্বতন ০৪টি ডিসিইসি-কে

আঞ্চলিক নার্সিং ও মিডওয়াইফারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে উন্নীত করা হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্গানোগ্রাম ও পদ সৃজন কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া, ০২টি পল্লী নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারের পদ সৃজন কার্যক্রম চলমান আছে।

- সরকারি নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োগের জন্য নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর (শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা ২০২২ প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ০৪টি নতুন নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান আছে। কলেজসমূহ হলো- খাগড়াছড়ি নার্সিং কলেজ, খাগড়াছড়ি; নারায়ণগঞ্জ নার্সিং কলেজ, নারায়ণগঞ্জ; শেখ সায়েরা খাতুন নার্সিং কলেজ, গোপালগঞ্জ; লক্ষ্মীপুর নার্সিং কলেজ, লক্ষ্মীপুর। এছাড়া নতুন আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও যে সকল জেলায় নার্সিং কলেজ নেই সে সকল স্থানে নতুন কলেজ নির্মানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে দক্ষ নার্স ও মিডওয়াইফ শিক্ষক পদায়নের লক্ষ্যে আগ্রহী সিনিয়র স্টাফ নার্সদের নিকট আবেদন আহবান করা হয়। যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের আবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষক প্যানেল গঠন করা হয়েছে।
- পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাইকৃত শিক্ষকদের টিচিং মেথোডোলজি বিষয়ে চার সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দেশের বিভিন্ন সরকারি নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পদায়ন করা হয়।
- নার্স ও মিডওয়াইফদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি সহজিকরণ ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে নার্স ও মিডওয়াইফদের উচ্চশিক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান।
- বাংলাদেশের নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কারিকুলামের আন্তর্জাতিক এক্রিডিটেশন এবং যুক্তরাজ্যের সাথে বাংলাদেশে যৌথ ব্যবস্থাপনায় নার্সিং বিষয়ে মাস্টার, পিএইচডি, পিজিডি ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স চালুর প্রস্তাবনা প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন।

৬.৪.৫ বিভিন্ন প্রকার প্রকল্পের তালিকাঃ

ক) চলমান প্রকল্পের তালিকাঃ

ইউনিভার্সেল নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প চলমান। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। উল্লেখ্য, জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ DPP সংশোধনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

খ) সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকাঃ ২০২১-২২ অর্থবছরের (০১ জুলাই ২০২১০ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের সমাপ্ত কোন প্রকল্প নেই।

গ) ইনোভেশন প্রকল্পের তালিকাঃ

জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ সময়কালের মধ্যে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী প্রকল্পের তালিকাঃ

ক্রম	উদ্ভাবনী আইডিয়ার শিরোনাম	উদ্ভাবক	বাস্তবায়নের স্থান
০১	"ক্যারিয়ার ডেভেলোপমেন্ট"	অলোক দাস নার্সিং অফিসার	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, মহাখালী ঢাকা।
০২	তথ্য ব্যবস্থাপনা ও বদলী কার্যক্রম	মোঃ মেহেরাজুল এম মাওলা মিরাজ নার্সিং অফিসার	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, মহাখালী ঢাকা।
০৩	"Quality Development Department"	শাহীন রেজা নার্সিং অফিসার	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, মহাখালী ঢাকা।

৬.৪.৬ আগামী দিনের পরিকল্পনাঃ

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেবা সেক্টর উন্নয়নের জন্য নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের আগামী দিনের পরিকল্পনাসমূহ-

১. নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরেরযুগোপযোগী অর্গানোগ্রাম প্রস্তুত ও সকল পদ সৃজন।

২. নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য পূর্ণাঙ্গ নিয়োগবিধি প্রণয়ন।

৩. নার্সিং, নন-নার্সিংওমিডওয়াইফারি শূন্য পদ সমূহপূরণেরজন্য প্রস্তাব তৈরি, প্রেরনওব্যবস্থাগ্রহণ।

৪. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের স্টান্ডার্ড সেট-আপ অনুযায়ী নার্স ও মিডওয়াইফেরনতুন পদ সৃজন।

৫. হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে নার্সিং সুপারভাইজার পদ আপগ্রেডেশন।

৬. হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সার্ভিসের জন্য অর্গানোগ্রাম প্রস্তুত ও সকল পদ সৃজন।

৭. নার্স ও মিডওয়াইফদের ফাউন্ডেশন/বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের জন্য পূর্নাঙ্গ প্রস্তাব ও বাজেট প্রণয়ন।

৮. হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে নার্সিং ও মিডওয়াইফারিসেবার মান নিয়ন্ত্রনে কেন্দ্রীয়ভাবে রুটিন মনিটরিং টিম গঠনের মাধ্যমে নার্স-মিডওয়াইফদের কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।

৯. জেলা পাবলিকহেল্‌থ নার্স, বিভাগীয় সহকারী পরিচালক, নার্সিংসুপারিন্টেনডেন্টসহ মাঠ পর্যায়ের ১ম শ্রেণির পদসমূহেরজন্যপ্রয়োজনীয়কর্মপরিধিপ্রণয়ন ও প্রশাসনিক ক্ষমতায়নের ব্যবস্থাকরণ।

১০. নার্স ও মিডওয়াইফগণের জন্য স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন।

১১. নার্স ও মিডওয়াইফগণের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রেষন নীতিমালা প্রণয়ন।

১২. নার্সিং শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহেরস্ট্যান্ডার্ডঅনুযায়ীঅর্গানোগ্রাম সহ সকল পদ সৃজন।

১৩. দশ হাজার নার্স ও পাঁচ হাজার মিডওয়াইফ এর পদ সৃজন কার্যক্রম সম্পাদন।

৬.৫ স্বাস্থ্য প্রকৌশল সেবা কার্যক্রম

৬.৫.১ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন নিজস্ব প্রকৌশল সংস্থা। জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো নির্মাণ ও তা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সর্বদা সচল ও উপযোগী রাখাই স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মূখ্য উদ্দেশ্য। মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা অনুসরণে সেক্টর কর্মসূচী, Development Project Proposal (DPP) প্রণয়নের পর অনুমোদনপূর্বক নতুন স্থাপনা বা অবকাঠামো নির্মাণ কাজ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হয়। নির্মিত নতুন এবং বিদ্যমান অবকাঠামো মেরামত ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী রাখা হয়। বাস্তব চাহিদার প্রেক্ষিতে যুগোপযোগী সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়টি খেয়াল রেখে হাসপাতাল অবকাঠামোগত সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে যথাসময়ে স্বল্পতম ব্যয়ে, পর্যাপ্ত সুবিধাসহ দৃষ্টিনন্দন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো নির্মাণে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বদ্ধপরিকর। তবে, সব ক্ষেত্রেই প্রত্যাশী সংস্থার প্রয়োজনীয়তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশব্যাপী গ্রাম/ওয়ার্ড পর্যায় থেকে জেলা পর্যায়ে ১০০ শয্যা পর্যন্ত সকল প্রকার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ, নবরূপায়ন, মেরামত ও সংস্কার কাজ, নার্সিং কলেজ, আইএইচটি, ম্যাটস, এফডব্লিউভিটিআই ইত্যাদি নির্মাণসহ বিভিন্ন ব্যবহারকারী কর্তৃপক্ষের অফিসসমূহ নির্মাণ ও সম্প্রসারণ কাজ প্রত্যাশিত মান অনুযায়ী সম্পাদন করে জনগণের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রশাসনিক নির্দেশনা পেলে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর আগামীতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অবকাঠামোসমূহ বাস্তবায়ন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

রূপকল্প (Vision):

মানসম্মত স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নত স্বাস্থ্য সেবার সহায়ক।

অভিলক্ষ্য (Mission):

যথাসময়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নীতকরণ এবং বিদ্যমান অবকাঠামো সম্প্রসারণসহ মানসম্মত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে স্থাপনাসমূহকে উন্নত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের উপযোগী রাখা।

৬.৫.২ সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলঃ

ক) সাংগঠনিক কাঠামোঃ

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে বিদ্যমান বিভিন্ন কার্যালয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী

ক্র. নং	কার্যালয়ের নাম	অবস্থান	জনবল
১.	প্রধান কার্যালয়	ঢাকা (১টি)	১২২
২.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়	ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ (৮টি)	১১০
৩.	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়	ঢাকা সিটি, ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাংগাইল, চট্রগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, সিলেট, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, খুলনা, যশোর, বরিশাল, ফরিদপুর, সিরাজগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, কুষ্টিয়া, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ, কক্সবাজার, ঝিনাইদহ, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, মাদারীপুর, মৌলভীবাজার, কুড়িগ্রাম, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ বিভাগ (৩০টি)।	৩৭৮
৪.	সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়	প্রশাসনিক প্রতিটি জেলাতে এবং ঢাকা সিটি-১, ঢাকা সিটি-২ ও ঢাকা সিটি-৩ (৬৭টি)।	৪৩৩
	মোট কার্যালয়ঃ	**১০৬টি**	**১০৪৩**

খ) জনবলঃ

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুমোদিত জনবল ১০৪৩ জন। নিম্নে জনবল সংক্রান্ত তথ্যাবলী দেয়া হলোঃ (৩০/০৮/২০২১ ইং পর্যন্ত)

ক্র. নং	পদের গ্রেড	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	পূরণকৃত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
০১।	গ্রেডঃ ২-৯	১৮৭	১৩৬	৫১
০২।	গ্রেডঃ ১০	৪১৩	৯৭	৩১৬
০৩।	গ্রেডঃ ১১-১৬	২২৬	১৭৭	৪৯
০৪।	গ্রেডঃ ১৮-২০	২১৭	১৫৫	৬২
	মোটঃ	**১০৪৩**	**৫৬৫**	**৪৭৮**

৬.৫.৩ কার্যপরিধি ও কার্যবন্টনঃ

ক) কার্যপরিধিঃ

ওয়ার্ড পর্যায় থেকে জেলা পর্যায়ে ১০০ শয্যা পর্যন্ত সকল স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো/স্থাপনা সমূহের নির্মাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর উপর ন্যস্ত রয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক জেলা হাসপাতাল, জাতীয় পর্যায়ের হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, নার্সিং ইনস্টিটিউট/কলেজ, আইএইচটি, ম্যাটস নির্মাণ, বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ, মেরামত ও সংস্কার কাজও এইচইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়।

খ) কার্যবণ্টনঃ

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যপরিধি অনুযায়ী ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ, পূণঃনির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ; ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ, পূণঃনির্মাণ, আরডি/ইউনিয়ন সাব-সেন্টারকে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে উন্নীতকরণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ; নবসৃষ্ট উপজেলায় নতুন ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ, বিদ্যমান ১০/২০/৩১ শয্যাবিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সমূহকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ, নবরূপায়ন, মেরামত ও সংস্কার কাজ; উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সমূহকে ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ, নবরূপায়ন , মেরামত ও সংস্কার কাজ; ২০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ, উপজেলা পর্যায়ে ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ; ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ; ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ; ট্রমা সেন্টার নির্মাণ কাজ; উপজেলা ষ্টোর-কাম-অফিস নির্মাণ; RPTI, RTC, নার্সিং কলেজ, নার্সেস ট্রেইনিং ইনস্টিটিউট, ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (IHT) নির্মাণ, মেডিকেল এ্যাসিস্টেন্ট ট্রেইনিং ইনষ্টিটিউট (MATS) নির্মাণ; স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, নিপোর্ট, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, সিবিএইচসি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা কার্যালয় নির্মাণসহ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিত অন্যান্য কাজ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচইডি) এর উপর ন্যস্ত রয়েছে।

গ) কর্মসংস্থান-নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

৬৩ জন (২০২০- ২০২১ অর্থবছর) সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত/ পদোন্নতি/চলতি দায়িত্ব। [(আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ২৫ জন নিরাপত্তা প্রহরী, ১৭ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী, ১ জন কেয়ার টেকার নিয়োগ দেয়া হয়েছে) {নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর) ২টি পদে, নির্বাহী প্রকৌশলী

(তড়িৎ) ১টি পদে, সহকারী প্রকৌশলী (পুর) ১৪টি পদে, সহকারী প্রকৌশলী (তড়িৎ) ১টি পদে, সহকারী পরিচালক ২টি পদে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়}]

৬.৫.৪ কর্মসম্পাদন, অগ্রগতি এবং কর্মপরিকল্পনা প্রতিবেদনঃ

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থবছরে শুরু করা নতুন প্রকল্পের তালিকাঃ

(ক) ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন/কেন্দ্র	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতি
০১	নরসিংদী	রায়পুরা	মরজাল	৪৯৫.৩৩	০%
০২	বরিশাল	উজিরপুর	অতরা	৪৭৩.৪৪	৪৭%
০৩	রংপুর	পিরগাছা	চাওলা	৪৫১.৮১	৩২%
০৪	গাইবান্ধা	গোবিন্দগঞ্জ	মহিমাগঞ্জ	৪৩২.৬২	১৮%
০৫	ময়মনসিংহ	ত্রিশাল	সাকোয়া	৪৮২.৯৮	৪৭%
০৬	নড়াইল	লোহাগড়া	অধ্যাপক শেখ মোহাম্মদ রোকনউদ্দিন আহমেদ	৫৩৯.৪৬	৫%

(খ) জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ কাজ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন/কেন্দ্র	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতি
০১	নরসিংদী	সদর	--	৪৯৬.৬৬	১৫%
০২	বান্দরবান	সদর	--	৪৬৯.৬৯	১%
০৩	যশোর	সদর	--	৪৯৩.২২	০%

(গ) আরটিসি রিমডেলিং কাজ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন/কেন্দ্র	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতি
০১	কক্সবাজার	চকোরিয়া	বড়ইতলী	১৭৯৬.৪২	১০%

(ঘ) নার্সিং ইনস্টিটিউট এর অতিরিক্ত কাজ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন/কেন্দ্র	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতি
০১	নাটোর	সদর	--	৯৭৫.৯৯	০%

(ঙ) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতি
০১	ফেনী	সদর	ফাজিলপুর	১৫৯.০০	৭৯%
০২	লক্ষীপুর	সদর	তেয়ারিগঞ্জ	১৪৩.৯৪	৪০%
০৩	সিলেট	গোলাপগঞ্জ	উত্তর বাদেপাশা	১৪৩.৮৫	০%
০৪	সিলেট	ফেঞ্চুগঞ্জ	উত্তর কুশিয়ারা	১৪৩.৯	১৯%

০৫	সিলেট	কোম্পানীগঞ্জ	ইছাকলস	১৪৩.৮৫	২১%

(চ) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পুন:নির্মাণ কাজ :

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতি
০১	লক্ষীপুর	সদর	রমনিমোহন	১৪৩.৮৯	৫১%

৬.৫.৫ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকাঃ

(ক) আঞ্চলিক পণ্যাগার/আরটিসি'র পুন:নির্মাণ এবং সংস্কার কাজঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তির তারিখ
১	রাঙ্গামাটি	কাপ্তাই	১৭৯.৯৫	৩১.০৮.২০২১
২	রাজশাহী	চারঘাট	১৭৯.২৬	৩০.০৮.২০২১
৩	সুনামগঞ্জ	জামালগঞ্জ	১৭৮.৮১	০২.০৯.২০২১
৪	টাংগাইল	ঘাটাইল	১৭৮.৮৪	২৮.০২.২০২২
৫	জামালপুর	মেলান্দহ	১৭৯.০৫	২৮.০২.২০২২

(খ) ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) নির্মাণ কাজঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তির তারিখ
১	নোয়াখালী	কবিরহাট	৩৫৯৮.৭২	২৩.১২.২০২১
২	ময়মনসিংহ	সদর	৩৯২৮.৫৯	২৮.০৪.২০২২

(গ) মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস্) নির্মাণ কাজঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তি তারিখ
১	ঝালকাঠি	কীর্ত্তিপাশা, সদর	৩৩৩৬.৫২	৩০.১২.২০২১
২	ভোলা	সদর	৩০০৯.৩	২৫.০৬.২০২২
৩	বরিশাল	বাহেরচর, বাবুগঞ্জ	২৯৯৮.২২	২৫.০৬.২০২২

(ঘ) নার্সিং কলেজ নির্মাণ কাজঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তির তারিখ
১	শরিয়তপুর	ডামুড্যা	৩৩৮৪.৯০	২৯.০৬.২০২২

(ঙ) ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তির তারিখ
১	চট্টগ্রাম	মিরেরসরাই	৩৪২.৪৫	২৮.০২.২০২২
২	চট্টগ্রাম	সোনাইছড়ি, সিতাকুন্ড	৪৮৭.১৬	৩১.০৫.২০২১
৩	নোয়াখালী	ফাজিলপুর, বিজিয়া কক, বেগমগঞ্জ	৫৩৬.৭৭	১৫.০১.২০২২
৪	পাবনা	কুমিরগাড়ী বিশ্বাসপাড়া, সাথিঁয়া	৪৭৭.৩১	০৮.০৯.২০২১
৫	গোপালগঞ্জ	রামদিয়া, কাশিয়ানী	৪৪৪.৬৫	৩০.০৪.২০২২
৭	মাদারীপুর	বীর মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত হোসেন, দক্ষিণ কারোকচর, শিবচর	৫৩৮.৯২	২৯.০৪.২০২২
৮	বরগুনা	গুলিশাখালী, আমতলী	৪৭৭.৩৪	২৪.০৭.২০২১
৯	বরিশাল	মেমানিয়া, হিজলা	৪৭৮.১৯	২৮.০৪.২০২২
১০	ভোলা	শশিভূষন, চরফ্যাশন	৪৯৪.৯৩	৩১.১২.২০২১
১১	ঝালকাঠি	বিনয়কাঠি, সদর	৪৯৪.০১	০৪.০৫.২০২২
১২	ঝিনাইদহ	কালিগঞ্জ	৪৪২.১৬	০৫.০৯.২০২১
১৩	পটুয়াখালী	গলাচিপা সদর, গলাচিপা	৪৯৩.৫২	৩০.০৫.২০২২
১৪	শেরপুর	নকলা, দুধ চর	৪৮৫.৫১	১৫.০৬.২০২২

(চ) জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তির তারিখ
১	নোয়াখালী	সদর	৫১৪.৯৮	৩০.০৩.২০২২
২	নীলফামারী	সদর	৪৬৬.১২	০১.০৬.২০২২
৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	সদর	৪৬৬.২১	১৫.০৬.২০২২

(জ) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তির তারিখ
১	সিরাজগঞ্জ	সদর	কাউখোলা	১৫৯.৬৮	২২.০৫.২০২২
২	সিরাজগঞ্জ	সদর	খোকশাবাড়ী	১৪৩.৮৫	১০.০৭.২০২১
৩	সিরাজগঞ্জ	চৌহালি	বাকুতিয়া	১৪৩.৮৪	১৩.০৫.২০২২
৪	সিরাজগঞ্জ	চৌহালি	স্তল	১৪৩.৮৮	১২.০৪.২০২২
৫	সিরাজগঞ্জ	চৌহালি	উমরপুর	১৪৩.৮৬	০১.১২.২০২১
৬	সিরাজগঞ্জ	কাজিপুর	টেকানি	১৪৩.৯১	১৮.০১.২০২২
৭	সিরাজগঞ্জ	কাজিপুর	মাইজবাড়ী	১৪৩.৭৬	১৪.০১.২০২২
৮	পাবনা	চাটমোহর	বিলচালান	১৪৩.৯৫	৩০.০১.২০২২
৯	মেহেরপুর	সদর	শাহারবাতি	১৪৩.৯৯	৩০.০১.২০২২
১০	কুষ্টিয়া	সদর	হাতস হরিপুর	১৪৪.০০	১৮.১০.২০২১
১১	মাদারীপুর	সদর	ঝাওদি	১৫৯.৮৭	২৯.১২.২০২১
১২	ভোলা	মনপুরা	দক্ষিণ সাকুচিয়া	১৫৭.৯৫	৩০.১১.২০২১
১৩	পটুয়াখালী	রাংঙ্গাবালি	বড় বাইশদিয়া	১৪৩.৫৬	২৮.০২.২০২২
১৪	সুনামগঞ্জ	দোয়ারাবাজার	বগলা	১৫৯.৬০	১৫.০৮.২০২১
১৫	সিলেট	গোয়াইনঘাট	নন্দিগ্রাম	১৫৬.২৮	১৫.০৮.২০২১
১৬	মৌলভিবাজার	বড়লেখা	বারনি	১৪৩.১০	২৩.০২.২০২২
১৭	মৌলভিবাজার	শ্রীমঙ্গল	কালিঘাট	১৪৩.৩৩	২৩.০২.২০২২
১৮	মৌলভিবাজার	বড়লেখা	নিজবাহাদুরপুর	১৪৩.৬০	১৫.১২.২০২১
১৯	কুমিল্লা	ব্রাহ্মণপাড়া	সিদলাই	১৫৫.১৮	৩০.০৯.২০২১
২০	চাঁদপুর	হাজীগঞ্জ	হাতিলা (পশ্চিম)	১৫১.৯২	০৪.০৯.২০২১
২১	চাঁদপুর	ফরিদগঞ্জ	ফরিদগঞ্জ ১৪ নং	১৪৩.৯৯	২৩.০১.২০২২
২২	নীলফামারী	ডোমার	কেতকিবাড়ী	১৪৩.৪২	০৪.১১.২০২১
২৩	গাইবান্ধা	গোবিন্দগঞ্জ	পানাউল্লা	১৪৩.৬৬	১০.১০.২০২১
২৪	মাদারীপুর	রাজৈর	মহেন্দ্রাদি	১৪৩.৯৪	২৯.০৫.২০২২
২৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	নবিনগর	জিনদপুর	১৫১.৯৯	২৯.০৯.২০২১
২৬	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	কসবা	৫ নং বিনাউট	১৪৩.৯৯	২৬.০৪.২০২২

(ঝ) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পুন: নির্মাণ কাজঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তির তারিখ
১	মানিকগঞ্জ	শিবালয়	উলাইল	১৪৩.৯৩	৩০.০৭.২০২১
২	নোয়াখালী	বেগমগঞ্জ	কুতুবপুর (আব্দুল্লাহপুর)	১৫২.০০	২৮.০৯.২০২১
৩	নোয়াখালী	চাটখিল	নোয়াখুলা	১৫৯.১৫	০২.১১.২০২১
৪	সিরাজগঞ্জ	শাহাজাদপুর	৭ নং হাবিবুল্লা নগর (রতনকান্দি)	১৪৩.৮১	২০.১২.২০২১
৫	খুলনা	বটিয়াঘাটা	আমিরপুর	১৪৩.৬৫	১৫.১২.২০২১
৬	খুলনা	দিঘিনালা	গাজীরহাট	১৪৩.৭০	১০.০৩.২০২২
৭	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর	ইশ্বরপুর	১৪৩.৭০	২৫.০৪.২০২২
৮	কুষ্টিয়া	কুমারখালি	শিলাইদাহ	১৪৪.০০	২০.০৩.২০২২
৯	কুষ্টিয়া	কুমারখালি	যদুবয়রা	১৪৪.০০	৩০.১১.২০২১
১০	কুষ্টিয়া	মিরপুর	চিথলিয়া	১৪৩.৯৯	০৩.১০.২০২১
১১	শরীয়তপুর	গোসাইরহাট	গোসাইরহাট	১৪৩.৮৮	৩০.০৯.২০২১
১২	মাদারীপুর	সদর	দুধখালী	১৪৩.৯৭	১০.০৩.২০২২
১৩	বাগেরহাট	কচুয়া	গোপালপুর	১৪৩.৭১	৩০.১২.২০২১
১৪	বাগেরহাট	মংলা	চাঁদপাই	১৫৯.৬৪	২৮.০২.২০২২
১৫	গোপালগঞ্জ	টুঙ্গিপাড়া	গোপালপুর	১৪৩.৯৯	৩০.১০.২০২১
১৬	গোপালগঞ্জ	টুঙ্গিপাড়া	ডুমুরিয়া	১৪৩.৯৯	৩০.০১.২০২২
১৭	গোপালগঞ্জ	টুঙ্গিপাড়া	বরনি	১৪৩.৯৯	৩০.১১.২০২১
১৮	ভোলা	সদর	ভেদুরিয়া	১৪৩.৮০	২৮.০২.২০২২
১৯	ঝালকাঠি	নলছিটি	নাচনমহল	১৪৩.৬৪	১০.১২.২০২১
২০	ঝালকাঠি	নলছিটি	সুবিদপুর	১৪৩.৩২	২৮.০৯.২০২১
২১	রংপুর	তারাগঞ্জ	একরচিল	১৪৩.৬১	২০.০৯.২০২১
২২	রংপুর	বদরগঞ্জ	নোহানিপাড়া	১৪৩.৭৮	২৮.০২.২০২২
২৩	জামালপুর	মেলান্দাহ	আদরা	১৪৩.৬৭	৩০.১১.২০২১
২৪	সিলেট	কানাইঘাট	লক্ষীপ্রাসাদ	১৪৩.৭৮	৩১.০৮.২০২১
২৫	খুলনা	পাইকগাছা	ছোলাদানা	১৪৩.৯৯	১২.০৬.২০২২
২৬	মাদারীপুর	রাজৈর	পাইকপাড়া	১৫৯.৮৭	২৯.০৫.২০২২

(ঞ) উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কাম-স্টোর নির্মাণঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	কার্যাদেশ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তির তারিখ
১	পটুয়াখালী	দুমকী	১০২.৭৯	২৮.১১.২০২১

৬.৫.৬ চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসাবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ন অবকাঠামো

(ক) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজঃ

সারাদেশে প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) স্থাপন কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে ৪০০৮টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। চলমান ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচী'র ২য় সংশোধিত অপারেশনাল প্লানের আওতায় ১২৪টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) নির্মাণ কাজের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর মধ্যে গত ২০২১-২২ অর্থ বছরে ২৬টি'র নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং বর্তমানে ১৫টির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

বিলচলন ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, চাটমোহর, পাবনা।

(খ) ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পুনঃনির্মাণ কাজঃ

সারাদেশে জরাজীর্ণ ও সেবা প্রদানে অনুপযোগী বিদ্যমান ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) পুনঃ নির্মাণ করে সেবা প্রদানের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। চলমান ৪র্থ স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচী'র ২য় সংশোধিত অপারেশনাল প্লানের আওতায় ১০১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) পুনঃ নির্মাণ কাজের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর মধ্যে গত ২০২১-২২ অর্থ বছরে ২৬টি'র পুনঃ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং বর্তমানে ০৮টির পুনঃ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

গোপালপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

(গ) ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজঃ

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ হাট/বাজার/বন্দর ইত্যাদি এলাকায় ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সকল কেন্দ্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাসহ পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। এ পর্যন্ত সর্বমোট ১৩৩ টি ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। চলমান ৪র্থ স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচী'র ২য় সংশোধিত অপারেশনাল প্লানের আওতায় ৮২টি ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এর মধ্যে গত ২০২১-২২ অর্থ বছরে ১৪টি ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে ১৭টি'র নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে, যার গড় অগ্রগতি ৫৮.৮২%।

গুলিশাখালী ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, আমতলী, বরগুনা।

(ঘ) উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস কাম- স্টোর নির্মাণঃ

পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী এবং ঔষধপত্র সংরক্ষণ এবং দুরবর্তী স্থানে সরবরাহ নিশ্চিত করনের জন্য প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস কাম-স্টোর নির্মাণ করা হচ্ছে। চলমান ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচী'র ২য় সংশোধিত অপারেশনাল প্লানের আওতায় ৭৭টি উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস কাম-স্টোর নির্মাণ কাজ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এর মধ্যে গত ২০২১-২২ অর্থ বছরে ০১টি উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস কাম-স্টোর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে ।

দুমকী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস কাম-স্টোর, পটুয়াখালী।

(ঙ) আরপিটিআই নির্মাণঃ

পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দক্ষ কর্মীর চাহিদা বিবেচনা করে সরকার পরিবার পরিকল্পনা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এফডব্লিউভিটিআই) যা বর্তমানে আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (আরপিটিআই) নামে নামকরণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত সর্বমোট ০৪টি আরপিটিআই নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। চলমান ৪র্থ স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচী'র ২য় সংশোধিত অপারেশনাল প্লানের আওতায় ৬টি আরপিটিআই উন্নীতকরণ কাজ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (আরপিটিআই), সদর, মানিকগঞ্জ।

(চ) ম্যাটস্ নির্মাণঃ

মান সম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ কর্মীর চাহিদা বিবেচনা করে সরকার মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস্) নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। এ পর্যন্ত ১২টি মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস্) নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। চলমান ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচী'র ২য় সংশোধিত অপারেশনাল প্লানের আওতায় ১৫টি মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস্) নির্মাণ কাজ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এর মধ্যে গত ২০২১-২২ অর্থ বছরে ০৩টি মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস্) নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে এবং সারাদেশে ০৫টি ম্যাটস্ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে, যার গড় অগ্রগতি ৬১.৮০%।

মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস্), বাহেরচর (বাবুগঞ্জ), বরিশাল।

(ছ) নার্সিং কলেজ ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নির্মাণঃ

নার্সিং হচ্ছে স্বাস্থ্য সেবার মেরুদন্ড। মান সম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য নার্সিং সেবা অপরিহার্য। দেশে বিদেশে দক্ষ নার্সের চাহিদা বিবেচনা করে সরকার দক্ষ নার্স তৈরীর জন্য নতুন নতুন নার্সেস ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট এবং নার্সিং কলেজ নির্মানের পরিকল্পনা করেছে। এ পর্যন্ত ১২টি নার্সেস ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট এবং নার্সিং কলেজ নির্মান করা হয়েছে। চলমান ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচী'র ২য় সংশোধিত অপারেশনাল প্লানের আওতায় ৮টি নার্সিং কলেজ ও ৪টি নার্সিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ কাজ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। বর্তমানে সারাদেশে ০৩টি নার্সিং কলেজ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে যার গড় অগ্রগতি ৪৩.৩৩% এবং ০২টি নার্সিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে যার গড় অগ্রগতি ৬৩%।

ধামুড্ডা নার্সিং কলেজ, শরিয়তপুর।

(জ) ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচইটি) নির্মাণঃ

ইনষ্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (IHT) প্রতিষ্ঠান থেকে স্বাস্থ্য সেবা সহকারী, ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ান ইত্যাদি জনবল প্রশিক্ষণ লাভ করেন। এইচইডি গত ২০০৯ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ১৯টি আইএইচটি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছে। চলমান ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচী'র নার্সিং আওতায় ০৯টি আইএইচটি নির্মাণ কাজ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এর মধ্যে গত ২০২১-২২ অর্থ বছরে ০২টি আইএইচইটি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং সারাদেশে ০২টি আইএইচইটি নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে, যার গড় অগ্রগতি ৯১%।

ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি), কবিরহাট, নোয়াখালী।

(ঝ) উপ-পরিচালক পরিবার পরিকল্পনাঃ জনসাধারণের পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার জেলা সদরে উপ-পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এ পর্যন্ত ১৯টি উপ-পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। চলমান ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচী'র নার্সিং আওতায় ৩৯টি উপ-পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ কাজ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এর মধ্যে গত ২০২১-২২ অর্থ বছরে ০৩টি উপ-পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং সারাদেশে ১০টি উপ-পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে, যার গড় অগ্রগতি ৩৯.৬০%।

জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, সদর, নোয়াখালী।

(ঞ) উপ-পরিচালকসহ বিভাগীয় পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ কাজঃ জনসাধারণের পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভাগীয় শহরে বিভাগীয় পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। একই ভবনে বিভাগীয় জেলা সদরের উপ-পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা অফিসও বিদ্যামান আছে। এ পর্যন্ত ৫টি উপ-পরিচালকসহ বিভাগীয় পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। চলমান ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচী'র ২য় সংশোধিত অপারেশনাল প্লানের আওতায় ২টি উপ-পরিচালকসহ বিভাগীয় পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ কাজ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এর মধ্যে গত ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১টি বিভাগীয় শহরে উপ-পরিচালকসহ বিভাগীয় পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা অফিস নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে ।

বিভাগীয় পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা অফিস ভবন, খুলনা।

৭. বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস এবং বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন

৭.১ বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ১১ জুলাই ২০২১ উদ্‌যাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় ও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগি সংস্থার সহায়তায় বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ১১ জুলাই ২০২১ উদ&যাপন করা হয়। উক্ত দিবসের জন্য জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA) নির্ধারিত থীম ছিল "Rights and Choices are the Answer: Whether baby boom or bust, the solution lies in prioritizing the reproductive health and rights of all people" যার বাংলা ভাবানুবাদ- "অধিকার ও পছন্দই মূল কথা: প্রজননস্বাস্থ্য ও অধিকার প্রাধান্য পেলে কাঙ্ক্ষিত জন্মহারে সমাধান মেলে"।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ১১ জুলাই ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়েসহ দেশের সকল বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি (প্রেস ব্রিফিং, উদ্বোধন অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা) ভার্চুয়াল/অনলাইনে পালিত হয়। এছাড়াও স্মরিণকা প্রকাশ, জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ, পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানকারীদের মধ্য হতে শ্রেষ্ঠ কর্মী/প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান, পরিবার পরিকল্পনা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড প্রদান, টেলিভিশন চ্যানেলে টক শো আয়োজন, মোবাইল ফোনে SMS-এর মাধ্যমে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস-২০২০ এর প্রতিপাদ্য বিষয়ে তথ্য প্রচার) পালিত হয়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে (ভার্চুয়ালি) প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ও পুরস্কার বিতরণ করেন ।

২. Partners in Population and Development (PPD)-এর ২৫ তম বোর্ড সভা ও ৩৪ তম নির্বাহী সভা অনুষ্ঠান:

Partnets in Population and Devlopment (PPD) প্রজনন স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্ত:দেশীয় সংস্থা। বাংলাদেশসহ ২৭টি দেশ সংস্থাটির সদস্য। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সংস্থাটির সদর দপ্তর ঢাকার আগারগাঁওয়ে অবস্থিত। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী PPD-এর বোর্ড ও নির্বাহী কমিটির সদস্য। অবস্থিত। PPD-এর নির্বাহী কমিটি-এর ৩৬ তম সভা গত ১৬/১১/২০২১ তারিখে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জনাব জাহিদ মালেক, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় অংশগ্রহণ করেন। PPD বোর্ড-এর ২৬ তম সভা গত ১৮/১১/২০২১ তারিখে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পক্ষে জনাব নীতিশ চন্দ্র সরকার, অতিরিক্ত সচিব (জনসংখ্যা, প.ক. ও আইন) ও বাংলাদেশে PPD-এর PCC (Partner Country Coordinator) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ অংশগ্রহণ করেন।

৭.২ বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

ক) জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপন

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের পক্ষ হতে যথাযথ মর্যাদায় ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে এ বিভাগের আওতাধীন সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। এ বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্তা স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান স্থাপিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে সামাজিক দূরুত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে পুষ্পস্তবক অর্পন ও মোনাজাত এবং সকল স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

'জাতীয় শোক দিবস ২০২১' পালন উপক্ষ্যে আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠান

খ) মহান বিজয় দিবস উদযাপন: স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ হতে মহান বিজয় দিবস যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসহ সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা যথাযথভাবে উত্তোলন এবং ভবন/স্থাপনাসমূহে দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। জাতীয় প্যারেড স্কোয়ার গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত কুচকা আওয়াজে এ বিভাগের পক্ষ হতে যান্ত্রিক বহরে অংশগ্রহণ এবং এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

গ) ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন: স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ হতে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২২ উদযাপন করা হয়।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২২ জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব, জনাব মোঃ সাইফুল হাসান বাদল কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

ঘ) ১৭ মার্চ ২০২২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়।

১৭ মার্চ ২০২২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব, জনাব মোঃ সাইফুল হাসান বাদল কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে পুষ্পস্থবক অর্পন

৮. স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

চ্যালেঞ্জ	উত্তরণের উপায়
মেডিকেল কলেজে বেসিক সাবজেক্টসহ অন্যান্য সাবজেক্টের শিক্ষক সংকট	১. আর্থিক প্রণোদনা হিসেবে বেসিক সাবজেক্ট-এর শিক্ষকদের ১০০% নন-প্র্যাকটিসিং ভাতা চালু (অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরিত) করা; ২. শিক্ষক পদায়নের দায়িত্ব এ বিভাগে ন্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ থেকে দ্রুত শিক্ষক পদায়ন করা; ৩. ভবিষ্যতে বিসিএস (চিকিৎসা শিক্ষা) ক্যাডার চালুর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে ।
বেসরকারি মেডিকেল শিক্ষার মানোন্নয়ন	১. বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও পরিচালন আইন, ২০১৯ চুড়ান্ত ও বাস্তবায়ন করা; ২. প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০১৯ চুড়ান্ত ও বাস্তবায়ন করা; ৩. মনিটরিং জোরদারকরণ; ৪. মানভিত্তিক গ্রেডেশন পদ্ধতি প্রবর্তন।
নার্সিং, মিডওয়াইফারি ও প্যারামেডিক কোর্সের মানোন্নয়ন	১. নার্সিং, মিডওয়াইফারি ও প্যারামেডিক শিক্ষাবোর্ড গঠন করা; ২. স্থায়ী শিক্ষক কাঠামো গঠন করা; ৩. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি শিক্ষা বোর্ড পরিচালিত ডিপ্লোমা নার্সিং/প্যারামেডিক পরীক্ষা বন্ধ করা।
প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি বৃদ্ধিকরণ	১. ব্যবহার অনুপযোগী ৫৭৬টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র পুন:নির্মাণ করা; ২. নির্মিত ও নির্মাণাধীন মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের জনবল নিয়োগ করা; ৩. স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের স্থাপনাগুলোর নির্মাণ/পুন:নির্মাণ-এর দায়িত্ব এ বিভাগে ন্যস্ত করা।
কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ	১. কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য একটি পৃথক ওপি/প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা; ২. সকল স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্য কর্নার স্থাপন করা; ৩. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম সমন্বিতকরণ।
শহরাঞ্চলে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা	১. সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার প্রত্যেক ওয়ার্ডে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম চালু করা; ২. স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ-এর সাথে সমন্বয় জোরদারকরণ।
বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের জন্য পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্প্রসারণ	১. অতিরিক্ত জনবল ও অর্থের সংস্থান করা; ২. প্রেষণে/সংযুক্তিতে নিযুক্ত কর্মচারীদের আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা; ৩. রোহিঙ্গা মাঝি এবং ইমামদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম জোরদারকরণ।

৯. ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

পরিকল্পনা	বাস্তবায়নকাল
এসডিজি-এর স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	২০৩০
সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে বর্ণিত এ বিভাগ সম্পৃক্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন	২০২৩
বিভাগের আওতাধীন ব্যবহার অনুপযোগী সকল সেবা কেন্দ্র চালু করা	২ বছর
মেডিকেল কলেজ, নার্সিং কলেজ / ইনস্টিটিউট এর ছাত্রী নিবাস নির্মাণ	৪ বছর (পর্যায়ক্রমে)
স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা সমন্বিতকরণ	৬ মাস
উচ্চতর চিকিৎসা শিক্ষায় প্রেষণ নীতিমালা যুগোপযোগীকরণ	১ বছর
মেডিকেল ও ডেন্টাল শিক্ষা কারিকুলাম যুগোপযোগীকরণ	১ বছর
নার্সিং, মিডওয়াইফারি ও প্যারামেডিকেল শিক্ষা বোর্ড স্থাপন	১ বছর ৬ মাস
প্রতিটি বিভাগে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন	পর্যায়ক্রমে
প্রতিটি জেলায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন	পর্যায়ক্রমে
BSMMU কে Non-Practicing হাসপাতালে উন্নীতকরণ	১ বছর ৬ মাস
ই-ফাইলিং কার্যক্রম পুরোপুরি বাস্তবায়ন	১ বছর
শতভাগ ই-টেন্ডার চালু	১ বছর
মেডিকেল কলেজগুলোর মানভিত্তিক গ্রেডেশন পদ্ধতি প্রবর্তন	২ বছর
১১৫টি ছিটমহলে দম্পতিভিত্তিক ইউনিট সৃষ্টি ও জনবল নিয়োগ	২ বছর
আয়ুর্বেদিক, ইউনানী, দেশজ ও হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার মানোন্নয়ন	২ বছর

১০. পরিশিষ্ট: ব্যবহৃত শব্দ সংক্ষেপ

ADP	Annual Development Program
AMS	Asset Management System
APA	Annual Performance Agreement
APPS	Application Software
AUAFP	Accelarating Universal Access to Family Planning
BCC	Behaviour Change Communication
BCPS	Bangladesh College of Physicians and Surgeons
BDHS	Bangladesh Demographic and Health Survey
BHFS	Bangladesh Health Facility Survey
BHMS	Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery
BIM	Bangladesh Institute of Management
BIMSTEC	Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation
BMDC	Bangladesh Medical and Dental Council
BMRC	Bangladesh Medical Research Council
BMS	Bangladesh Midwifary Society
BNA	Bangladesh Nurses Association
BNMC	Bangladesh Nursing and Midwifery Council
BSMMU	Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University
CBC	Complete Blood Count
CBT	Competancy Based Training
CCSDP	Clinical Contraception Services Delivery Program
CHCP	Community Health Care Provider
CMEOC	Comprehensive Emergency Obstetric Care
CNC	Comprehensive Newborn Care
CNCP	Comprehensive Neo-born Care Package
CPR	Contraceptive Prevalence Rate
DGFP	Director General-Family Planning
DGHS	Director General-Health Services
DGNM	Director General-Nursing and Midwifery
DHIS2	District Health Information System
DHMS	Diploma of Homeopathic Medicine and Surgery
DMS	Digital Monitoring System
DRS	Digital Registration System
E-GP	Electronic Government Procurement
eMIS	Electronic Management Information System

FDMNs	Forcibly Displaced Myanmar Nationals
FPI	Family Planning Inspector
FWA	Family Welfare Assistant
FWC	Family Welfare Centre
FWVTI	Family Welfare Visitors Training Institute
GAVI	Global Alliance for Vaccinization and Immunization
GoB	Government of Bangladesh
HA	Health Assistant
HED	Health Engineering Department
HINARI	Health Inter Network Access to Research Initiative
HPNSP	Health, Population and Nutrition Sector Programmme
HRIS	Human Resource Information System
HSD	Health Services Division
IEC	Information, Education and Communication
IHT	Institute of Health Tecnology
IYCF	Infant Young Child Feeding
JPGSPH	James P Grants School of Public Health
LARC/PM	Long Acting Reversible Contraceptive/Permanent Method
LOC	Letter of Collaboration
MATS	Medical Assistant Training School
MCH-FP	Maternal and Child Health- Family Planning
MCHTI	Maternal and Child Health Care Training Institute
MCRAH	Maternal, Child, Reproductive and Adolescent Health
MCWC	Mother and Child Welfare Centre
MDG	Millenium Development Goals
MEFWD	Medical Education and Family Welfare Division
MEHMD	Medical Education and Health Manpower Development
MFSTC	Mohammadpur Fertility Service and Training Centre
MICS	Multiple Indicator Cluster Survey
MIS	Management Information System
MMR	Maternal Mortality Rate
NAPD	National Accademy for Planing and Development
NCD	Non-Communicable Disease
NIANER	National Institute of Advanced Nursing Education and Research
NILIB	NIPORT Library Database
NIPORT	National Institute of Population Research Training
NMEMS	Nurse-Midwifes Education Management System

NMES	Nursing and Midwifery Education Services
NSV	Non-Scalpel Vasectomy
PFD	Physical Facilities Development
PME	Planning Monitoring and Evaluation
PMIS	Personal Management Information System
PPFP	Post Partum Family Planning
PPV	Paid Peer Volunteer
PSSM	Procurement, Storage and Supply Management
RADP	Revised Annual Development Program
RPA	Reimbursable Project Aid
RPTI	Regional Population Training Institute
RTC	Regional Training Centre
SACMO	Sub-Assistant Community Medical Officer
SCANU	Special Care & Newborn Unit
SCMP	Supply Chain Management Portal
SDG	Sustainable Development Goals
SRHR	Sexual and Reproductive Health and Rights
SVRS	Statistical Vital Registration System
TFR	Total Fertility Rate
ToT	Training of Trainers
TRD	Training, Research and Development
UESD	Utilization of Essential Service Delivery
UHFWC	Union Health and Family Welfare Centre
UNFPA	United Nations Population Fund
USAID	United States Agency for International Development
UFMR	Under Five Mortality Rate
WHO	World Health Organization

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
www.mefwd.gov.bd